CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-292 ■ 22 July, 2026 ■ আগরতলা ২২ জুলাই, ২০২৬ ইং ■ ৫ শ্রাবণ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে আগরতলায় ছাত্র বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই ।। কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিতে মঙ্গলবারও আগরতলার সার্কিট হাউসের সামনে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেন ছাত্র-ছাত্রীরা। শিক্ষা ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা, জবাবদিহি নিশ্চিত করা এবং দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

বিক্ষোভকারীরা দিল্লির যন্তর-মন্তরে আন্দোলনরত সমাজকর্মী ও পরিবেশবিদ সোনম ওয়াংচুককে দিল্লি পুলিশের সরিয়ে দেওয়ার ঘটনারও তীব্র প্রতিবাদ জানান। তাঁদের অভিযোগ, আন্দোলনের গণতান্ত্রিক অধিকারকে দমন করার পাশাপাশি শিক্ষা ব্যবস্থার বিভিন্ন অনিয়ম ও দুর্নীতির বিষয়েও কেন্দ্র সরকার কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে।

প্রতিবাদকারীদের দাবি, দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় ক্রমবর্ধমান অনিয়ম, দুর্নীতি ও স্বচ্ছতার অভাবের দায় থেকে কেন্দ্রীয় সরকার এবং শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান দায় এড়াতে পারেন না। তাই অবিলম্বে শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবি জানিয়ে তারা আন্দোলন আরও জোরদার করার হুঁশিয়ারি দেন। বিক্ষোভ চলাকালীন ছাত্র-ছাত্রীরা বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হন এবং শিক্ষাব্যবস্থায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিত করার দাবি জানান। আন্দোলনকারীরা বলেন, দাবি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত তাদের প্রতিবাদ কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

যুবক অপহরণ ও মারধরের অভিযোগ

গ্রেফতার ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই ।। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগরে এক যুবককে তুলে নিয়ে গিয়ে মারধরের অভিযোগে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনায় অভিযুক্ত তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করেছে ধর্মনগর থানার পুলিশ। আহত যুবক বর্তমানে চিকিৎসার পর বাড়িতে ফিরে এসেছেন।

অভিযোগ, গত ১৫ তারিখে ধর্মনগরের জেল রোড সংলগ্ন ছাড়ারপাড় এলাকার বাসিন্দা টিটু দাস নামে এক যুবককে বাবুল ভাজপাড় , রঞ্জিত ভাজপাড় এবং প্রণয় দাস নামে তিন ব্যক্তি জোরপূর্বক তুলে নিয়ে যায়। এরপর তাকে শারীরিকভাবে মারধর করা

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

নিট প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের সামনে বিরোধীদের বিক্ষোভ ঘিরে উত্তেজনা, আটক রাহুল

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই ।। নিট প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনের সামনে কংগ্রেসের বিক্ষোভ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। দিল্লি পুলিশ বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকে আটক করে এবং কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধী-সহ একাধিক বিরোধী নেতাকে বিক্ষোভস্থল থেকে সরিয়ে দেয়। সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবকেও পুলিশ সেখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

প্রধানমন্ত্রীর ৭, লোক কল্যাণ মার্গের বাইরে কংগ্রেস সাংসদরা ধর্নায় বসে নিট প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় কেন্দ্রের জবাবদিহি দাবি করেন। বিক্ষোভ চলাকালীন নিরাপত্তারক্ষীরা রাহুল গান্ধী-সহ অন্যান্য নেতাদের পুলিশি গাড়িতে তুলে নিয়ে যায়। যদিও এ বিষয়ে দিল্লি পুলিশের পক্ষ থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে এখনও কোনও বিবৃতি দেওয়া হয়নি।

পুলিশ যখন রাহুল গান্ধীকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে, তখন তিনি প্রথমে বিক্ষোভস্থল ছাড়তে অস্বীকার করেন। পরে দীর্ঘ আলোচনার পর তাঁকে উচ্চ-নিরাপত্তা বলয় থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। এর আগে সামাজিক মাধ্যমে রাহুল গান্ধী প্রধানমন্ত্রী বাসভবনের সামনে দীর্ঘমেয়াদি ধর্নার ডাক দেন। তিনি বলেন, ছাত্রদের উপর আক্রমণ মানে দেশের প্রতিটি পরিবারের উপর আক্রমণ। এবার সরকারকে

জবাব দিতেই হবে। পাশাপাশি তিনি ন্যায়বিচারের দাবিতে দেশবাসীকে বিক্ষোভে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

এই ঘটনাপ্রবাহের আগে কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাঙ্গের ১০, রাজাজি মার্গের বাসভবনে রাহুল ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী-সহ বিরোধী সাংসদরা জড়ো হন। সেখান থেকে মিছিল করে প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের উদ্দেশে রওনা দেন তাঁরা।

উচ্চ-নিরাপত্তা এলাকায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং এবং কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে আলোচনা করে পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করেন। তবে সেই আলোচনা কোনও ইতিবাচক ফল দেয়নি।

কংগ্রেসের দাবি, সরকারপক্ষের সঙ্গে আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। অন্যদিকে ড. জিতেন্দ্র সিংয়ের অভিযোগ, নিট প্রশ্নফাঁস-সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার বিষয়ে কেন্দ্রের আশ্বাসে প্রথমে সম্মতি দিলেও পরে রাহুল গান্ধী সেই অবস্থান থেকে সরে আসেন। দুই পক্ষের এই পাল্টাপাল্টি দাবির মধ্যেই শেষ পর্যন্ত বিক্ষোভ ঘিরে নাটকীয় পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ড. জিতেন্দ্র সিং মঙ্গলবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বাসভবনের সামনে কংগ্রেসের বিক্ষোভকে ঘিরে বারবার অবস্থান বদলের অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর দাবি, সরকার নিট-সহ সমস্ত ইস্যুতে সংসদে আলোচনার আশ্বাস দেওয়ার পরও রাহুল গান্ধী বিক্ষোভ প্রত্যাহার করতে রাজি হননি, যা তাঁর মতো একজন শীর্ষ নেতার ক্ষেত্রে শোভন নয়।

মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ের প্রতিমন্ত্রী হিসেবে ড. জিতেন্দ্র সিং কংগ্রেসের

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

খোয়াই - আগরতলা

জাতীয় সড়কের বেহাল দশা, আটকে গেল মন্ত্রীর গাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। খোয়াই-আগরতলা ভায়া সুবলসিং ২০৮ নম্বর জাতীয় সড়কের বেহাল চিত্র ফের প্রকাশ্যে এল। দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের অভাবে জরাজীর্ণ হয়ে পড়া এই জাতীয় সড়ক বর্ষার জেরে এখন কার্যত চলাচলের অযোগ্য হয়ে উঠেছে। আজ সুবলসিং পাহাড় এলাকায় কাদা ও জলাবদ্ধতার কারণে রাজ্যের মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের গাড়ি আটকে পড়ার ঘটনায় ফের সামনে এসেছে এই সড়কের করুণ বাস্তবতা। মন্ত্রীর গাড়ি আটকে যাওয়ার পাশাপাশি প্রায় দুই ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে সড়কে যান চলাচল সম্পূর্ণভাবে ব্যাহত হয়, যার ফলে শতাধিক ছোট-বড় যানবাহন রাস্তায় আটকে পড়ে এবং চরম দুর্ভোগে পড়েন হাজারো মানুষ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন সকালে মন্ত্রী টিঙ্কু রায় সরকারি কর্মসূচিতে যোগ দিতে খোয়াই থেকে আগরতলার উদ্দেশ্যে রওনা দেন। সুবলসিং পাহাড় সংলগ্ন এলাকায় পৌঁছতেই রাস্তার ওপর জমে থাকা ঘন কাদা ও ভাঙাচোরা অংশে তাঁর গাড়ির চাকা আটকে যায়। দীর্ঘক্ষণ চেষ্টা করেও গাড়িটি বের করা সম্ভব হয়নি। পরে নিরাপত্তার দায়িত্বে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে কেন্দ্রকে নিশানা প্রদেশ কংগ্রেসের ২৩ জুলাই জাতীয় সড়ক অবরোধের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। দেশজুড়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানাল কংগ্রেস। মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সর্বভারতীয় কংগ্রেস নেতা বিজেন্দ্র প্রসাদ সিং অভিযোগ করেন, গত ১২ বছরে দেশে ১৫২ বার বিভিন্ন পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে। তাঁর দাবি, বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতেই এই ধরনের ঘটনা বেশি ঘটছে, যার ফলে লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে।

বিজেন্দ্র প্রসাদ সিং বলেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসের মতো গুরুতর বিষয়কে কেন্দ্র সরকার গুরুত্ব দিচ্ছে না। বরং বিভিন্ন ইস্যু সামনে এনে মানুষের দৃষ্টি অন্যদিকে ঘোরানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। তিনি জানান, কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী দেশজুড়ে ছাত্র-যুবকদের এই আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং বিষয়টি সংসদ থেকে রাজপথদুই জায়গাতেই তুলে ধরছেন। এই বার্তা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে কংগ্রেস বিভিন্ন রাজ্যে সমন্বয়কারী (কো-অর্ডিনেটর) নিয়োগ করেছে বলেও জানান তিনি।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত বিধায়ক সুদীপ রায় বর্মনও কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। তাঁর অভিযোগ, নীট-সহ বিভিন্ন জাতীয় স্তরের পরীক্ষায় বারবার প্রশ্নপত্র ফাঁসের ফলে দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের ভবিষ্যৎ বিপন্ন হয়ে পড়ছে। আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর পুলিশি লাঠিচার্জ এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগের দাবিকে উপেক্ষা করারও অভিযোগ তোলেন তিনি।

সুদীপ রায় বর্মন বলেন, গণতান্ত্রিকভাবে প্রতিবাদ করার অধিকার রক্ষা করা জরুরি এবং ছাত্র-যুব সমাজকে অন্যায়ের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার আহ্বান জানান। পাশাপাশি তিনি ঘোষণা করেন, প্রশ্নপত্র ফাঁসসহ বিভিন্ন

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

অনুরাগের মৃত্যুর তদন্তে গঠিত হচ্ছে উচ্চপদস্থ পুলিশ কমিটি ঃ রাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই ।। ত্রিপুরার ডিজিপি অনুরাগ ধনকরের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনার তদন্তে একাধিক

ঊর্ধতন পুলিশ আধিকারিককে নিয়ে একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে বলে জানিয়েছেন ভারপ্রাপ্ত পুলিশ মহাপরিচালক জি. এস. রাও। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, আইনের বিধান মেনেই ঘটনার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখা হবে এবং খুব শীঘ্রই কমিটি তদন্ত শুরু করবে।

এদিন রাজ্য সচিবালয়ে প্রয়াত ডিজিপির মরদেহে শেষ শ্রদ্ধা জানান রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা, মন্ত্রিসভার সদস্য, বিধায়ক,

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বকেয়া না মিটলে ১ আগষ্ট থেকে পরিষেবা বন্ধের ঘোষণা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২১ জুলাই ।। ঊনকোটি জেলার কৈলাসহরের গৌরনগর ব্লকের অধীনস্থ অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলির কর্মী ও সহায়িকারা বকেয়া বিল পরিশোধ এবং বিভিন্ন দাবিতে সরব হয়েছেন। মঙ্গলবার তাঁরা জেলার সংশ্লিষ্ট আইসিডিএস দপ্তরের ইনস্পেক্টরের কাছে ১০ দফা দাবিপত্র জমা দিয়ে সতর্ক করেন, আগামী ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে দাবি পূরণ না হলে ১ আগস্ট থেকে অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রগুলিতে টিফিন পরিষেবা বন্ধ রাখা হবে।

মঙ্গলবার দুপুরে গৌরনগর ব্লকের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা আইসিডিএস দপ্তরের ঊনকোটি জেলার ইনস্পেক্টর বিদ্যাসাগর দেববর্মার কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেন। ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন গীতা রানী নম:, তুলি সিনহা, শিপ্রা ঘোষ, সুফিয়া বেগম, হাসনা বেগম-সহ অন্যান্য কর্মীরা।

ডেপুটেশনের পর অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী শিপ্রা ঘোষ অভিযোগ করেন, গত পাঁচ মাস ধরে

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

নিট প্রশ্নফাঁস ঘোর পাপ ঃ মোদি

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই (আইএএনএস) ।। নিট প্রশ্নফাঁস বিতর্ক নিয়ে প্রথমবার প্রকাশ্যে মুখ খুললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মঙ্গলবার এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠকে তিনি প্রশ্নফাঁসকে 'ঘোর পাপ' বলে উল্লেখ করেন এবং বলেন, দেশের যুবসমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কেউ যাতে ছিনিমিনি খেলতে না পারে, তার জন্য জড়িতদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা রুখতে কেন্দ্র ও সব রাজ্য সরকারকে দলীয় রাজনীতির ঊর্ধে উঠে একযোগে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

এনডিএ সংসদীয় দলের বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু সাংবাদিকদের জানান, প্রশ্নফাঁসের খবর প্রকাশ্যে আসার পরই সরকার দ্রুত পদক্ষেপ করে এবং এই চক্রের সঙ্গে জড়িত ১৩ জনকে গ্রেফতার করে জেলে পাঠানো হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে বলেন, পরীক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, সেই লক্ষ্যেই অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নিট পুনঃপরীক্ষা আয়োজন করা হয় এবং দ্রুত ফলাফলও প্রকাশ করা হয়েছে।

রিজিজুর কথায়, প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট করে বলেছেন, যুবসমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে কেউ খেলতে পারবে না। ভবিষ্যতে প্রশ্নফাঁস রোধে কেন্দ্র ও সব রাজ্য সরকারকে রাজনৈতিক বিভাজনের ঊর্ধে উঠে একসঙ্গে কাজ করতে হবে। এটি দলীয় রাজনীতির বিষয় নয়, জাতীয় স্বার্থের বিষয়।

সূত্রের খবর, প্রধানমন্ত্রী সাংসদদের উদ্দেশে বলেন, শিক্ষার্থীদের আস্থা অর্জন করা অত্যন্ত জরুরি। তাঁদের মধ্যে গিয়ে আন্তরিকতা ও উষ্ণতার সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোরও পরামর্শ দেন তিনি। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বিভ্রান্ত করা সহজ হলেও সঠিক পথ দেখানো কঠিন বলেও মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী।

মোদি আরও বলেন, প্রশ্নফাঁসের মতো অপরাধে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে দেশের শীর্ষ আইনজীবীদের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে এ ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সে জন্য একটি নির্ভুল ও শক্তিশালী ব্যবস্থা গড়ে তোলার ওপরও জোর দেন তিনি।

বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী গত কয়েক মাসে দেশের বিভিন্ন সাফল্য, একাধিক দেশের সঙ্গে স্বাক্ষরিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) এবং কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় সরকারের অবস্থান সম্পর্কেও সাংসদদের অবহিত করেন। তিনি আশ্বাস দেন, কোনও এফটিএ-তেই কৃষকদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে দেওয়া হবে না।

এদিকে কিরেন রিজিজু জানান, চলতি বর্ষাকালীন অধিবেশনে দেশের স্বার্থে গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলি পাস করাতে এনডিএ ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করবে। পাশাপাশি বিরোধী দলগুলির প্রতিও তিনি আহ্বান জানান, মতপার্থক্য থাকলেও দেশের ভবিষ্যৎ ও যুবসমাজের স্বার্থে গঠনমূলক সহযোগিতা করার জন্য।

বৃষ্টিতে ভিজেই চলছে পড়াশোনা, রংমালা জেবি স্কুলের জরাজীর্ণ অবস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই ।। বিদ্যালয়ের টিনের চাল ফুটো হয়ে যাওয়ায় সামান্য বৃষ্টিতেই শ্রেণিকক্ষে জল পড়ছে। ফলে বৃষ্টির মধ্যেই পড়াশোনা করতে বাধ্য হচ্ছে চড়িলাম বিধানসভার জনজাতি অধ্যুষিত রংমালা আর এস কলোনি জেবি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরা। দীর্ঘদিন ধরে পরিকাঠামোগত সমস্যায় জর্জরিত এই বিদ্যালয়ের সংস্কারের দাবিতে প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে বারবার আবেদন জানানো হলেও এখনও কোনও স্থায়ী সমাধান হয়নি বলে অভিযোগ।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সঞ্জয় দেববর্মা জানান, গত দু''বছর ধরে তিনি এই বিদ্যালয়ের দায়িত্বে রয়েছেন। তবে তারও আগে থেকেই স্কুলটি পরিকাঠামোগত নানা সমস্যায় ভুগছে। বর্তমানে বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা মাত্র পাঁচজন। স্কুলে বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই, নেই শৌচাগার বা পাকা বাউন্ডারি প্রাচীর। পাশাপাশি টিনের চাল ফুটো হয়ে যাওয়ায় বৃষ্টি হলেই শ্রেণিকক্ষ ও শিক্ষক কক্ষে জল পড়ে, যার ফলে স্বাভাবিক পঠন-পাঠন ব্যাহত হচ্ছে।

প্রধান শিক্ষকের অভিযোগ, বিদ্যালয়ের পরিচালন কমিটি, সংশ্লিষ্ট ভিলেজ কমিটি, বিদ্যালয় পরিদর্শক এবং স্থানীয় বিধায়ক সুবোধ দেববর্মাকে একাধিকবার বিষয়টি জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত কোনও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। স্থানীয়দের অভিযোগ, শিক্ষা-সহ বিভিন্ন মৌলিক পরিষেবার ক্ষেত্রে দীর্ঘদিন ধরেই চড়িলাম

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষ শ্রদ্ধা অনুরাগকে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই ।। ত্রিপুরা পুলিশের মহাপরিচালক (ডিজিপি) অনুরাগ ধনকরের আকস্মিক মৃত্যুতে শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা রাজ্যে। আজ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানানো হয়। পুলিশ, প্রশাসন, জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্তরের মানুষ প্রয়াত আইপিএস আধিকারিকের প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

মঙ্গলবার সকালে অনুরাগ ধনকরের মরদেহ তাঁর সরকারি বাসভবন থেকে আগরতলার ত্রিপুরা পুলিশ সদর দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে ত্রিপুরা পুলিশের পক্ষ থেকে পূর্ণ মর্যাদায় গার্ড অব অনার প্রদান করা হয়। রাজ্যের সর্বোচ্চ পুলিশ

আধিকারিককে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন ঊর্ধতন পুলিশ আধিকারিক, বিভিন্ন পদমর্যাদার পুলিশ কর্মী এবং সহকর্মীরা। এরপর মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় মহাকরণে। সেখানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু, মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা, মন্ত্রিসভার সদস্য, মুখ্যসচিব, শীর্ষ প্রশাসনিক আধিকারিক এবং পুলিশ বিভাগের ঊর্ধতন কর্তারা প্রয়াত ডিজিপির প্রতি শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এদিন শেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করে মুখ্যমন্ত্রী বললেন, এই ক্ষতি অপূরণীয়। পাশাপাশি আইন অনুযায়ী ঘটনার সঠিক তদন্ত হবে বলে জানিয়েছেন তিনি।

রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শ্রদ্ধাজ্ঞাপন পর্ব শেষ হওয়ার পর মরদেহ বিমানযোগে নয়াদিল্লিতে পাঠানো হয়। সেখান থেকে তাঁর নিজ রাজ্য উত্তরপ্রদেশে নিয়ে যাওয়া হবে। বুধবার সেখানে পূর্ণ মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে।

সোমবার রাতে দিল্লি থেকে আগরতলায় পৌঁছান অনুরাগ ধনকরের দাদা বিবেক ধনকর। অন্যদিকে, কানাডায় বসবাসকারী তাঁর একমাত্র পুত্র মঙ্গলবার সন্ধ্যার মধ্যে দিল্লিতে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। ত্রিপুরা পুলিশের একটি বিশেষ

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

ডিজিপি মৃত্যুর প্রাথমিক ময়নাতদন্তে ফাঁসি নিশ্চিত হয়েছে

আইন অনুযায়ী তদন্ত হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই ।। ত্রিপুরার পুলিশ মহাপরিচালক (ডিজিপি) অনুরাগ ধনখড়ের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় মঙ্গলবার মুখ খুললেন মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা। তিনি জানান, প্রাথমিক ময়নাতদন্তের রিপোর্টে ঝুলন্ত অবস্থায় মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। তবে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে আরও ফরেনসিক রিপোর্টের অপেক্ষা করা হচ্ছে। পাশাপাশি তিনি স্পষ্ট করে বলেন, 'আইন অনুযায়ী যা যা করণীয়, সবই করা হবে।'

মঙ্গলবার রাজ্য সচিবালয়ে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু, মন্ত্রিসভার সদস্য, ঊর্ধতন প্রশাসনিক আধিকারিক ও পুলিশের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গে ডিজিপিকে শেষ শ্রদ্ধা জানান মুখ্যমন্ত্রী। পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি গভীর শোক প্রকাশ করেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'অনুরাগ ধ্যানকর একজন অত্যন্ত সৎ, নিষ্ঠাবান এবং দক্ষ পুলিশ আধিকারিক ছিলেন।

তিনি ডিজিপি হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই আমি নিশ্চিত ছিলাম যে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে কোনও উদ্বেগ থাকবে না।

☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

Page 1.pmd 1 22-07-2026, 00:57

জাগরণ
আগরতলা ২২ জুলাই, ২০২৬ ইং
৫ শ্রাবণ, বুধবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

উদ্বেগ দূর করার বার্তা

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী প্রশ্নফাঁসের ঘটনাকে ‘ঘোর পাপ’ বলিয়া আখ্যা দিয়া অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির বার্তা দিয়াছেন এবং শিক্ষার্থীদের পাশে থাকিবার আশ্বাস দিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন পরীক্ষার্থীদের স্বার্থ রক্ষা করা এবং তরুণদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলিতে না দেওয়া সরকারের প্রধান অগ্রাধিকার।খবর পাওয়ার পরপরই ব্যবস্থা নিয়া জড়িতদের গ্রেপ্তার করিয়া জেলে পাঠানো হইয়াছে। দেশের সেরা আইনজীবীদের সাহায্য নিয়া অপরাধীদের কঠিনতম শাস্তি সুনিশ্চিত করিবার নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে ভবিষ্যতে কেউ এমন অপরাধ করিবার সাহস না পায়।চপ্রশ্নফাঁস কোনো একক রাজ্য বা দলের সমস্যা নয়, এটি একটি জাতীয় উদ্বেগ। এই ব্যাধি দূর করিতে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলোকে একসাথে কাজ করিবার আহ্বান জানানো হইয়াছে।সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশনের মাঝেই প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে বড় বার্তা দিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার এনডিএর সংসদীয় দলের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী জোটের সাংসদদের নির্দেশ দেন, তাঁহারা যেন যুব সমাজের কাছে পৌঁছিয়া সরকারের অবস্থান স্পষ্ট করেন এবং ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে তৈরি হওয়া উদ্বেগ দূর করেন। একই সঙ্গে তিনি আশ্বাস দেন, প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় যাঁহারা দোষী, তাঁহাদের বিরুদ্ধে আইন অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হইবে। প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে বলেন, ছাত্রছাত্রীদের আশ্বস্ত করিতে হইবে যে সরকার তাঁহাদের ভবিষ্যৎ ও স্বার্থ রক্ষায় সম্পূর্ণভাবে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তিনি সাংসদদের বলেন, যুব সমাজের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ রাখিয়া তাঁহাদের কাছে সরকারের বার্তা পৌঁছিয়া দিতে হইবে।বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন, প্রশ্নফাঁসের ঘটনায় যাঁহাদের গ্রেফতার করা হইয়াছে, তাঁহাদের আইনের সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করা হইবে। পাশাপাশি বিরোধীরা এই ইস্যুতে যে প্রচার চালাইতেছে , সে সম্পর্কেও ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করিবার পরামর্শ দেন তিনি। তাঁহার বক্তব্য, প্রকৃত তথ্য মানুষের সামনে তুলিয়া ধরা প্রয়োজন।

প্রশ্নফাঁস ও বিভিন্ন পরীক্ষায় অনিয়মের অভিযোগকে কেন্দ্র করিয়া দেশজুড়িয়া ছাত্রদের বিক্ষোভ চলিয়াছে। সোমবার সংসদের বর্ষাকালীন অধিবেশন শুরু হওয়ার প্রথম দিন থেকেই এই ইস্যুতে সংসদের ভিতরে ও বাইরে বিরোধীদের প্রতিবাদ দেখা যায়। সেই আবহেই এনডিএ সাংসদদের নিয়া বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী।এর আগে অধিবেশন শুরুর আগে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হইয়াও দেশের যুবসমাজের সাফল্যের কথা তুলিয়া ধরিয়াছিলেন নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলিয়াছিলেন, দেশের তরুণ প্রজন্ম বিভিন্ন ক্ষেত্রে নতুন নতুন সাফল্য অর্জন করিতেছে এবং তাহাদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত করা সরকারের অন্যতম অগ্রাধিকার।বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু জানান, প্রধানমন্ত্রী বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সাংসদদের দিকনির্দেশ দিয়াছেন। তিনি বলেন, সাম্প্রতিক সময়ে দেশের বিভিন্ন সাফল্য এবং একাধিক দেশের সঙ্গে হওয়া মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি নিয়াও প্রধানমন্ত্রী আলোচনা করিয়াছেন।কিরেন রিজিজুর বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রী স্পষ্ট জানাইয়াছেন যে, কোনও মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিই কৃষকদের স্বার্থের বিরুদ্ধে যাইবে না। প্রতিটি চুক্তিতে দেশের কৃষকদের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হইবে। একই সঙ্গে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতির বিষয়টিও মাথায় রাখা হইবে।এদিনের বৈঠকে সদ্য নির্বাচিত রাজ্যসভার সদস্যদেরও স্বাগত জানানো হয়। বিজেপির নবনিযুক্ত সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবীনও প্রথমবার রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে এই বৈঠকে যোগ দেন।সব মিলাইয়া, প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে বিরোধীদের আক্রমণের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একদিকে যেমন ছাত্রছাত্রীদের পাশে থাকিবার বার্তা দিয়াছেন, তেমনই দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের আশ্বাসও দিয়াছেন। একই সঙ্গে যুব সমাজের কাছে সরকারের অবস্থান পৌঁছিয়া দিতে এনডিএ সাংসদদের সক্রিয় হওয়ার নির্দেশ দিয়াছেন তিনি।

বিলোনিয়ায় জনগণনা ২০২৭ নিয়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি, স্ব-নিবন্ধনে শিক্ষার্থীদের এগিয়ে আসার আহ্বান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২১ জুলাই: জনগণনা ২০২৭-কে সামনে রেখে বিলোনিয়ার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কলেজে অনুষ্ঠিত হলো এক সচেতনতামূলক ও ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। মঙ্গলবার কলেজের কনফারেন্স হলে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে এবং বিলোনিয়া মহকুমা প্রশাসনের সহযোগিতায় এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এতে সহযোগিতা করে কলেজের জাতীয় সেবা প্রকল্প এবং জাতীয় ক্যাডেট কোর।

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য ছিল জনগণনা ২০২৭-এ স্ব-নিবন্ধন পদ্ধতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা, নিজেদের ও পরিবারের তথ্য সঠিকভাবে নিবন্ধনের পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা দেওয়া এবং জনগণনা কার্যক্রমে সক্রিয় অংশগ্রহণে উৎসাহিত করা।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিলোনিয়া পৌর পরিষদের উপ-মুখ্য নির্বাহী আধিকারিক (ডেপুটি সিইও) সনৎ দেওয়ান। তিনি বলেন, দেশের উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়নে নির্ভুল জনগণনার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নতুন ব্যবস্থায় নাগরিকরা নিজেরাই অনলাইনের মাধ্যমে স্ব-নিবন্ধন করতে পারবেন এবং এই প্রক্রিয়ায় যুবসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ অপরিহার্য।

দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার জনগণনা বিষয়ক জেলা নোডাল অফিসার ও সহকারী প্রকল্প পরিচালক শঙ্কর ভট্টাচার্য জনগণনায় প্রত্যেক নাগরিকের অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরে বলেন, শিক্ষার্থীদের শুধু নিজেরাই নয়, পরিবার ও সমাজের অন্যান্য সদস্যদেরও স্ব-নিবন্ধন সম্পর্কে সচেতন করতে হবে।

এদিন জনগণনার মাস্টার ট্রেনার ও সহকারী প্রকল্প পরিচালক ডনল্যান্ড কলোই এবং জেলা কারিগরি দলের সদস্যরা প্রজেক্টরের মাধ্যমে স্ব-নিবন্ধনের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া হাতে-কলমে প্রদর্শন করেন। বাংলা, ইংরেজি ও ককবরক ভাষায় নিবন্ধন প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করা হয়। পাশাপাশি প্রশ্নোত্তর পর্বের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার উত্তর দেওয়া হয়।

অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ও এনএসএস প্রোগ্রাম অফিসার অভিজিৎ চৌধুরী। তিনি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামাজিক দায়িত্ববোধ, নেতৃত্বের বিকাশ এবং জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মসূচিতে সক্রিয় অংশগ্রহণের গুরুত্ব তুলে ধরেন। অনুষ্ঠানে ড. কুলদীপ গোসাইয়ের নেতৃত্বে এনসিসি ক্যাডেট, এনএসএস স্বেচ্ছাসেবক, কলেজের শিক্ষক-শিক্ষিকা, অশিক্ষক কর্মচারী এবং বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। আয়োজকদের দাবি, তথ্যসমৃদ্ধ আলোচনা, ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষার্থীদের উৎসাহী অংশগ্রহণে কর্মসূচিটি সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে।

ভারত-যুক্তরাজ্য সিইটিএ: প্রতিশ্রুতিকে বাস্তবে রূপ দেওয়া

যুক্তরাজ্যের সাথে ভারতের ‘‘কম্প্রিহেনসিভ ইকোনমিক অ্যান্ড ট্রেড এগ্রিমেন্ট’’ (সিইটিএ) বা ব্যাপক অর্থনৈতিক ও বাণিজ্য চুক্তিটি ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। গত অন্তত দুই দশক ধরে ভারতের অর্থনৈতিক একীকরণ প্রক্রিয়া মূলত পূর্ব এশীয় দেশগুলোর সাথে যুক্ত ছিল; অন্যদিকে, যুক্তরাজ্য ১৯৭০-এর দশক থেকেই ইউরোপীয় অর্থনৈতিক একীকরণ প্রক্রিয়ার অংশ ছিল। উভয় অর্থনীতির জন্যই সিইটিএ একটি বড় ধরনের পরিবর্তন এবং বৈদেশিক অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বে বৈচিত্র্য আনার ক্ষেত্রে একটি নির্ণায়ক পদক্ষেপ। ২০২৫ সালের জুলাই মাসে স্বাক্ষরিত হওয়ার পর, অভ্যন্তরীণ আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ২০২৬ সালের ১৫ জুলাই থেকে এই চুক্তিটি কার্যকর হয়যা আলোচনা থেকে বাস্তবায়ন পর্যন্ত এর যাত্রাকে প্রতিফলিত করে। এটি উদযাপনের একটি উপলক্ষ এবং উভয় দেশের দীর্ঘদিনের ঐতিহাসিক, সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ককে এক নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার একটি সুযোগ।

সিইটিএ ভারতের উৎপাদন খাত, সেবা খাতের সক্ষমতা এবং দক্ষ জনশক্তির প্রতি বিশ্বব্যাপী চাহিদার ওপর আস্থার প্রতিফলন ঘটায়। এই চুক্তিটির বিশেষত্ব হলো শ্রম-নিবিড় খাতগুলোর জন্য বাজারে প্রবেশাধিকার, সেবা খাতের অবাধ চলাচল এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার নতুন নতুন ক্ষেত্রগুলোর অন্তর্ভুক্তির ওপর এর বিশেষ গুরুত্ব। সিইটিএ চুক্তিটি অত্যন্ত ব্যাপক ও পূর্ণাঙ্গ এবং এটি ভারতের নতুন প্রজন্মের বাণিজ্য চুক্তিগুলোর জন্য একটি আদর্শ কাঠামো বা ‘‘টেমপ্লেট’’ তৈরি করে দিয়েছে।

এই চুক্তির গুরুত্ব এর বিশাল পরিসর ও ভারসাম্যের মধ্যেও নিহিত। ভারত ও যুক্তরাজ্যের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ ইতিমধ্যেই প্রায় ৫৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে এবং উভয় দেশ ২০৩০ সালের মধ্যে এই বাণিজ্যের পরিমাণ দ্বিগুণ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। এই চুক্তিটি সেই লক্ষ্য অর্জনে অধিকতর নিশ্চয়তা ও পূর্বাভাসের সুযোগ করে দেয় এবং একই সাথে ‘‘ইন্ডিয়া-ইউকে রোডম্যাপ ২০৩০’’-এর বৃহত্তর কৌশলগত দিকনির্দেশনাকেও প্রতিফলিত করে। সেই ভিশন বা লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার পথে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ এবং সময়ের সাথে সাথে এর সুফল দৃশ্যমান হবে।

এই চুক্তির একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ভারতীয় পণ্য রপ্তানির জন্য নিশ্চিত করা বাজার-সুবিধা। যুক্তরাজ্যের বাজারে প্রায় ৯৯ শতাংশ ট্যারিফ লাইনে (শুল্ক শ্রেণিতে) ভারতীয় পণ্য শুল্কমুক্ত প্রবেশাধিকার পাবে, যা মোট বাণিজ্য মূল্যের প্রায় ১০০ শতাংশের সমান। এর ফলে বস্ত্র ও পোশাক, চামড়া ও জুতা, সামুদ্রিক পণ্য, ক্রীড়াসামগ্রী, রত্ন ও গয়না, খেলনা এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের মতো শ্রম-নিবিড় খাতগুলোর প্রতিযোগিতা-সক্ষমতা বৃদ্ধি পাবেযার সম্মিলিত বাজারমূল্য প্রায় ১৫০ বিলিয়ন ডলার। এসব খাতে ভারতের বিশাল পরিসর, দক্ষতা ও রপ্তানি সক্ষমতা রয়েছে এবং এখানে বাজার-সুবিধা সরাসরি কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও আয় বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করতে পারে। যুক্তরাজ্যের পোশাক ও গৃহস্থালি বস্ত্র (হোম টেক্সটাইল) বাজারে বর্তমানে ৬.৮ শতাংশ হিস্যা নিয়ে একটি প্রধান সরবরাহকারী হিসেবে, সিইটিএ ভারতের বস্ত্র ও পোশাক শিল্পকে উল্লেখযোগ্য গতি জোগাবে বলে আশা করা হচ্ছে। এটি চীন, বাংলাদেশ এবং অন্যান্য এশীয় সরবরাহকারীদের তুলনায় ভারতের পিছিয়ে থাকার ব্যবধান কমিয়ে আনতে সহায়তা করবে। এছাড়া, যুক্তরাজ্যের ৮.৭ বিলিয়ন ডলারের চামড়া ও জুতা বা পাদুকা শিল্পেও ভারতের জন্য রপ্তানির বড় সুযোগ তৈরি করবে এই চুক্তি। এটি কেবল শুল্ক ছাড়ের বিষয় নয়, বরং ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই), ছোট ব্যবসা, কারুশিল্পী এবং নারী-নেতৃত্বাধীন উদ্যোগগুলোর জন্য আরও কর্মসংস্থান ও বাজার সৃষ্টির সুযোগও তৈরি করবে।

এই চুক্তিটি কৃষি, মৎস্যসম্পদ (বিশেষ করে হিমায়িত চিংড়ি) এবং প্রক্রিয়াজাত খাদ্য রপ্তানির ক্ষেত্রেও নতুন সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচন করবে। একই সাথে, ভারতের সংবেদনশীল খাতগুলোযেমন দুগ্ধজাত পণ্য, আপেল, শস্যদানা এবং ভোজ্য তেলসুরক্ষিত রাখার বিষয়টিও এই চুক্তিতে সতর্কতার সাথে বিবেচনা করা হয়েছে। এসব সংবেদনশীল পণ্যের কিছু অংশকে চুক্তির আওতা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে অথবা “শুল্ক হার কোটা” কিংবা পর্যায়ক্রমিক উদারীকরণের মাধ্যমে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে।

বিশ্ব অর্থনীতি ক্রমশ সেবা-খাত নির্ভর হয়ে উঠছে, যেখানে উভয় দেশেরই শক্তিশালী তুলনামূলক সুবিধা রয়েছে। সিইটিএ -র আওতায় ভারতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ সব প্রধান সেবা খাত এবং ১৩৭টি উপ- খাত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে; এর মধ্যে রয়েছে তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি) ও আইটি-ভিত্তিক সেবা, আর্থিক ও পেশাগত সেবা, ব্যবসায়িক পরামর্শ, শিক্ষা, টেলিযোগাযোগ, স্থাপত্য এবং প্রকৌশল। চুক্তিটিতে নতুন আর্থিক সেবা প্রদান এবং ফিনটেক, রেগটেক ও আর্থিক খাতে বৈচিত্র্য আনয়নের ক্ষেত্রে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ভারত ও যুক্তরাজ্যের মধ্যকার এই নতুন অর্থনৈতিক করিডোরটি মূলত পেশাজীবীদের অবাধ চলাচলের ওপর গুরুত্ব দেয়। সিইটিএ চুক্তিটি চুক্তিবদ্ধ সেবা প্রদানকারী, ব্যবসায়িক দর্শনার্থী, এক প্রতিষ্ঠানের ভেতর থেকে অন্য শাখায় স্থানান্তরিত কর্মী এবং স্বতন্ত্র পেশাজীবীদের জন্য চলাচলের সহজতর পথ তৈরি করে দেয়। এছাড়া, পেশাগত যোগ্যতার পারস্পরিক স্বীকৃতির জন্য এটি একটি কাঠামো প্রদান করে, যেখানে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট পেশাগত সেবা চিহ্নিত করা এবং এ সংক্রান্ত চুক্তি চূড়ান্ত করার জন্য একটি সুনির্দিষ্ট সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। ভারতের সাংস্কৃতিক ও পেশাগত প্রতিভার বিষয়টিও সিইটিএ -তে স্বীকৃতি পেয়েছে; এর আওতায় ১,৮০০ জন ভারতীয় শেফ, যোগব্যায়াম প্রশিক্ষক এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীতশিল্পীর জন্য প্রতি বছর কাজের সুযোগ রাখা হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, এই চলাচলের বিষয়টি কেবল নির্দিষ্ট কিছু পেশাজীবীর স্থানান্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এটি এমন সব প্রতিভার বিষয় যেখানে যুক্তরাজ্যের কাছে ভারতের অনন্য কিছু অবদান রাখার সুযোগ রয়েছে। ভারতীয় পেশাজীবীদের জন্য আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হলো ‘ডাবল কন্ট্রিবিউশন কনভেনশন’ (দ্বৈত অবদান সংক্রান্ত চুক্তি), যা সিইটিএ-র সাথে সাথেই কার্যকর হয়েছে। এর ফলে ভারতীয় কর্মী এবং তাঁদের নিয়োগকর্তারা যুক্তরাজ্যে পাঁচ বছর পর্যন্ত সামাজিক নিরাপত্তা তহবিলে অর্থ জমা দেওয়া বা অবদান রাখা থেকে অব্যাহতি পাবেন। সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বার্ষিক প্রায় ৬০০ মিলিয়ন ডলারের এই অবদান ভারতীয় পেশাজীবীদের জন্য মূলত এক ধরনের ‘সান কস্ট’ বা এমন ব্যয় যা আর ফেরত পাওয়া যায় না; কারণ তাঁরা স্বল্পমেয়াদী বা সাময়িক কাজের জন্য যুক্তরাজ্যে অবস্থান করলেও পেনশন বা অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা সুবিধা পাওয়ার মতো দীর্ঘ সময় সেখানে থাকেন না। প্রায় ৭৫,০০০ ভারতীয় পেশাজীবী এবং তাঁদের নিয়োগকর্তাদের জন্য এটি একটি বড় স্বস্তির বিষয়। যেকোনো আধুনিক মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (এফটিএ) পণ্য ও পরিষেবার বাজারে প্রবেশাধিকারের প্রথাগত গণ্ডি ছাড়িয়ে সহযোগিতার নতুন নতুন ক্ষেত্রকে অন্তর্ভুক্ত করে। সিইটিএ সরকারি ক্রয় প্রক্রিয়া, মেধা-স্বত্ব অধিকার (আইপিআর) এবং বাণিজ্য ও টেকসই উন্নয়নের বিভিন্ন বিষয়যেমন পরিবেশ, শ্রম, লিঙ্গ সমতা ও দুর্নীতি দমনএর মতো ক্ষেত্রগুলোতে সুনির্দিষ্ট ও সুপরিকল্পিত নিয়মাবলী অন্তর্ভুক্ত করেছে। আধুনিক বাণিজ্য চুক্তির ক্ষেত্রে এগুলোই এখন নতুন দিগন্ত। সরকারি ক্রয়ের ক্ষেত্রে, সিইটিএ ভারতের সেই নীতিগত স্বাধীনতা বা সুযোগ বজায় রেখেছে যার মাধ্যমে ‘মাইক্রো অ্যান্ড স্মল এন্টারপ্রাইজেস অর্ডার’-এর আওতায় এএসএমই-গুলোকে (ক্ষুদ্র ও অতি-ক্ষুদ্র উদ্যোগ) অগ্রাধিকার দেওয়া সম্ভব। এছাড়া, যুক্তরাজ্যের সরবরাহকারীরা যেখানে ‘ক্লাস-২’ স্থানীয় সরবরাহকারী হিসেবে অংশগ্রহণের যোগ্য বিবেচিত হবেন, সেখানে ভারতীয় সরবরাহকারীরা ‘ক্লাস-১’ স্থানীয় সরবরাহকারী হিসেবে অগ্রাধিকার পেতে থাকবেন। একইভাবে, ভারত একটি ব্যাপকভিত্তিক আইপিআর অধ্যায় নিয়ে আলোচনা ও সমঝোতা করেছে এবং একই সাথে পরিস্থিতি অনুযায়ী বাধ্যতামূলক লাইসেন্স প্রদান বা অন্যান্য নমনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার পুরোপুরি বজায় রেখেছে। এই চুক্তির বৃহত্তর তাৎপর্য ভারতের ‘বিকশিত ভারত ২০৪৭’-এর লক্ষ্যের সাথে চমৎকারভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ। উভয় পক্ষের সামনে এখনকার মূল কাজ হলো বিভিন্ন ক্ষেত্রে করা প্রতিশ্রুতিগুলোর যথাযথ বাস্তবায়ন। সিইটিএ কার্যকর হওয়ার ফলে, ভারত ও যুক্তরাজ্যের সামনে আগামী দশকগুলোর জন্য একটি শক্তিশালী, উদ্ভাবনী এবং জন-কেন্দ্রিক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার এক অনন্য সুযোগ তৈরি হয়েছে।

শ্রী রাজেশ আগরওয়াল
কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দপ্তরের সচিব

(লেখক কেন্দ্রীয় বাণিজ্য দপ্তরের সচিব)

জামায়াত জোট থেকে কি কওমি ধারার দলগুলো বেরিয়ে যাচ্ছে

রাকিব হাসনাত

বাংলাদেশে কওমি মাদ্রাসাভিত্তিক সংগঠন হেফাজতে ইসলামের উদ্যোগে কওমি ধারার কয়েকটি রাজনৈতিক দলের একজোট হওয়ার চেষ্টার খবর রাজনৈতিক অঙ্গনে কৌতূহল ও আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

কারণ উদ্যোগটি চূড়ান্তভাবে বাস্তবায়িত হলে এখনকার বিরোধীদল জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন ১১- দলীয় জোটে থাকা এ ধরনের দলগুলোর জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়ার মতো পরিস্থিতি তৈরি হতে পারে।

জামায়াত জোটে থাকা কওমি ধারার দলগুলো নিজেদের মধ্যে আলোচনার কথা স্বীকার করেছেন। তবে তারা বলছেন, এখনি জোট থেকে বেরিয়ে যাওয়া কিংবা নতুন জোট করার চিন্তা তারা করছেন না।

জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ বলছেন, বিএনপি ও সরকার তাদের “জোট নিয়ে ষড়যন্ত্র” করছেন বলে মনে করেন তারা তবে এতে ১১-দলীয় জোটের কোনো ক্ষতি হবে বলে তারা মনে করছেন না।

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব ও প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা রুহুল কবির রিজভী জামায়াত-জোট নিয়ে ষড়যন্ত্র বা চক্রান্তের অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন। তবে তিনি বলেছেন, রাজনৈতিক কৌশলে বিএনপি যদি অন্য রাজনৈতিক দলকে কাছে টানতে পারে তাতে দোষের কিছু নেই।

বাংলাদেশের গত ফেব্রুয়ারির সংসদ নির্বাচনের আগে “ওয়ান বক্স পলিসি” অর্থাৎ ইসলামি দলগুলোর এক বাক্সে ভোট--- --- এই স্লোগান নিয়ে জামায়াতে ও ইসলামী আন্দোলনসহ কয়েকটি ধর্মভিত্তিক দল আসন সমঝোতার মোর্চা গঠন করে জোট হিসেবে যাত্রা শুরু করেছিল। পরে গত বছরের শেষে এনসিপি, আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি পার্টি) ও লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টি (এলডিপি) জোটে যোগ দিলে এটি ১১-দলীয় জোটে রূপ নেয়।

নির্বাচনের আগে জুলাই সনদ ও সংস্কার বাস্তবায়নের দাবিতে আন্দোলনেও নেমেছিল ওই মোর্চা। পরে নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা হলে তারা আন্দোলন থেকে সরে এসে নির্বাচনি তৎপরতা শুরু করে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও দৈনিক নয়াদিগন্তের সম্পাদক সালাহউদ্দিন মুহাম্মদ বাবর বলছেন, কওমি ধারার দলগুলোর নিজেদের মধ্যে মতপার্থক্য এত ব্যাপক যে তারা শেষ পর্যন্ত কতটা একমত হতে পারে সেই প্রশ্ন আছে।

‘তারা এক হয়ে মূলধারার রাজনীতিতে জায়গা করে নিতে চাইতে পারে। কিন্তু বহুভাগে বিভক্ত দলগুলোর মধ্যে চিন্তার পার্থক্য অত্যন্ত তীব্র। সেজন্য তাদের ঐক্য প্রক্রিয়া কতদূর এগুতে পারে সেই কৌতূহল থাকবে। আবার এটি কারও ইন্ধনে হচ্ছে কি-না সেটি পরিষ্কার হতেও সময় লাগবে,’ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন তিনি।

কওমি মাদ্রাসা ভিত্তিক সংগঠন ও কওমি ধারার রাজনৈতিক দলগুলোর কয়েকটির নেতাদের সাথে আলাপ করে যে ধারণা পাওয়া গেছে সেটি হলো, নির্বাচনের পর থেকেই এ ধরনের দলগুলোর সঙ্গে সরকারি দল বিএনপি নেতাদের কেউ কেউ সম্পর্ক বাড়ানোর অনানুষ্ঠানিক কিছু উদ্যোগ নেয়। অন্যদিকে নির্বাচনের ফল নিয়েও কওমি ধারার দলগুলোর মধ্যেও অস্বস্তি তৈরি হয়েছিল, কারণ তারা মনে করে আলাদা তিন ভাগ হয়ে নির্বাচনে যাওয়ায় ধর্মভিত্তিক এসব দল নির্বাচনে প্রত্যাশিত সাফল্য পায়নি।

এর আগে বাংলাদেশে ইসলাম ধর্মভিত্তিক দলগুলোর ভোট এক বাক্সে আনার লক্ষ্য নিয়ে একটি জোট গঠনের উদ্যোগ শুরু হয়েছিল ২০২৪ সালের অগাস্টে শেখ হাসিনা সরকারের পতনের পরপরই এবং জামায়াতে ইসলামীর দিক থেকেই এ উদ্যোগটি তখন নেওয়া হয়েছিল।

এরপর ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে বরিশালের চরমোনাইয়ে গিয়ে চরমোনাই পির হিসেবে পরিচিত ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ-এর আমির সৈয়দ মুহাম্মদ রেজাউল করিমের সাথে জামায়াতে ইসলামীর আমির শফিকুর রহমানের “সৌজন্য সাক্ষাতে”র ঘটনা তখন ব্যাপক আলোচনায় এসেছিল। মূলত এর ধারাবাহিকতাতেই নির্বাচনে আসন সমঝোতার মোর্চা গঠন করেছিল জামায়াত, ইসলামী আন্দোলনসহ আটটি ইসলামি দল। কিন্তু পরে নির্বাচন এগিয়ে আসার সাথে সাথে বিএনপির দিক থেকে ধর্মভিত্তিক দলগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানো হয়।

শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের মাসখানেক আগে চলতি বছরের শুরুতে জামায়াতে ইসলামীর নেতৃত্বাধীন “১১ দলীয় নির্বাচনী ঐক্য” থেকে বেরিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয় বাংলাদেশ ইসলামী আন্দোলন। শেষ পর্যন্ত তারা আলাদাভাবেই নির্বাচনে অংশ নেয়।

কওমি ধারার দলগুলোও এই নির্বাচনে মূলত তিন ভাগ হয়ে অংশ নিয়েছে। এতে জামায়াতে ইসলামীর জোটে থেকে যায় খেলাফত মজলিসের দুই অংশ ও নেজামে ইসলাম। আর বিএনপির সাথে গিয়ে চারটি আসনে বিএনপির সমর্থন পায় জমিয়ত উলামায়ে বাংলাদেশ। সংসদে এখন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের দুজন ও খেলাফত মজলিসের অন্য অংশের একজন সদস্য আছেন। দুটি দলই জামায়াতের জোটে আছে। এই জোটে থাকা অন্য দল নেজামে ইসলামের কাউকে নির্বাচনে প্রার্থী করা হয়নি।

কওমি দলগুলোর নেতারা বলছেন, নির্বাচনের পরে বিএনপির দিক থেকে তাদের সাথে যোগাযোগ বাড়ানো হয়েছে। আবার বড় কওমি মাদ্রাসাগুলো জামায়াতের সমর্থন বাড়ানোর চেষ্টা নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছে কিছু কওমি ধারার দল।

এমন প্রেক্ষাপটে কওমি ধারার দলগুলোকে এক ধারায় আনার জন্য হেফাজতে ইসলামের আমীর একটি উদ্যোগ নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন সংগঠনটির যুগ্ম মহাসচিব আজিজুল হক ইসলামাবাদী।

সেই উদ্যোগের অংশ হিসেবে গত বৃহস্পতিবার কওমি ঘরানার সাতটি দলকে নিয়ে সভা করেন হেফাজতের আমীর শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী।

এতে বিএনপি জোটে থাকা জমিয়তে উলামায়ে ইসলাম, জামায়াত জোটে থাকা বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, নেজামে ইসলাম ও খেলাফত মজলিস ছাড়াও ইসলামি আন্দোলন, খেলাফত আন্দোলন ও ইসলামী ঐক্যজোট প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন।

মূলত এরপরই রাজনৈতিক অঙ্গনে আলোচনা তৈরি হয় যে জামায়াত নেতৃত্বাধীন ১১-দলীয় জোটে থাকা দলগুলো জোট থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

আজিজুল হক ইসলামাবাদী বলছেন, দলগুলো ঐক্যবদ্ধ হওয়ার জন্য নীতিগতভাবে একমত হয়েছে।

‘হেফাজতে ইসলামের আমীর নির্বাচনের আগেই কওমি ধারার দলগুলোকে এক করার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক কারণে একেক দল একেক দিকে গেছে। এখন সবাই নীতিগতভাবে সম্মত হয়েছে যে সাত দল আগামীতে এক সাথে বসবো,’ । বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের মুখপাত্র ও যুগ্ম মহাসচিব জালালুদ্দীন আহমদ বলছেন, তারা জামায়াত জোটে আছেন এবং সেই জোট ছাড়ার কোনো চিন্তা এখনো তারা করেননি।

‘আমাদের বৈঠকটা ছিল পরস্পর যাতে আরও কাছে আসা যায়, নিজেদের মধ্যকার দূরত্ব যেন কমানো যায়। নীতিগতভাবে একসাথে চলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। সাত দলকেই প্রস্তাব দিতে বলা হয়েছে। হয়তো ইস্যুভিত্তিক ঐক্যও হতে পারে। ১১-দলীয় জোটে থাকা কিংবা না-থাকা আমাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত। আমরা মনে করি রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সব দলের নিজের মতোই নেওয়া উচিত,’।

তবে জামায়াতে ইসলামীর অনেকের ধারণা, তাদের জোট থেকে কওমি ধারার দলগুলোকে বের করে নেওয়ার একটি চেষ্টা হচ্ছে এবং তারা মনে করেন এই চেষ্টার পেছনে সরকারের হাত আছে।

‘আমাদের মনে হয় এটা বিএনপি ও সরকারের ষড়যন্ত্র। তবে আমাদের জোটে যারা আছেন তারা কেউ আমাদের জোট ছাড়ার কথা বলেননি। আমার মনে হয় তারা জোটেই থাকবেন। জোটের ভেতরে কোনো সমস্যা বা দূরত্ব হলে সেটি আমরা আলোচনা করেই নিরসন করবো। কওমি ধারার দলগুলোর উদ্যোগ নিয়ে জামায়াতে ইসলামী বা জোটের উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু আছে বলে মনে হয় না,’ বিবিসি বাংলাকে বলেছেন জামায়াতে ইসলামীর সহকারী সেক্রেটারি জেনারেল হামিদুর রহমান আযাদ।

তবে কওমি ধারার দলগুলোকে জামায়াত জোট থেকে বের করার জন্য সরকার বা বিএনপি ষড়যন্ত্র করছে- এমন অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করেছেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী।

‘আমরা কেন ষড়যন্ত্র চক্রান্ত করতে যাবো। রাজনীতিতে কৌশল ও নীতি বলতে একটা বিষয় আছে। বিএনপি যদি তার নীতি ও কৌশল দিয়ে অন্য দলকে কাছে টানতে পারে তাহলে সমস্যা কোথায়। কোনো দল তাতে একমত হলে অসুবিধা কোথায়। এখানে গোপন তো কিছু নেই’। তবে বিএনপি জামায়াত জোটে থাকা কওমি ধারার দলগুলোকে নিজের দিকে আনার চেষ্টা করছে কি-না তার কোনো সরাসরি জবাব মি. রিজভী দেননি।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

১০ আগস্ট জেল ভরো আন্দোলনের ডাকে সিটু, এআইকেএস, কেএমইউ এবং জিএমপি'র যৌথ সাংবাদিক সম্মেলন। ছবি নিজস্ব

মণিপুরে বড় সাফল্য, অস্ত্র-গোলাবারুদসহ আত্মসমর্পণ করল নিষিদ্ধ কেসিপি-র ৪৬ জঙ্গি

ইম্ফল, ২১ জুলাই (আইএএনএস): মণিপুরে নিরাপত্তা বাহিনীর বড় সাফল্য। নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন কাংলেইপাক কমিউনিস্ট পার্টি (পিপলস ওয়ার গ্রুপ)-এর (কেসিপি-পিডব্লিউজি) ৪৬ জন সক্রিয় সদস্য মঙ্গলবার মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই. খেমচন্দ সিংয়ের উপস্থিতিতে অস্ত্র-গোলাবারুদসহ আত্মসমর্পণ করেছে।

ইম্ফল পূর্ব জেলার মান্ত্রিপুখরি গ্যারিসনে অসম রাইফেলস (দক্ষিণ)-এর সদর দফতরে আত্মসমর্পণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। গত তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে জাতিগত হিংসায় জর্জরিত মণিপুরে এই ঘটনাকে শান্তি ও উন্নয়নের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

অনুষ্ঠানে স্পিয়ার কর্পসের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং লেফটেন্যান্ট জেনারেল গিরিশ কালিয়া, মণিপুর পুলিশের মহাপরিচালক, অসম রাইফেলস (দক্ষিণ)-এর আইজি, রেড শিল্ড ডিভিশনের জিওসি এবং সিআরপিএফ-এর ডিআইজি-সহ একাধিক শীর্ষ নিরাপত্তা আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন।আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিরা ২৮টি অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র, বিপুল পরিমাণ গোলাবারুদ এবং বিস্ফোরক জমা দিয়ে মূলস্রোতে ফিরে শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনের অঙ্গীকার করেন।

পূর্বাঞ্চলীয় সেনা কমান্ডের এক আধিকারিক জানান, "এই ৪৬ জনের কেউই আগে কোনও শান্তিচুক্তির অংশ ছিলেন না। তাই এই গণ-আত্মসমর্পণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ।"

লেফটেন্যান্ট জেনারেল গিরিশ কালিয়া আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের মূলস্রোতে ফিরে আসাকে স্বাগত জানিয়ে বলেন, এটি তাঁদের এবং তাঁদের পরিবারের জীবনের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা।

নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মতে, একসঙ্গে ৪৬ জন সক্রিয় জঙ্গির আত্মসমর্পণ নজিরবিহীন ঘটনা, যা কেসিপি-র আঞ্চলিক নেটওয়ার্ক এবং প্রভাবকে বড় ধাক্কা দিয়েছে। সেনাবাহিনীর এক আধিকারিক জানান, অসম রাইফেলস, মণিপুর পুলিশ, ভারতীয় সেনাবাহিনী এবং রাজ্য সরকারের সমন্বিত উদ্যোগে কয়েক সপ্তাহ ধরে ধৈর্য্যশীল ও ধারাবাহিক যোগাযোগের ফলেই এই সাফল্য এসেছে। 'নাগরিক-প্রথম' নীতিতে পরিচালিত এই প্রচেষ্টা জঙ্গিদের সশস্ত্র পথ ছেড়ে শান্তির পথে ফিরতে উৎসাহিত করেছে।

রাজ্য সরকার আত্মসমর্পণকারী জঙ্গিদের শান্তিপূর্ণ ও স্বনির্ভর জীবন গড়ে তুলতে সব ধরনের সহায়তা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছে। একইসঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনী এখনও জঙ্গি কার্যকলাপে যুক্ত অন্যদেরও অস্ত্র ত্যাগ করে শান্তির পথে ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছে।

অসমে ডিজিটাল ডিজাইন ও ৩ডি প্রিন্টিং সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের উদ্বোধন, এমএসএমই-তে উদ্ভাবনে জোর

গুয়াহাটি, ২১ জুলাই (আইএএনএস): রাজ্যের উৎপাদন শিল্পে প্রযুক্তিনির্ভর উদ্ভাবন এবং ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্পের (এমএসএমই) প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতা বাড়াতে মঙ্গলবার গুয়াহাটিতে ডিজিটাল ডিজাইন অ্যান্ড ৩ডি প্রিন্টিং সেন্টার অফ এক্সেলেন্স-এর উদ্বোধন করলেন অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা।

উদ্বোধনের পর সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ মুখ্যমন্ত্রী জানান, এই কেন্দ্রের মাধ্যমে অসমে অত্যাধুনিক ডিজিটাল ডিজাইন, অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং এবং র‍্যাপিড প্রোটোটাইপিং প্রযুক্তির সুবিধা পৌঁছে যাবে। ফলে শিল্প প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা এবং স্টার্টআপগুলি আধুনিক উৎপাদন প্রযুক্তি ব্যবহারের সুযোগ পাবে।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বলেন, স্বাস্থ্য, মহাকাশ, জ্বালানি, কৃষি-সহ একাধিক উদীয়মান ক্ষেত্রে দ্রুত পণ্য নকশা, পরীক্ষা এবং উন্নয়নের মাধ্যমে এই কেন্দ্র উদ্ভাবনকে আরও ত্বরান্বিত করবে।

তাঁর মতে, নতুন এই কেন্দ্র অসমের এমএসএমই খাতে নতুন পণ্য উন্নয়নের গতি বাড়ানোর পাশাপাশি শিল্পগুলির প্রতিযোগিতামূলক সক্ষমতাও বৃদ্ধি করবে। স্থানীয় উদ্যোক্তা ও স্টার্টআপগুলি রাজ্যের মধ্যেই নতুন পণ্য তৈরি করতে পারবে, ফলে বিদেশি প্রযুক্তি ও যন্ত্রাংশের ওপর নির্ভরতা কমবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই কেন্দ্র নতুন পণ্য উন্নয়নের গতি বাড়াবে এবং আমাদের এমএসএমই-গুলিকে অসমেই উদ্ভাবনী সমাধান তৈরিতে উৎসাহিত করবে। একইসঙ্গে এটি আমদানি নির্ভরতা কমানোর একটি কার্যকর মাধ্যম হিসেবে কাজ করবে।"

উত্তর-পূর্বাঞ্চলের উৎপাদন ও উদ্ভাবনের কেন্দ্র হিসেবে অসমকে গড়ে তোলার লক্ষ্যে রাজ্য সরকার দীর্ঘদিন ধরেই প্রযুক্তিনির্ভর শিল্পোন্নয়নের ওপর গুরুত্ব দিয়ে আসছে। সেই লক্ষ্য বাস্তবায়নে এই সেন্টার অফ এক্সেলেন্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে মনে করা হচ্ছে।

এই কেন্দ্রের মাধ্যমে উন্নত ডিজাইন সফটওয়্যার, অ্যাডিটিভ ম্যানুফ্যাকচারিং প্রযুক্তি এবং র‍্যাপিড প্রোটোটাইপিং সুবিধা পাবেন গবেষক, শিক্ষার্থী, স্টার্টআপ এবং শিল্পোদ্যোগীরা। এর ফলে নতুন ধারণাকে কম সময়ে বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহারযোগ্য পণ্যে রূপান্তর করা সম্ভব হবে।

রাজ্য সরকারের মতে, এই উদ্যোগ উদ্ভাবনভিত্তিক উদ্যোগকে উৎসাহিত করবে, এমএসএমই খাতকে আরও শক্তিশালী করবে এবং উচ্চমূল্যের উৎপাদন শিল্পের জন্য একটি অনুকূল পরিবেশ গড়ে তুলবে।

এক শীর্ষ সরকারি আধিকারিকের দাবি, এই কেন্দ্র গবেষণা ও শিল্পের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করবে, উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তির ব্যবহার বাড়াবে এবং দেশীয় উৎপাদনের মাধ্যমে আত্মনির্ভর ভারতের লক্ষ্যে অসমের অবদান আরও জোরদার করবে।

নারী ও শিশুদের সাইবার সুরক্ষায় গুজরাট পুলিশের ৫ হাজারের বেশি সচেতনতামূলক কর্মসূচি

গান্ধীনগর, ২১ জুলাই (আইএএনএস): নারী ও শিশুদের সাইবার অপরাধ থেকে সুরক্ষিত রাখতে গুজরাট পুলিশ রাজ্যজুড়ে মাসব্যাপী "অপারেশন সুরক্ষিত সাইবারস্পেস" অভিযানের প্রথম দুই সপ্তাহে ৫,০০০-রও বেশি সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করেছে। সেক্টরশন, ডিপফেক, সাইবার স্টকিং এবং অনলাইন গ্রুমিংয়ের মতো ক্রমবর্ধমান ডিজিটাল অপরাধ সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

রাজ্য সরকারের সাইবার নিরাপত্তা অভিযানের অংশ হিসেবে শুরু হওয়া ২৮ দিনের এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য নিরাপদ ডিজিটাল ব্যবহার নিশ্চিত করা, পাশাপাশি সচেতনতা বৃদ্ধি, অপরাধ প্রতিরোধ, আইন প্রয়োগ এবং ভুক্তভোগীদের সহায়তা জোরদার করা।

গুজরাট পুলিশের তথ্য অনুযায়ী, অভিযানের প্রথম পাক্ষিকে শি-টিম এবং সাইবার সেল যৌথভাবে মোট ৫,২৮৯টি সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা করেছে।

পুলিশ মহাপরিচালক (ডিজিপি) জি. এস. মালিকের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত এই অভিযানে জনসচেতনতা, প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি, ভুক্তভোগীদের সহায়তা, সাইবার শিক্ষা এবং দ্রুত আইনি পদক্ষেপকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সিআইডি ক্রাইম (উইমেন সেল)-এর অতিরিক্ত পুলিশ মহাপরিচালক (এডিজিপি) অজয় চৌধুরী বলেন, ডিজিটাল যুগে নারী ও শিশুদের অনলাইন নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এখন সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। তিনি জানান, "অপারেশন সুরক্ষিত সাইবারস্পেস"-এর মাধ্যমে ডিপফেক, সেক্সটরশনসহ বিভিন্ন সাইবার হুমকি সম্পর্কে মানুষকে সচেতন করে আরও নিরাপদ ডিজিটাল পরিবেশ গড়ে তুলতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ গুজরাট পুলিশ।

অভিযানের প্রথম সপ্তাহে ১, ৮৭৪টি সচেতনতামূলক কর্মসূচির মধ্যে ছিল ১৮৫টি রাজ্যব্যাপী উদ্বোধনী অনুষ্ঠান, ৪৩৮টি স্কুলভিত্তিক "সাইবার সেফটি ডে", ৩৩৬টি কিশোরী দিবস কর্মসূচি, ৩১৮টি অভিভাবক সচেতনতা শিবির এবং ২৮১টি শিক্ষক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি। এছাড়া কলেজে ২০৭টি সাইবার সচেতনতা কর্মসূচি এবং বিভিন্ন জেলায় ১০৯টি সাইবার র‍্যালির আয়োজন করা হয়।

দ্বিতীয় সপ্তাহে নির্দিষ্ট ধরনের সাইবার অপরাধ প্রতিরোধে জোর দিয়ে মোট ৪,১৭২টি বিষয়ভিত্তিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। এর মধ্যে সামাজিক মাধ্যমের নিরাপদ ব্যবহার নিয়ে ৭৪৩টি, ডিপফেক প্রতিরোধে ৫৭৮টি, সাইবার স্টকিং রোধে ৫১৪টি এবং "অ্যান্টি-সেক্সটরশন ডে" উপলক্ষে ৫২০টি সচেতনতামূলক কর্মসূচি ছিল। পাশাপাশি অনলাইন গেমিং নিরাপত্তা নিয়ে ৫১২টি, অনলাইন গ্রুমিং প্রতিরোধে ৪৬৬টি এবং প্রত্যন্ত এলাকায় ৪৬১টি জনসচেতনতামূলক শিবিরের আয়োজন করা হয়।

এই অভিযানের অংশ হিসেবে কনস্টেবল থেকে শুরু করে পুলিশ পরিদর্শক পর্যন্ত প্রতিটি স্তরের পুলিশকর্মীদের নির্দিষ্ট দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সচেতনতা বৃদ্ধি, অপরাধ প্রতিরোধ, আইন প্রয়োগ, তদন্তের মান এবং জনবিশ্বাসএই পাঁচটি মানদণ্ডে তাঁদের কাজের মূল্যায়ন করা হবে।

গুজরাট পুলিশ সাইবার অপরাধ বা অনলাইন হয়রানির শিকার ব্যক্তিদের দ্রুত জাতীয় সাইবার হেল্পলাইনে যোগাযোগ করে অভিযোগ জানানোর আহ্বান জানিয়েছে, যাতে সময়মতো প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

নতুন ফৌজদারি আইন দ্রুত, প্রযুক্তিনির্ভর ও স্বচ্ছ বিচার নিশ্চিত করছে: স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই (আইএএনএস): দেশের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থাকে আধুনিক, দ্রুত, সহজ ও আরও স্বচ্ছ করে তুলতেই পুরনো ঔপনিবেশিক আইনগুলির পরিবর্তে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএস), ২০২৩, ভারতীয় নাগরিক সুরক্ষা সংহিতা (বিএনএসএস), ২০২৩ এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম (বিএসএ), ২০২৩ কার্যকর করা হয়েছে বলে মঙ্গলবার লোকসভায় জানিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক।

লোকসভায় এক প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বন্দি সঞ্জয় কুমার বলেন, নতুন আইনগুলির ফলে মামলার দ্রুত ও ন্যায্য নিষ্পত্তি নিশ্চিত হচ্ছে এবং বিচারব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তিনি জানান, নতুন আইন অনুযায়ী নারী ও শিশুদের বিরুদ্ধে অপরাধের তদন্তকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অভিযোগ নথিভুক্ত হওয়ার পর দুই মাসের মধ্যেই তদন্ত সম্পন্ন করার বিধান রাখা হয়েছে।

এছাড়া মামলার শুনানিতে অযথা বিলম্ব রোধে সর্বাধিক দুইবার মুলতবির সুযোগ রাখা হয়েছে, যাতে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিচারপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করা যায়।

বিচারব্যবস্থাকে আরও দ্রুত, দক্ষ ও স্বচ্ছ করতে ই-সাক্ষ্য, ই-সমন এবং ন্যায়-শ্রুতি (ভিডিও কনফারেন্সিং)-এর মতো প্রযুক্তিনির্ভর ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীর বক্তব্য অনুযায়ী, ই-সাক্ষ্য ডিজিটাল প্রমাণ আইনসম্মত, বৈজ্ঞানিক ও বিকৃতিহীনভাবে সংগ্রহ, সংরক্ষণ এবং ইলেকট্রনিকভাবে আদালতে জমা দেওয়ার সুযোগ করে দেয়। ই-সমন ব্যবস্থার মাধ্যমে সমন দ্রুত, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে এবং সহজে অনুসরণযোগ্য পদ্ধতিতে পাঠানো সম্ভব হচ্ছে। অন্যদিকে ন্যায়-শ্রুতি প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে অভিযুক্ত, সাক্ষী, পুলিশ, সরকারি কৌঁসুলি, ফরেনসিক বিশেষজ্ঞ, বন্দি-সহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে আদালতে উপস্থিত হতে পারছেন।

মন্ত্রী জানান, দেশের ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার সংস্কারের লক্ষ্যে আইন কমিশন এবং বিভিন্ন কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই এই সংশোধনগুলি আনা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, সংসদের স্বরাষ্ট্র বিষয়ক স্থায়ী কমিটিও ২০০৫, ২০০৬ এবং ২০১০ সালের প্রতিবেদনে পৃথক পৃথক সংশোধনের বদলে সামগ্রিকভাবে ফৌজদারি বিচারব্যবস্থার সংস্কারের জন্য নতুন আইন প্রণয়নের সুপারিশ করেছিল।

নতুন আইনগুলিতে প্রাথমিক তদন্ত, অতিরিক্ত তদন্ত, ভুক্তভোগী ও অভিযুক্তকে নথি সরবরাহ, রায় ঘোষণা এবং প্রাণভিক্ষার আবেদন দাখিলের মতো গুরুত্বপূর্ণ ধাপগুলি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে সম্পন্ন করার বিধান রাখা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এই তিনটি আইন ২০২৩ সালের ২৫ ডিসেম্বর ভারতীয় গেজেটে প্রকাশিত হয়। ভারতীয় ন্যায় সংহিতার অধিকাংশ ধারা এবং ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম ২০২৪ সালের ১ জুলাই থেকে কার্যকর হয়েছে। এর মাধ্যমে ঔপনিবেশিক যুগের পুরনো আইনগুলির পরিবর্তে প্রযুক্তিনির্ভর, দ্রুত তদন্ত, ভুক্তভোগীকেন্দ্রিক এবং সময়সীমাবদ্ধ বিচারব্যবস্থা চালু হয়েছে।

ইউসিসি বিল ও জনস্বার্থের ইস্যুতে মধ্যপ্রদেশ বিধানসভায় কংগ্রেসের প্রতীকী বিক্ষোভ

ভোপাল, ২১ জুলাই (আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশ বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) বিল এবং জনস্বার্থের বিভিন্ন ইস্যুতে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে প্রতীকী বিক্ষোভে সামিল হল কংগ্রেস। মঙ্গলবার কংগ্রেস বিধায়করা বিধানসভা চত্বরে একটি প্রতীকী মৃতদেহ নিয়ে এসে সরকারের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের সমস্যা উপেক্ষার অভিযোগ তোলেন।

অধিবেশনের দ্বিতীয় দিনে বহুল আলোচিত ইউসিসি বিল-সহ মোট আটটি বিল নিয়ে আলোচনা চলছে। ইউসিসি বিলকে কেন্দ্র করে শাসক দল ও বিরোধী কংগ্রেসের মধ্যে তীব্র বাকযুদ্ধের সৃষ্টি হয়েছে। কংগ্রেস বিধায়করা বিলটির বিরোধিতা করে সরকারের অবস্থানের সমালোচনা করেন।

এদিনই ২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের প্রথম সম্পূরক বাজেটও বিধানসভায় পেশ করার কথা রয়েছে।

বিক্ষোভে কংগ্রেস বিধায়করা বিভিন্ন পোস্টার হাতে দাবি করেন, রাজ্য সরকার কৃষকদের পাশে দাঁড়ানোর পরিবর্তে বিদ্বেষের রাজনীতি করছে। তাঁদের অভিযোগ, কৃষক, বেকার যুবক এবং সাধারণ মানুষ নানা সমস্যায় জর্জরিত হলেও সরকার সেইসব বাস্তব সমস্যার সমাধান না করে বিতর্কিত বিষয়কে অগ্রাধিকার দিচ্ছে।

অধিবেশনে আবেদন ও নিবেদন কমিটি, অধস্তন আইন প্রণয়ন কমিটি, সরকারি উদ্যোগ কমিটি, সরকারি আশ্বাস কমিটি, মহিলা ও শিশু কল্যাণ, স্থানীয় স্বশাসন ও পঞ্চায়েত রাজ হিসাব, কৃষি উন্নয়ন এবং অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ-সহ একাধিক বিধানসভা কমিটির রিপোর্টও পেশ করা হবে।

এছাড়া মহিলা ও শিশু উন্নয়ন, সমাজকল্যাণ, শক্তি, নবীকরণযোগ্য শক্তি, ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প (এমএসএমই), উচ্চশিক্ষা এবং পর্যটন দফতরের বার্ষিক রিপোর্ট ও বিজ্ঞপ্তিও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীরা বিধানসভায় উপস্থাপন করবেন।

অধিবেশনে "কলিং অ্যাটেনশন" প্রস্তাবের আওতায় দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ও উত্থাপিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অন্যদিকে, রাজ্য সরকার ইউসিসি-সহ তাদের আইন প্রণয়নের অগ্রাধিকারের পক্ষে সওয়াল করবে বলে মনে করা হচ্ছে। ফলে মধ্যপ্রদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও নীতিগত সিদ্ধান্তের দিক থেকে এই অধিবেশনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

শহিদ দিবসের সমাবেশ ঘিরে বিজেপি ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে "নাশকতার" অভিযোগ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ২১ জুলাই (আইএএনএস): শহিদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশকে ঘিরে বিজেপি ও রাজ্য সরকার পরিকল্পিতভাবে নাশকতার চেষ্টা করছে বলে মঙ্গলবার অভিযোগ করলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেসের সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দাবি করেন, সোমবার গভীর রাতে মধ্য কলকাতার বিড়লা প্ল্যানেটারিয়ামের সামনে তাঁর গোষ্ঠীর সমাবেশের মঞ্চ ভাঙচুরেরও চেষ্টা করা হয়।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ঘটনাটির খবর পেয়ে তিনি নিজে, দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য নেতারা দ্রুত সমাবেশস্থলে পৌঁছে যান এবং রাতভর পালাক্রমে মঞ্চ পাহারা দেন।

তাঁর অভিযোগ, সমাবেশে যোগ দিতে আসা সমর্থকদের বাধা দেওয়া হচ্ছে এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদেরও পুলিশ ভয় দেখাচ্ছে। পাশাপাশি মঞ্চ ভাঙচুর, বিদ্যুৎ ও মাইক্রোফোনের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা, পোস্টার-ব্যানার ছিঁড়ে ফেলার ঘটনাও ঘটেছে। মমতার দাবি, প্রায় ৬০ জন বিজেপি-সমর্থিত দুষ্কৃতী এই ঘটনায় জড়িত এবং তাদের নেতৃত্বে ছিলেন জামিনে মুক্ত এক অভিযুক্ত। তাঁর অভিযোগ, শুরু থেকেই পুলিশ ও বিজেপি একযোগে এই কর্মসূচি বানচালের ষড়যন্ত্র করছে।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আরও বলেন, কলকাতা আদালতের নির্দেশ মেনেই বিড়লা প্ল্যানেটারিয়ামের সামনে সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, পুলিশ প্রশাসন সমাবেশে বাধা দিয়ে আদালত অবমাননা করছে।

তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, এই ধরনের পদক্ষেপ অব্যাহত থাকলে রাজ্য সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা দায়ের করা হবে।অন্যদিকে, একই দিনে ধর্মতলার শহিদ মিনারের সামনে কংগ্রেসের সমান্তরাল সমাবেশ ঘিরেও উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার অভিযোগ করেন, দুর্গাপুর থেকে কলকাতাগামী কংগ্রেস কর্মীদের একটি বাসে বিজেপি কর্মীরা ভাঙচুর চালিয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের পটাশপুরেও একই ধরনের হামলার অভিযোগ তুলেছে কংগ্রেস।এদিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের ২১ জুলাই শহিদ দিবসের সমাবেশে যোগ দিতে কলকাতায় আসার পথে মঙ্গলবার পুলিশ গ্রেফতার করল দলের নেতা ও প্রাক্তন বিধায়ক অসিত মজুমদারকে।

চুঁচুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের প্রাক্তন বিধায়ক এবং মমতা-নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেসের হুগলি জেলা কমিটির সভাপতি অসিত মজুমদারকে পুলিশ থানায় নিয়ে যায়। তবে ঠিক কী কারণে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট করেনি পুলিশ।

দলের অভিযোগ, মঙ্গলবার সকালে হুগলি থেকে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে শহিদ দিবসের সমাবেশে যোগ দিতে কলকাতার উদ্দেশে রওনা হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন অসিত মজুমদার। সেই সময় পুলিশ তাঁর বাড়িতে পৌঁছে তাঁকে থানায় নিয়ে যায়। দীর্ঘক্ষণ আটকে রাখার পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।

উল্লেখ্য, গত ৩০ মে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ তুলে হুগলির চুঁচুড়ায় পথ অবরোধ কর্মসূচির নেতৃত্ব দেন অসিত মজুমদার। সেই সময় পুলিশ অবরোধ তুলতে গেলে কর্তব্যরত পুলিশকর্মীদের কাজে বাধা দেওয়া এবং ধাক্কাধাক্কির অভিযোগ ওঠে। ওই ঘটনায় চুঁচুড়া থানার পুলিশ স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে মামলা দায়ের করে এবং অসিত মজুমদার-সহ প্রায় ১০ জনকে গ্রেফতার করে। পরে তাঁরা জামিন পান।

মঙ্গলবারের গ্রেফতারি সেই আগের মামলার সূত্রে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

এদিকে, মঙ্গলবার কলকাতায় ২১ জুলাই শহিদ দিবস উপলক্ষে কাছাকাছি এলাকায় তিনটি পৃথক সমাবেশ হওয়ায় সকাল থেকেই কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে কলকাতা পুলিশ।১৯৯৩ সালের ২১ জুলাই তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকারের আমলে, প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর শাসনকালে, যুব কংগ্রেসের ১৩ জন কর্মী পুলিশ গুলিতে নিহত হন। তাঁদের স্মরণেই প্রতি বছর এই শহিদ দিবস পালন করা হয়। গত বছর পর্যন্ত এই কর্মসূচির আয়োজন করত একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেস। তবে সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনের পর পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে যাওয়ায় এ বছর একই দিনে তিনটি পৃথক শহিদ দিবসের সমাবেশ অনুষ্ঠিত

এসআইআরের মধ্যে স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্রের জন্য ১১টি যোগ্যতার মানদণ্ড ঘোষণা কর্নাটক সরকারের

বেঙ্গালুরু, ২১ জুলাই (আইএএনএস): নির্বাচন কমিশনের বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) কর্মসূচি এবং বাসিন্দাদের পরিচয় নিয়ে চলা আলোচনার আবহে স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র (পার্মানেন্ট রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট বা পিআরসি) দেওয়ার জন্য ১১টি যোগ্যতার মানদণ্ড ঘোষণা করল কর্নাটক সরকার। সোমবার বেঙ্গালুরুর বিধান সৌধে বিনামূল্যে বাড়ি বাড়ি জাতি শংসাপত্র ও স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র পৌঁছে দেওয়ার কর্মসূচির উদ্বোধনে এই ঘোষণা করেন উপ-মুখ্যমন্ত্রী তথা রাজস্বমন্ত্রী ড. জি. পরমেশ্বর।

মুখ্যমন্ত্রী ডি.কে. শিবকুমারের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠানে পরমেশ্বর বলেন, মানুষের বারবার সরকারি দফতরে যেতে না হয়, সেই লক্ষ্যেই নাগরিকবান্ধব এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী জানান, নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য যে ১১টি নথিকে স্বীকৃতি দিয়েছে, স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র তার অন্যতম।

রাজ্য সরকারের ঘোষণা অনুযায়ী, কর্নাটকে জন্ম, রাজ্যে অন্তত ১০ বছর ধরে বসবাস, চাকরি, বিবাহ-সহ মোট ১১টি মানদণ্ডের যে কোনও একটি পূরণ করলেই আবেদনকারী পিআরসি পাওয়ার যোগ্য হবেন।

পরমেশ্বর জানান, বৃহৎ পরিসরে জাতি শংসাপত্রও বিতরণ করা হচ্ছে। মোট প্রায় ৪.৮৫ কোটি শংসাপত্র বিতরণের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এর মধ্যে ২এ, ২বি, ৩এ ও ৩বি শ্রেণির ১.৩৬ কোটি, ক্যাটাগরি-১-এর ৮৬ লক্ষ এবং তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতিভুক্ত ২.৬৩ কোটি উপভোক্তা রয়েছেন।

তিনি জানান, নাগরিকরা সরকারি ওয়েবসাইট থেকে বিনামূল্যে শংসাপত্র ডাউনলোড করতে পারবেন। এছাড়া হোয়াটসঅ্যাপ, হবলি স্তরের সহায়তা কেন্দ্র, নাদাকাচেরি, গ্রামা ওয়ান এবং বাপুজি পরিষেবা কেন্দ্র থেকেও তা সংগ্রহ করা যাবে।

আবেদন সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের জন্য অভিযোগ নিষ্পত্তি ব্যবস্থাও চালু করা হয়েছে। আবেদনকারীরা তহসিলদার, ডেপুটি তহসিলদার বা সাব-ডিভিশনাল অফিসারের কাছে আপিল করতে পারবেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুনরায় যাচাইয়ের নির্দেশ দেওয়ার ক্ষমতা জেলা শাসকদের (ডেপুটি কমিশনার) দেওয়া হয়েছে।

পিআরসি পাওয়ার ১১টি যোগ্যতার মধ্যে রয়েছে কর্নাটকে জন্মগ্রহণ, আবেদনকারীর বাবা-মায়ের অন্তত ১০ বছর রাজ্যে বসবাস, কর্নাটকে দ্বাদশ শ্রেণি বা টানা ১০ বছর পড়াশোনা, স্বামী বা স্ত্রী, বাবা-মা কিংবা আইনগত অভিভাবক রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হওয়া। এছাড়া রাজ্যে আবাসিক বা অস্থাবর সম্পত্তির মালিকানা, আইনগত উত্তরাধিকারী হওয়া, ভোটার তালিকায় নাম থাকা, আধার, রেশন কার্ড, রাজস্ব নথি বা অন্যান্য সরকারি নথির মাধ্যমে বসবাসের প্রমাণ, কর্নাটকে অন্তত সাত বছর সরকারি বা সরকারি সংস্থায় চাকরি করা এবং কর্নাটকের স্থায়ী বাসিন্দাকে বিয়ে করাও যোগ্যতার আওতায় থাকবে।

পরমেশ্বর জানান, ইতিমধ্যেই প্রায় ৪.৮ কোটি শংসাপত্র অটল জনস্নেহী কেন্দ্রের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলার ডেপুটি কমিশনারদের কাছে পাঠানো হয়েছে। জেলা প্রশাসন তহসিলদার ও অন্যান্য মাঠপর্যায়ের আধিকারিকদের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সেগুলি বিতরণ করবে।তিনি বলেন, বিশেষ নিবিড় ভোটার তালিকা সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়ায় এই স্থায়ী বাসিন্দার শংসাপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং রাজ্যের সুবিধা অবৈধ অভিবাসী বা অ-বাসিন্দারা যাতে না পান, সেই উদ্বেগও দূর করতে সহায়ক হবে। পাশাপাশি তিনি স্পষ্ট করেন, নির্ধারিত যোগ্যতার মানদণ্ড পূরণ করতে না পারলে কোনও আবেদনকারী পিআরসি পাবেন না।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

দেহতরী

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

জীবন সত্যিই তো এক বহমান নদীর মত। আচ্ছা জীবন কখনও কখনও আমাদের হাতের মুঠোয় থাকে আবার ঠিক ফিনিক্স পাখির মতো কখন তা
কর্পূরের ন্যায় উড়ে যায়, যেন সহজে টেরই পাওয়া যায় না। মানুষের মন বড় চঞ্চল, কখন সে আকাশের সাত রঙ্গা রামধনু স্বরূপ ছটা দেয় আবার কখনও বিষয়ী মন অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ায়। এ মন বড়ই অভাগা, একগাছা দড়ি দিয়েও তাকে বেঁধে রাখা যায় না। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কথা মতো, 'মানুষের মন সদা সর্বদা বাঁদরের মত এ ডাল ও ডাল করে বেড়ায়'। বাড়িতে এক সন্তান কিন্তু মন পড়ে থাকে প্রাক্তন প্রেমিকের কাছে। পূর্ণিমার ঝলসানো রাতে চাঁদ যখন একটু হলেও ম্লান হয়ে যায় ঠিক তখনই কালপুরুষের ন্যায় প্রেমিকের কাছে মন চলে যায়। মন মিললে কামরূপী দেহ সহজেই মরীচিকার ন্যায় তরী বেয়ে ছুটে চলে। প্রেম ও কাম বাংলা সাহিত্যে ওতপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে। প্রেম হলে কাম হবে, কাম হলে প্রেম হবে না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের দিকে নজর রাখলেও আমরা দেখব হাজারো বাঁধা পেরিয়ে রাধাকৃষ্ণও যমুনা নদীর তীরে প্রথমে প্রেম ও পরে কামের বশবর্তী হয়ে মিলিত হতেন। বিয়ের পর প্রেম পরবর্তীতে কাম ও দেহাতীত প্রেম একপ্রকার এক্সট্রা ম্যারেজ অ্যাফেয়ার্সের খাতায় এখনকার ভাষায় নাম লেখায়। সমাজ তাদের দিকে আঙ্গুল তোলে। অথচ একটু গভীরে তলালে আমরা দেখব, দুটো মানুষ একসঙ্গে পথ চলতে চলতে কোথাও একটা ফাঁকফোকর তৈরি হয়। তখন সেই শূন্যস্থান পূরণের জন্য এক নতুন পথ তৈরি হয়, যা এখনকার ভাষায় "পরকীয়া"। আবার বিয়ের পর একপ্রকার সেই ভালোবাসাটা না তৈরি হলে সেই শূন্যস্থানও পূরণের জন্য নতুন রাস্তা তৈরি হয়। দুটো মন একই সিচুয়েশন থাকায় মনের কোন অজান্তেই নিবিড়তা তৈরি হয়ে যায়। যদি মনের সঠিক টান থেকে থাকে তাহলে যে কোন সম্পর্কই যে কোনও মূল্যেই টিকে যায়। আগুন আর ঘি সমান্তরাল ভাবেই প্রযোজ্য। কারণ আগুন যাকে সোহাগ করে সেই তো ভয় ! বিবাহ আমাদের সমাজে এক পবিত্র বন্ধন। যেখানে দুটো মন দুটো আত্মা দুটো দেহ এক হয়ে যায়। কিন্তু সেই সম্পর্কে ছেদ পড়লে বিষয়ী মন দিক বিদিক হয়ে এদিক সেদিক ঘুরতে থাকে। ঠিক না ভুল এই দোলাচলেই অনেকটা সময় পার হয়ে যায়। চোখ নাক কান খোলা রাখতে হবে, যে কোন ভুল পদক্ষেপ হয়ে যাচ্ছে না তো ! পরিস্থিতি সময় বাস্তবতা মানুষকে জীবনের আসল রূপের সঙ্গে পরিচয় ঘটায়। সেক্ষেত্রে কোনও খারাপ পরিস্থিতির সম্মুখীন যাতে না হতে হয় সেই দিকেও নজর দেওয়া উচিত। মানবদেহের মৃত্যু আছে কিন্তু আত্মার মৃত্যু নেই। আত্মা তো অবিনশ্বর, তাই মানুষ দেহকেই বেশি ভালোবাসে। অন্তরের সৌন্দর্য থেকে বাহ্যিক সৌন্দর্যকে আকৃষ্ট করতে মানুষ বিভিন্ন প্রসাধনীর সহায়তাও নিয়ে থাকে। তাই দেহ নামক এই তরী সঠিক দিকে সদা সর্বদা যেন ধাবিত হয়। কোনও মরীচিকার ন্যায় আকৃষ্ট হয়ে যেন পাকে না পা দেয়, সেই দিকে সদা সতর্ক থাকতে হবে। কারণ, দেহতরী যে বড়ই সূক্ষ্ম, আগুনে পড়লে একপ্রকার যে তা হোম কাজেই লেগে যায় !

ঘি খেলে কী সত্যিই কোলেস্টেরল বাড়ে

অনেকেরই ধারণা ঘি খেলে কোলেস্টেরলের মাত্রা দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং এটি হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ায়। তবে
বিশেষজ্ঞদের মতে, পরিমিত পরিমাণে ঘি খাওয়া অধিকাংশ সুস্থ মানুষের শরীরের জন্য সাধারণত কোনও ক্ষতি করে না। আসল বিষয়টি নির্ভর করে আপনার দৈনন্দিন খাদ্যাভ্যাস এবং জীবনযাপনের পদ্ধতির ওপর।
ঘি আসলে কী এবং কীভাবে এটি তৈরি হয় তা ভালোভাবে জেনে নেওয়া জরুরি। মাখনকে ধীরে ধীরে গরম করে তার জলীয় অংশ বাষ্পীভূত করার পর দুধের কঠিন অংশ আলাদা করা হয়। এরপর যে সোনালি রঙের চর্বি বা ফ্যাট অবশিষ্ট থাকে, সেটিই হল সুস্বাদু ও সুগন্ধী ঘি।
ঘিতে ভিটামিন এ, ডি, ই এবং কে-এর মতো চর্বিতে দ্রবণীয় একাধিক উপকারী ভিটামিন রয়েছে। তবে এর পাশাপাশি ঘিতে ক্যালোরি এবং স্যাচুরেটেড ফ্যাটের পরিমাণও বেশ উচ্চ মাত্রায় থাকে। "দ্য আমেরিকান জার্নাল অব ক্লিনিক্যাল নিউট্রিশন"-এর একটি গবেষণায় ঘিকে স্যাচুরেটেড ফ্যাটের অন্যতম প্রধান উৎস হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে ঘিতে থাকা উচ্চমাত্রার স্যাচুরেটেড ফ্যাট অতিরিক্ত পরিমাণে খেলে তা খারাপ কোলেস্টেরল বাড়াতে পারে। রক্তে এই খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা অতিরিক্ত বেড়ে গেলে তা দীর্ঘমেয়াদে হৃদরোগের বড় কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই চিকিৎসকেরা ঘি খাওয়ার পরিমাণের ওপর সবসময় জোর দিতে বলেন।
পুষ্টিবিদদের মতে, সারাদিনের মোট স্যাচুরেটেড ফ্যাট গ্রহণের পরিমাণ যদি একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে, তবে ঘি খাওয়া নিরাপদ। অল্প পরিমাণ ঘি আপনার প্রতিদিনের সুষম খাদ্যাভ্যাসের একটি চমৎকার এবং স্বাস্থ্যকর অংশ হয়ে উঠতেই পারে। তাই খাদ্যতালিকা থেকে ঘিকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়ার কোনও প্রয়োজন নেই।
শরীরের কোলেস্টেরলের ভারসাম্য ঠিক রাখতে স্যাচুরেটেড ফ্যাটের পরিবর্তে আনস্যাচুরেটেড ফ্যাট বা অসম্পৃক্ত চর্বি গ্রহণ করা উচিত। খাদ্যতালিকায় অলিভ অয়েল, বাদাম, বিভিন্ন ধরনের বীজ কিংবা মাছের মতো উপাদান রাখলে তা হৃদরোগের ঝুঁকি অনেকটাই কমিয়ে দেয়। এর ফলে শরীরের ফ্যাট মেটাবলিজমও দারুণভাবে উন্নত হয়।
বিশেষজ্ঞরা শরীরকে সুস্থ রাখতে সব ধরনের চর্বি জাতীয় খাবার একেবারে বর্জন করার পরামর্শ কখনই দেন না। কারণ শরীরের অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ ও হরমোন নিঃসরণ সচল রাখতে স্বাস্থ্যকর চর্বি অপরিহার্য। তাই বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে সঠিক ফ্যাট বেছে নেওয়াটাই আসল কৌশল। পরিমিত জীবনযাপনের পাশাপাশি মাঝে মাঝে খাবারে অল্প পরিমাণ ঘি ব্যবহার করলে বড় ধরনের স্বাস্থ্যঝুঁকি থাকে না। তবে ঘি খাওয়ার ক্ষেত্রে নিজের শারীরিক অবস্থা বুঝে এবং প্রয়োজনে পুষ্টিবিদের পরামর্শ নিয়ে এর সঠিক পরিমাণ নির্ধারণ করা সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ হবে।

ঐতিহ্যের মাহেশ থেকে স্বনির্ভরতার মহিষাদল রথের দড়িতেই বাঁধা বাংলার বর্তমান ও ভবিষ্যৎ

সুনীল মাইতি
(সাংবাদিক ও প্রাবন্ধিক)

বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণের তালিকায় রথযাত্রা কেবল একটি ধর্মীয় আচার মাত্র নয়; তা গ্রামীণ ও মফস্বল বাংলার লোকায়ত সংস্কৃতির এক জীবন্ত দলিল। উত্তর- আধুনিক ডিজিটাল যুগে দাঁড়িয়ে; যেখানে বিশ্বায়ন আমাদের প্রাত্যহিক যাপনকে একরৈখিক করে তুলছে; সেখানে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গের গ্রামীণ রথযাত্রার প্রাসঙ্গিকতা এক নতুন পর্যালোচনার দাবি রাখে। বিশেষত হুগলি জেলার মাহেশ; শ্রীরামপুর এবং স্থানীয় বিভিন্ন মহিলা পরিচালিত বা 'মহিলাদল'-এর রথযাত্রাগুলি শুধু ভক্তিভাবে প্রকাশ নয়; বরং সামাজিক মেলবন্ধন; লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণ এবং গ্রামীণ অর্থনীতির এক চাবিকাঠি। বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে এই উৎসব গুলির রূপান্তর এবং টিকে থাকার লড়াইকে ছুঁয়ে যাওয়া অত্যন্ত জরুরি। ভারতের পুরীর রথযাত্রার পরেই ঐতিহ্য ও প্রাচীনত্বে যে নামটি প্রাতঃস্মরণীয়; তা হলো হুগলির শ্রীরামপুরের মাহেশের রথযাত্রা। ১৩৯৬ খ্রিস্টাব্দে শুরু হওয়া এই উৎসব আজ ৬০০ বছরেরও বেশি পুরোনো। ধ্রুবানন্দ ব্রহ্মচারীর হাত ধরে যে উৎসবের সূচনা; তা আজও তার মৌলিকত্ব হারায়নি।
মাহেশের রথের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হলো এর লোকায়ত চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'রাধারানী' উপন্যাসের সেই বিখ্যাত মাহেশের রথের মেলার পটভূমি আজও আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে; এই উৎসব উচ্চ-নিচ; ধনী-দরিদ্রের ভেদ মুছে দেওয়ার এক চত্বর।
আজকের ক্ষয়িষ্ণু ও সাম্প্রদায়িক মেরুকরণের যুগে মাহেশের রথযাত্রা এক পরম আশ্রয়। রথের দড়িতে টান দেওয়ার জন্য জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে হাজার হাজার মানুষের হাত একসাথে এগিয়ে আসে। এটি প্রমাণ করে যে; বাংলার গ্রামীণ ও মফস্বল সংস্কৃতি আজও তার সমন্বয়ী চেতনাকে ধরে রেখেছে। মাহেশের সংলগ্ন শ্রীরামপুর অঞ্চলের রথযাত্রা শ্রী চৈতন্যদেবের বঙ্গসংস্কৃতির নবজাগরণের জোয়ারের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মহাপ্রভু চৈতন্যদেব স্বয়ং মাহেশকে 'নবনীলাচল' বলে আখ্যা দিয়েছিলেন। শ্রীরামপুরের রথের মেলা কেবল পাঁপড় ভাজা বা জিলিপির দোকান নয়; এটি গ্রামীন কুটির শিল্পীর এক বিশাল বাজার। মাটির পুতুল; কাঠের খেলনা; চারা গাছ বিক্রির যে ধুম এখানে দেখা যায়; তা গ্রামীণ অর্থনীতিতে এক বিরাট অক্সিজেন যোগায়। আজকের ওটিটি এবং রিলসের যুগেও শ্রীরামপুরের রথের দড়ি ছোঁয়ার জন্য যুব প্রজন্মের যে ঢল নামে; তা প্রমাণ করে যে বাঙালির আত্মপরিচয় এখনও সম্পূর্ণভাবে ভার্চুয়াল হয়ে যায়নি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও যান্ত্রিকতার যুগে শারীরিক উপস্থিতি ও যৌথ উল্লাস মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্যও এক পরম আরোগ্য। বর্তমান সময় দাঁড়িয়ে গ্রামীণ বাংলা রথযাত্রার সবচেয়ে বৈপ্লবিক ও সক্রিয় রূপান্তরটি ঘটেছে বিভিন্ন জায়গায় 'মহিলাদল' বা সম্পূর্ণ নারীদের দ্বারা পরিচালিত রথযাত্রা গুলির মাধ্যমে। ঐতিহাসিক ভাবে রথ তৈরি; রথ টানা বা মেলার পরিচালনার দায়িত্বে পুরুষদেরই একচেটিয়া আধিপত্য ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক দশকগুলিতে গ্রামীণ ও আধা -শহুরে বাংলায় এই ধারায় এক অভূতপূর্ব বদল এসেছে।
শ্রীরামপুর ও তার পার্শ্ববর্তী গ্রামীণ পকেট গুলিতে; কিংবা বাংলার বিভিন্ন ব্লকে এখন সম্পূর্ণ নারীদের উদ্যোগে রথ টানা হয়। জগন্নাথ; বলরাম সুভদ্রার মধ্যে সুভদ্রার নারীর শক্তির প্রতীক। মহিলারা যখন রথের দড়ি ধরেন; তখন তা কেবল ধর্মীয় আচার থাকে না; তা হয়ে ওঠে নারী স্বাধীনতার এক দৃপ্ত ঘোষণা। মহিলাদলগুলির পেছনে কাজ করে গ্রামীণ স্বনির্ভর গোষ্ঠী (SHG)। রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে মহিলারা আলপনা দেওয়া; ভোগ রান্না করা থেকে শুরু করে মেলার স্টল পরিচালনা সবটাই নিজেদের হাতে করেন। ফলে রথযাত্রা বর্তমান সময়ে গ্রামীণ নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন ও নেতৃত্বের ক্ষমতাকে প্রদর্শন করার একটি বড় মঞ্চ হয়ে উঠছে।
আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজে এই রথযাত্রা গুলির প্রাসঙ্গিকতা মূলত তিনটি স্তরে বিন্যস্ত: ১.সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে মানুষ যখন ক্রমশ একাকীত্বে ভুগছে; তখন রথের মেলা মানুষকে ঘরের বাইরে টেনে আনে। অচেনা মানুষের সাথে কাঁধ রথ টানা 'আমি' থেকে 'আমরা' হয়ে ওঠার এক মোক্ষম দাওয়াই। ২. রথের মেলায় আজও চারা গাছ কেনার একটি প্রাচীন রেওয়াজ আছে। বর্ষার শুরুতে রথের মেলা থেকে গাছ কিনে রোপণ করার এই গ্রামীন ঐতিহ্য বিশ্ব উষ্ণায়নের যুগে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এছাড়া প্লাস্টিকের ভিড়ে মাটির ও কাঠের হারিয়ে যাওয়া লোকশিল্পীরা এই মেলাগুলির মাধ্যমেই এখনো বেঁচে থাকার রসদ পান। ৩. মাহেশ ও শ্রীরামপুরের রথযাত্রাকে কেন্দ্র করে বর্তমানে হেরিটেজ ট্যুরিজম বা ঐতিহ্যবাহী পর্যটনের এক বিপুল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকেও এই উৎসবগুলোকে হেরিটেজ তকমা দিয়ে সংরক্ষণ ও প্রচারের আলোয় আনা হচ্ছে; যা গ্রামীণ যুবকদের কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি করছে। ৪. তবে সবটাই মসৃণ নয়। বিশ্বায়নের থাবায় গ্রামীণ মেলাগুলোর চরিত্র কিছুটা বদলাচ্ছে। মাটির খেলনার জায়গা নিচ্ছে সস্তা চিনের প্লাস্টিক; লোকগীতি বা কীর্তনের জায়গায় বাজছে আধুনিক চটুল গান। মাহেশ বা শ্রীরামপুরের মতো প্রাচীন কেন্দ্রগুলি তাদের ঐতিহ্য ধরে রাখলেও; অনেক ছোট ছোট গ্রামীণ রথযাত্রা আজ স্পন্সরশিপ ও ফান্ডের অভাবে ধুঁকছে।মহিলা দলগুলিকেও অনেক সময় রক্ষণশীল গ্রামীণ সমাজের অলিখিত বাধার সম্মুখীন হতে হয়। রথ যাত্রার মূল দর্শন হলো ঈশ্বর মন্দিরের গর্ভগৃহ থেকে বের হয়ে আসেন সাধারণ মানুষের মাঝে; রাস্তার ধুলোবালি মেখে তিনি সবার হয়ে ওঠেন। মাহেশ; শ্রীরামপুরের শতাব্দীপ্রাচীন রথ কিংবা আধুনিক গ্রামীণ বাংলার লড়াকু মহিষাদলের রথযাত্রা সব কটিই আসলে সাম্যের জয়গান গায়। চাকার ঘূর্ণনের সাথে সাথে যেমন সময় ঘোরে; তেমনই বাংলার গ্রামীণ রথযাত্রাও নিজেদের সময়ের সাথে খাপ খাইয়ে প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে। এই রথযাত্রা কেবল অতীতের স্মৃতিচারণ নয়; বরং ভাঙ্গনমুখী বাঙালি সমাজকে জুড়ে রাখার এক অমোঘ আঠা। একে টিকিয়ে রাখা মানে বাংলার নিজস্ব আত্মাকেই বাঁচিয়ে রাখা।

তমলুক; পূর্ব মেদিনীপুর
মোবাইল নাম্বার
৬২৯৫৫৩৩১০৭

হেঁশেলের কয়েকটি উপকরণ দিয়ে চুলের সমস্যা সমাধান করা যায়

ঘরের আনাচ-কানাচে, শৌচাগারের মেঝেতে, এমনকি রান্না করা খাবারের মধ্যেও চুল ঘুরে বেড়াচ্ছে। মাথার চুল আর কিছুতেই মাথায় থাকছে না। ইতিমধ্যেই নানা রকম তেল, শ্যাম্পু, কন্ডিশনার ব্যবহার করে দেখেছেন। সে সব মেখে কোনও কাজই হয়নি। চুলের মসৃণতা বজায় রাখতে, চুলের জেল্লা ধরে রাখতে অনেকেই স্পা করান। তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, হেঁশেলের কয়েকটি উপকরণ দিয়ে সহজেই চুলের যাবতীয় সমস্যা সমাধান করা যায়। ১) মধু-চুলের আর্দ্রতা বজায় রাখে এবং হারানো জেল্লা ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করে মধু। রুক্ষ, ডগাফাটা চুলের যত্নে মধু ব্যবহার করাই যায়। ২) নারকেল তেল-ডগা ফাটার সমস্যায় দারুণ উপকারী নারকেল তেল। তা ছাড়া মাথার ত্বকে কোনও প্রকার সংক্রমণ হলে, তা-ও রোধ করতে পারে এই তেল। ৩) অ্যাভোকাডো- চুলে আর্দ্রতা বজায় রাখতে, চুলকে আরও মসৃণ করে তুলতে সাহায্য করে। চুলে জেল্লাও বজায় রাখে অ্যাভোকাডো। ৪) ডিম-প্রোটিন এবং বায়োটিন এই দু'টি উপাদান চুলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ডিমে এই দু'টি উপাদানই রয়েছে। চুলের গোড়া মজবুত করার পাশাপাশি নতুন চুল গজাতেও সাহায্য করে ডিম। ৫) কর্নফ্লাওয়ার-শ্যাম্পু করার পরেও মাথার ত্বক তেলতেলে হয়ে যাচ্ছে? এই সমস্যার সমাধান লুকিয়ে রয়েছে কর্নফ্লাওয়ারে। চুলের জন্য ঘরোয়া কোনও প্যাকে মেশাতে পারেন কর্নফ্লাওয়ার। অথবা কোথাও বেরোনোর আগে চুলের তেল কাটাতে পাউডারের মতো মাথায় ব্যবহার করতে পারেন। ৬) দই-মাথার ত্বকের পিএইচের ভারসাম্য রক্ষা করে দই। চুলের ফলিকলে পুষ্টি জোগাতেও সাহায্য করে দই।-৭) কলা খুশকি দূর করতে সাহায্য করে এই ফল। চুল এবং মাথার ত্বকের আর্দ্রতা বজায় রাখতে কলা দিয়ে মাস্ক বানিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। এই সমস্ত উপকরণের মধ্যে যে কোনও তিনটি বেছে নিন। এ বার সেগুলি ভাল করে মিশিয়ে নিন। কিন্তু এই মিশ্রণ চুলে মাখার আগে চুল ভাল করে পরিষ্কার করে নেওয়া জরুরি। যে কোনও মাইল্ড শ্যাম্পু দিয়ে চুল ভাল করে ধুয়ে নিন। তোয়ালে দিয়ে খানিক ক্ষণ জড়িয়ে রাখুন। আধ শুকনো অবস্থায় এই মিশ্রণ মাথার ত্বক থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত মেখে নিন। ২০ থেকে ৩০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। তবে খেয়াল রাখবেন মাথার ত্বকে বা চুলের মধ্যে এই মিশ্রণের কোনও অংশ যেন আটকে না থাকে।

কাসুন্দি ইলিশের রেসিপি

মাছের স্বাদ যেমনই হোক বর্ষাকালে বাড়িতে ইলিশ আসবে না তা কী করে হয়? খিচুড়ির সঙ্গে ইলিশ ভাজা, বেগুন দিয়ে ইলিশের ঝোল, সর্ষের ঝাল সবই তো খেয়েছেন। কিন্তু বন্ধুর বাড়িতে খাওয়া কাসুন্দি ইলিশের স্বাদ মুখে লেগে রয়েছে। ওই পদটি তৈরি করবেন বলেই বাজার থেকে মস্ত একটি ইলিশ আর কাসুন্দির শিশি কিনেছেন। ভাজা খাবারের সঙ্গে কাসুন্দি খেয়েছেন বহুবার। কিন্তু কাসুন্দি দিয়ে ইলিশ রান্না করবেন কী করে? চিন্তা নেই। রইল কাসুন্দি ইলিশের রেসিপি। উপকরণ ইলিশ মাছ-৬ টুকরো,কাসুন্দি-১/২ কাপ,হলুদ গুঁড়ো-১/৪ চা চামচ,সর্ষের তেল-১/৪ কাপ, কাঁচালঙ্কা-৪,৫টা,নুন-স্বাদ মতো প্রণালী-১) একটা বড় কড়াইতে কাসুন্দি, তেল, নুন ও হলুদ একসঙ্গে নিয়ে ইলিশ মাছের টুকরোয় মাখিয়ে নিন। ২) এর উপরে কাঁচালঙ্কা চিরে দিন। ১৫ থেকে ২০ মিনিট এই মিশ্রণ মাখিয়ে রেখে দিন। ৩) এরপর একটি টিফিন বাক্সে কাসুন্দি মাখানো মাছগুলি রেখে দিন। ৪) এ বার কড়াইতে জল গরম করতে দিন। মাছ ভরা বাক্সটি ওই ফুটন্ত জলের মধ্যে বসিয়ে দিন। ৫) মিনিট ১৫ পরে নামিয়ে গরম ভাতের সঙ্গে পরিবেশন করুন কাসুন্দি ইলিশ।

খাবার খেতে গিয়ে আচমকা কামড় পড়ে জিভ কেটে ব্যথা! পাঁচ ঘরোয়া টোটকাতেই হবে সমাধান

খাবার খাওয়ার সময় অসাবধানতাবশত কিংবা তাড়াহুড়ো করে কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ দাঁতের চাপে জিভ কেটে যাওয়ার সমস্যায় পড়েননি, এমন মানুষ খুঁজে পাওয়া কঠিন। জিভ কাটার ঠিক পরের মুহূর্তের তীব্র যন্ত্রণা এবং জ্বালাভাব যেকোনো মানুষেরই মুখের স্বাদ মাটি করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট। এমনকী, এরপর জল খেতে বা খাবার গিলতেও রীতিমতো কালঘাম ছুটে যায়। মুখের ভেতরের এই অস্বস্তিকর ক্ষত নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসকের কাছে ছোটবার আগে রান্নাঘরের অত্যন্ত সাধারণ কয়েকটি উপাদানের সাহায্য নিতে পারেন। আচমকা জিভে কামড় লেগে কেটে গেলে এবং তীব্র ব্যথা শুরু হলে তৎক্ষণাৎ আরাম পেতে এই ৫টি ঘরোয়া টোটকা ম্যাজিকের মতো কাজ করবে। ১. বরফকুচির কেরামতি জিভে কামড় লাগার সঙ্গে সঙ্গে সবচেয়ে দ্রুত আরাম দেয় বরফ। আক্রান্ত স্থানে একটি বরফের টুকরো সরাসরি চেপে ধরুন কিংবা মুখের ভেতরে নিয়ে কিছুক্ষণ চুষতে থাকুন। ঠান্ডা বরফ ক্ষতস্থানটিকে সাময়িকভাবে অসাড় করে দেয়, যার ফলে ব্যথার তীব্রতা এক ধাক্কায় অনেকটাই কমে যায়। তাছাড়া রক্তপাত শুরু হলে তা বন্ধ করতেও বরফ দারুণ কাজ করে।
২. মধুর প্রাকৃতিক নিরাময় শক্তি মধু কেবল খেতেই সুস্বাদু নয়, এটি অত্যন্ত কার্যকরী একটি প্রাকৃতিক অ্যান্টিসেপটিক ও অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি উপাদান। জিভের কেটে যাওয়া জায়গায় আঙুল দিয়ে সামান্য মধু লাগিয়ে রাখুন। এটি মুখের ভেতরের অস্বস্তিকর জ্বালাভাব নিমেষেই কমিয়ে দেয় এবং যেকোনও ধরনের ব্যাকটেরিয়াল ইনফেকশন বা সংক্রমণ রুখতে সাহায্য করে। ৩. অব্যর্থ নুন-জল মুখের যেকোনও ছোটখাটো ক্ষত বা ঘা নিরাময়ে যুগ যুগ ধরে নুন-জলের ব্যবহার হয়ে আসছে। এক গ্লাস হালকা গরম জলে আধা চামচ নুন ভালো করে মিশিয়ে নিন। এই জল দিয়ে দিনে অন্তত ৩ থেকে ৪ বার কুলকুচি করুন। নুন-জল মুখের ভেতরের ব্যাকটেরিয়া দূর করে ক্ষতস্থানটি দ্রুত শুকোতে সাহায্য করে। ৪. হলুদের জাদুকরী প্রলেপ ভারতীয় রান্নার অপরিহার্য অঙ্গ হলুদ তার ভেষজ গুণের জন্য সুপরিচিত। হলুদে থাকা 'কারকিউমিন' নামক উপাদানটি ক্ষতের প্রদাহ ও ব্যথা দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। এক চিমটে খাঁটি হলুদ গুঁড়োর সঙ্গে সামান্য জল মিশিয়ে একটি ঘন পেস্ট বানিয়ে নিন। এই পেস্টটি জিভের কেটে যাওয়া অংশে লাগিয়ে মিনিট দুয়েক রেখে ধুয়ে ফেলুন। ৫. বেকিং সোডার ব্যবহার বেকিং সোডা মুখের ভেতরের অম্লতা বা অ্যাসিডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে দারুণ সাহায্য করে। এক চা চামচ বেকিং সোডায় সামান্য জল মিশিয়ে একটি পেস্ট তৈরি করুন। এই পেস্টটি আলতো করে ক্ষতের ওপর লাগিয়ে রাখুন। এটি ক্ষতস্থানের জ্বালাভাব দূর করে মুখের লালা গ্রন্থিকে সচল রাখতে সাহায্য করে, যার ফলে ব্যথা দ্রুত কমে যায়।

টক দই, আচার, পান্তা খেয়েই পেটের রোগ ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন

খেতে ভাল লাগে কিন্তু, অম্বলের ভয়ে দক্ষিণী খাবার খেতে পারেন না মোটে। সেই একই ভয় কাজ করে পান্তা খাবারের ক্ষেত্রেও। খেলেই গলা-বুক জ্বালা, মুখের ভিতর টক হয়ে দাঁত সুড়সুড় করে অনেকের। অথচ স্বাদ বাড়িয়ে তোলার জন্যে ইচ্ছে করেই কিছু খাবার মজাতে দেওয়া হয়। এই খাবার মজানো আসলে একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া। যা শুধু খাবারের স্বাদ বাড়িয়ে তোলে না। দীর্ঘ দিন ধরে খাবার সংরক্ষণ করতেও সাহায্য করে। পুষ্টিবিদেরা বলছেন, আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রদেশে এই জাতীয় খাবার খাওয়ার চল রয়েছে। যাতে খাবার তাড়াতাড়ি নষ্ট না হয় তাই প্রাচীনকালে তা মজিয়ে রাখার পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছিল। অনেকেই মনে করেন এই ধরনের খাবার খেলে পেটে অম্লত্বের পরিমাণ বেড়ে যায়। তা একেবারে ভিত্তিহীন নয়। তবে এই ধরনের খাবার যে কোনও উপকার করে না তা-ও নয়। শারীরবৃত্তীয় নানা কার্যকলাপের সঙ্গে অন্ত্রের যোগ রয়েছে। সামগ্রিক শরীর ভাল রাখতে অন্ত্রের থাকা ব্যাক্টেরিয়াগুলির পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে এই মজানো খাবারগুলি। মজানো খাবার খেলে কী কী উপকারে লাগে? ১) অন্ত্রের মধ্যে থাকা ভাল ব্যাক্টেরিয়ার পরিমাণ বাড়িয়ে তুলতে সাহায্য করে দই, ধোকলা, ইডলি, দোসাজাতীয় খাবার। ২) খাবারের মধ্যে থাকা বিভিন্ন যৌগ যেমন আয়রন, জিঙ্ক শোষণ করতে সাহায্য করে। ৩) মজানো খাবার রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। প্রাকৃতিক প্রদাহনাশক হিসাবেও কাজ করে এই খাবারগুলি।

সিকিমের সামারডুং টানেলে ধস, মৃত ৭; এখনও চলছে উদ্ধার অভিযান

গ্যাংটক, ২১ জুলাই (আইএএনএস): সিকিমের নামচি জেলার এনএইচপিসি-র তিস্তা স্টেজ-৬ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মীয়মাণ সামারডুং টানেলে ধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৭-এ পৌঁছেছে। মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে বলে প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে।সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃতদের দেহ সিংতাম জেলা হাসপাতাল, গ্যাংটকের এসটিএনএম হাসপাতাল এবং নামচি জেলা হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। একইসঙ্গে টানেলের ভিতরে এখনও আটকে পড়ে থাকা শ্রমিকদের উদ্ধারে জোরকদমে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান চালানো হচ্ছে।প্রশাসনের দাবি, সিকিম পুলিশ, দমকল ও জরুরি পরিষেবা, জেলা প্রশাসন-সহ একাধিক সংস্থা সমন্বয় রেখে অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিতে উদ্ধারকাজ চালিয়ে যাচ্ছে।

সোমবার নির্মীয়মাণ টানেলের ভিতরে ভূমিধসের জেরে সন্দেহভাজন গ্যাস লিকের ঘটনা ঘটে। ধসে টানেলের একাংশ বন্ধ হয়ে যাওয়ায় উদ্ধারকাজ আরও কঠিন হয়ে পড়ে।

এর আগে সোমবার বিশাল যৌথ উদ্ধার অভিযানে টানেলে আটকে পড়া ১৬ জন শ্রমিককে নিরাপদে বের করে আনা হয়। রংপোর কাছে মামরিং এলাকার টানেল থেকে তাঁদের উদ্ধার করে রংপো প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে (পিএইচসি) স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।তবে মঙ্গলবার প্রকাশিত সর্বশেষ সরকারি তথ্যে এই ঘটনায় ৭ জনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে। মৃতরা উদ্ধার হওয়া শ্রমিকদের মধ্যে ছিলেন নাকি উদ্ধারকারী দলের সদস্য, সে বিষয়ে এখনও স্পষ্ট করে কিছু জানায়নি প্রশাসন।উদ্ধার অভিযানের সময় বিষাক্ত গ্যাসের আশঙ্কা এবং টানেলের অস্থির পরিস্থিতির কারণে উদ্ধারকারীদেরও চরম ঝুঁকির মুখে পড়তে হয়েছে। সোমবার প্রতিবেশী পশ্চিমবঙ্গ থেকে আসা উদ্ধারকারী দলের কয়েকজন সদস্য টানেলের ভিতরে প্রবেশের সময় সন্দেহভাজন বিষাক্ত গ্যাসের সংস্পর্শে এসে অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁদের দ্রুত বাইরে এনে চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়।উল্লেখ্য, সামারডুং টানেলটি এনএইচপিসি-র তিস্তা স্টেজ-৬ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। উদ্ধার অভিযান শেষ হওয়ার পর এবং এলাকা সম্পূর্ণ নিরাপদ ঘোষণা করা হলে ঘটনার প্রকৃত কারণ জানতে বিস্তারিত তদন্ত শুরু হবে বলে প্রশাসন জানিয়েছে। ততদিন নির্মাণকাজ স্থগিত থাকার সম্ভাবনা রয়েছে।

দাতিয়া উপনির্বাচন: বুথভিত্তিক প্রচারে জোর বিজেপির

দাতিয়া, ২১ জুলাই (আইএএনএস): মধ্যপ্রদেশের দাতিয়া বিধানসভা উপনির্বাচনকে সামনে রেখে প্রচারে গতি বাড়াল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। মঙ্গলবার বুথভিত্তিক জনসংযোগ কর্মসূচি শুরু করার পাশাপাশি ১৫টি প্রচারযানের উদ্বোধন করে দলটি। ৩০ জুলাইয়ের ভোটকে সামনে রেখে সাংগঠনিক শক্তি আরও মজবুত করাই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য বলে জানিয়েছে বিজেপি।

দাতিয়ায় দলের নির্বাচনী কার্যালয় থেকে মধ্যপ্রদেশের বিজেপির দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা মহেন্দ্র সিং প্রচারযানগুলির সূচনা করেন। দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ছয়টি মণ্ডল, ২৯১টি ভোটকেন্দ্র এবং ৪৬টি শক্তি কেন্দ্র জুড়ে মানুষের উৎসাহই প্রমাণ করছে যে বিজেপি প্রার্থী আশুতোষ শুক্লা বড় ব্যবধানে জয়ী হবেন।দলীয় সূত্রের দাবি, এই প্রচারযানগুলি শহর ও গ্রামীণ এলাকায় ঘুরে বিজেপির প্রচার কর্মসূচি মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে এবং ভোটারদের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ বাড়াবে।এর পাশাপাশি বুথ ব্যবস্থাপনাকে আরও কার্যকর করতে প্রাক্তন মন্ত্রী, প্রাক্তন বিধায়ক এবং দলের প্রবীণ সাংগঠনিক নেতাদের বিভিন্ন 'শক্তি কেন্দ্র'-এর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি শক্তি কেন্দ্রে চার থেকে ছয়টি ভোটকেন্দ্র অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। প্রতিটি শক্তি কেন্দ্রের জন্য একজন ইনচার্জ ও একজন সংগঠক নিয়োগ করা হয়েছে, যাঁরা বুথকর্মীদের সমন্বয়, প্রচার কার্যক্রম এবং ভোটারদের সঙ্গে যোগাযোগের দায়িত্ব পালন করবেন।এই ব্যবস্থা দাতিয়া শহর, দাতিয়া গ্রামীণ, ভাণ্ডের, বাদৌনি, ইন্দরগড় এবং সেওন্ধাএই ছয়টি সাংগঠনিক মণ্ডল জুড়ে কার্যকর করা হয়েছে। বিজেপির দাবি, এর ফলে তৃণমূল স্তরে সমন্বয় আরও শক্তিশালী হবে এবং ভোটের দিন বুথ পরিচালনা আরও সুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হবে। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশন ৮৫ বছরের বেশি বয়সী ভোটার এবং বিশেষভাবে সক্ষম ভোটারদের জন্য বাড়িতে গিয়ে ভোটগ্রহণের প্রস্তুতিও সম্পন্ন করেছে। ২২ ও ২৩ জুলাই নির্বাচনকর্মীরা সংশ্লিষ্ট ভোটারদের বাড়িতে গিয়ে ভোট গ্রহণ করবেন। জেলা প্রশাসনের তথ্য অনুযায়ী, নির্ধারিত আবেদনপত্র জমা দেওয়ার পর মোট ৮৬ জন ভোটার এই সুবিধা নেওয়ার জন্য আবেদন করেছেন। এই প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য গোটা বিধানসভা কেন্দ্রকে সাতটি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

তাঁর উপর আমার সম্পূর্ণ আস্থা ছিল।' তিনি জানান, গত ১৮ জুলাই ত্রিপুরা পুলিশের পাসিং-আউট প্যারেডে ধ্যানকরের সঙ্গে তাঁর দীর্ঘক্ষণ কথা হয়েছিল। সেই সময় ধ্যানকরের স্ত্রীসহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরাও উপস্থিত ছিলেন। 'তখন কল্পনাও করতে পারিনি, এভাবে আমাদের ছেড়ে চলে যাবেন' ঘটনার দিনের বিবরণ দিয়ে তিনি জানান, সোমবার একটি বৈঠকে থাকাকালীন এক ঊর্ধতন পুলিশ আধিকারিক তাঁকে বিষয়টি জানান। এরপর তিনি মুখ্যসচিবসহ অন্যান্য আধিকারিকদের নিয়ে দ্রুত পুলিশ সদর দফতরে পৌঁছান। সেখানে দেখা যায়, নিজের দপ্তরের সংলগ্ন ওয়াশরুমে ডিজিপিকে ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। ফরেনসিক দল ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পর প্রয়োজনীয় আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে দেহ উদ্ধার করা হয়।মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'প্রাথমিক ময়নাতদন্তে ঝুলন্ত অবস্থায় মৃত্যুর বিষয়টি উঠে এসেছে। তবে বিস্তারিত রিপোর্ট এখনও আসেনি। তদন্ত আইন মেনেই এগোবে।' রাজ্য পুলিশের সর্বোচ্চ পদে থেকে অনুরাগ ধ্যানকরের আকস্মিক মৃত্যু ত্রিপুরা জুড়ে শোকের ছায়া ফেলেছে।রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় শেষ শ্রদ্ধা জানানোর পর মঙ্গলবার তাঁর মরদেহ বিশেষ বিমানে নয়াদিল্লিতে পাঠানো হয়। আগরতলায় তাঁর বড় ভাই বিবেক ধনখড় মরদেহ গ্রহণ করেন। কানাডায় থাকা তাঁর ছেলে মঙ্গলবার সন্ধ্যার মধ্যে দিল্লিতে পৌঁছানোর কথা রয়েছে। পরে উত্তরপ্রদেশে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে।

যুবক অপহরণ

● প্রথম পাতার পর হয় বলে অভিযোগ। মারধরের পর গুরুতর আহত অবস্থায় টিটু দাসকে তার বাড়ির সামনে একটি কালভার্টের পাশে ফেলে রেখে চলে যায় অভিযুক্তরা। কিছুক্ষণ পর পরিবারের সদস্য ও স্থানীয় প্রতিবেশীরা তাকে দেখতে পেয়ে উদ্ধার করেন এবং চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে নিয়ে যান।জানা গেছে, হাসপাতালে চার দিন চিকিৎসাধীন থাকার পর টিটু দাস বাড়িতে ফিরে আসেন। এরপর ঘটনার বিষয়ে পরিবারের পক্ষ থেকে ধর্মনগর থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়।অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করে ধর্মনগর থানার পুলিশ। পুলিশ অভিযুক্ত বাবুল ভাজপাড়, রঞ্জিত ভাজপাড় এবং প্রণয় দাসকে গ্রেফতার করেছে। বর্তমানে তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের প্রক্রিয়া চলছে।ধর্মনগরে এক যুবককে অপহরণ করে মারধরের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

জরাজীর্ণ অবস্থা

● প্রথম পাতার পর

বিধানসভার জনজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলি অবহেলার শিকার। বিদ্যালয়ের বেহাল অবস্থা নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। তাদের দাবি, কোমলমতি শিক্ষার্থীদের স্বার্থে অবিলম্বে বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং প্রয়োজনীয় সংস্কারের উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক।

শেষ শ্রদ্ধা

● প্রথম পাতার পর

প্রতিনিধি দল ধনকরের স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে মরদেহ পরিবহন এবং পরিবারের প্রয়োজনীয় সহযোগিতার দায়িত্ব পালন করছে।

ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি জি এস রাও বলেন, আগামীকাল সকাল ৯ টায় উত্তর প্রদেশের বাগপতে রাজ্য পুলিশের মহা নির্দেশক অনুরাগ ধ্যানকরের শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে। রাজ্য থেকে প্রতিনিধি হিসেবে ট্রাফিক এস পি, আই জি আইন শৃঙ্খলা এবং টিএসআর দ্বিতীয় ব্যাটলিয়নের কমান্ডেন্ট যাচ্ছেন।

প্রসঙ্গত, ১৯৯৪ ব্যাচের আইপিএস কর্মকর্তা অনুরাগ ধনকর দীর্ঘ তিন দশকেরও বেশি সময় ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনে দায়িত্ব পালন করেছেন। ত্রিপুরা ক্যাডারের এই আধিকারিক ২০২৫ সালের মে মাসে রাজ্যের ডিজিপি হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের নির্ধারিত সময়সীমা পেরিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশিকা অনুযায়ী তাঁকে আরও ১১ মাসের জন্য দায়িত্বে বহাল রাখা হয়েছিল। ত্রিপুরা পুলিশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি তিনি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (সিবিআই), কেন্দ্রীয় শিল্প নিরাপত্তা বাহিনী (সিআইএসএফ)-এ দায়িত্ব পালন করেছেন। এছাড়া জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশনের অংশ হিসেবে কসোভোতেও কর্মরত ছিলেন। ১৯৮৪ সালের শিখবিরোধী দাঙ্গার তদন্তে গঠিত বিশেষ তদন্তকারী দলের (এসআইটি) নেতৃত্ব দেওয়ার পাশাপাশি বহুচর্চিত পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক জালিয়াতি মামলার তদন্ত তদারকির দায়িত্বও পালন করেছিলেন তিনি।

অঙ্গনওয়াড়ি

● প্রথম পাতার পর

টিফিন বাবদ বিল এবং প্রায় দুই বছর ধরে মোবাইল রিচার্জের অর্থ প্রদান করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্র পরিচালনা করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়েছে।তিনি জানান, তাঁদের দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী গ্র্যাচুইটি প্রদান, কর্মী ও সহায়িকাদের নিয়মিতকরণ, সমকাজে সমবেতন, বাজারদরের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ফিডিং বিল বৃদ্ধি, এসএনপি বিল অগ্রিম প্রদান, ২০২৩ থেকে ২০২৬ অর্থবর্ষ পর্যন্ত ২৮ মাসের কনটিনজেন্সি বিল মিটিয়ে দেওয়া, মোবাইল রিচার্জ বাবদ মাসিক ৩০০ টাকা প্রদান অথবা অফিসের পক্ষ থেকে রিচার্জের ব্যবস্থা, ইনসেন্টিভ প্রদানে সমতা এবং সময়মতো উন্নতমানের রেশন সরবরাহ নিশ্চিত করা।এছাড়া, পোষণ ট্র্যাকার -এ কাজের সময় কোনো ভুলত্রুটি হলে তা আলোচনার মাধ্যমে সমাধানের দাবি জানিয়ে কর্মীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা না নেওয়ারও আবেদন জানান তাঁরা।অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের হুঁশিয়ারি, ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে বকেয়া অর্থ ও অন্যান্য দাবি পূরণ না হলে ১ আগস্ট থেকে গৌরনগর ব্লকের সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রে টিফিন পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ রাখা হবে। সেক্ষেত্রে শিশুদের ডিম, ছানা, সুজি, ছোলা, চিড়া, মুড়ি-সহ অন্যান্য পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হবে না। শুধুমাত্র চাল ও ডাল বিতরণ করা হবে। পাশাপাশি মোবাইলের মাধ্যমে অনলাইন রিপোর্টিং এবং পোষণ ট্র্যাকার সংক্রান্ত কাজও বন্ধ রাখা হবে বলে জানান তাঁরা।অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকাদের দাবি, প্রশাসন দ্রুত বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুক, যাতে শিশুদের পুষ্টি পরিষেবা ব্যাহত না হয় এবং কর্মীদের ন্যায্য পাওনাও দ্রুত মিটিয়ে দেওয়া হয়।

রাও

● প্রথম পাতার পর

ঊর্ধতন প্রশাসনিক ও পুলিশ আধিকারিকরা।ভারপ্রাপ্ত পুলিশ মহাপরিচালক জি. এস. রাও জানান, ঘটনার প্রতিটি দিক খতিয়ে দেখতে একাধিক ঊর্ধতন পুলিশ আধিকারিককে নিয়ে একটি বিশেষ তদন্ত কমিটি গঠন করা হচ্ছে। খুব শীঘ্রই কমিটি তদন্তের কাজ শুরু করবে এবং সম্পূর্ণ আইনি প্রক্রিয়া মেনেই তদন্ত পরিচালিত হবে, বলেন জি. এস. রাও। তিনি আরও জানান, তদন্তের অগ্রগতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হবে। ভারপ্রাপ্ত ডিজিপি আরও জানান, অনুরাগ ধনকরের মরদেহ উত্তরপ্রদেশে নিয়ে যাওয়ার জন্য ত্রিপুরা পুলিশের তিন সদস্যের একটি দল তাঁর পরিবারের সঙ্গে গিয়েছে। এই দলে রয়েছেন পুলিশের আইন-শৃঙ্খলা শাখার আইজি এম. ইপ্পার, ট্রাফিকের পুলিশ সুপার কান্তা জাঙ্গির এবং ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস (টিএসআর)-এর দ্বিতীয় ব্যাটালিয়নের কমান্ড্যান্ট।

PNIeT No: 41/EE/CCD/PWD/2026-27, Dated, 17/07/2026

The Executive Engineer, Capital Complex Division, PWD(Buildings), Agartala, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid tendering system from the Central & State Public Sector undertaking/Enterprise and eligible Contractors/Firms/Private Ltd. Firm/Agencies of Appropriate Class & Category registered with any wing of State(s) PWD /CPWD /MES /Railway for the following work through e-procurement portal: Maintenance and renovation of different government establishment building including government quarter under Capital Complex Sub Division No II under Capital Complex Division/SH: Wall panelling, Making and installation of furniture using 19 mm thick solid Ply wood & mika, ACP sheet cladding etc. during the year 2026-27. The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in Any subsequent corrigendum will be available in the website only. The press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in.
DNIET No: 33/DNIT/EE/CCD/PWD/2026-27
Estimated Cost: 79,68,539.00, Earnest Money: 19,371.00 and
Time for completion: 180 (One Hundred Eighty) days
Last date & time for online Bidding: 24/07/2026 upto 3:00 PM

Executive Engineer
Capital Complex Division, PWD(Buildings)
Agartala, West Tripura.
ICA/C-1295/26

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO:- 10/EE/AGRI/N/2026-27

On behalf of the Governor of Tripura the Executive Engineer (Agri), Dharmanagar, North Tripura invites percentage rate e-tender on single bid system from the eligible bidders for the following works :-

Sl No.	Name of work	e-DNIT No.	Estimated Cost	Earnest Money (In Rs)
1	2	3	4	5
1	Establishment of Krishak Bandhu Kendra at Jubarajnagar, North . Tripura District S/H :- Providing 21/EE/ AGRI/ NORTH /2026- Internal Electrification	21/EE/AGRI/ NORTH/ 2026-27	3,75,103.00	7,502.00

Last date and time for documents downloading and bidding up to 15:00 Hrs on 28/07/2026 and time and date of opening of bid at 15:30 Hrs on 28/07/2026 (if possible). Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
Notes: For more details, please kindly visit: tripuratenders.gov.in

For & on behalf of the Governor of Tripura
[Er. Sudhir Chandra Das]
Executive Engineer (North)
Department of Agriculture & F.W
Dharmanagar, North Tripura.
ICA/C-1300/26

প্রশ্নফাঁস ইস্যুতে

● প্রথম পাতার পর

বিক্ষোভস্থলে গিয়ে সরকার পক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে রাহুল গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন। সরকারের উদ্দেশ্য ছিল কংগ্রেসের অভিযোগ শুনে উচ্চ নিরাপত্তা বলয়ের মধ্যে চলা বিক্ষোভের অবসান ঘটানো।

উল্লেখ্য, নিট প্রশ্নপত্র ফাঁসের অভিযোগে প্রধানমন্ত্রী আবাসনের সামনে কংগ্রেসের বিক্ষোভে নেতৃত্ব দেন রাহুল গান্ধী ও প্রিয়াঙ্কা গান্ধী। তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন একাধিক কংগ্রেস সাংসদ এবং কর্নাটকের মুখ্যমন্ত্রী ডি. কে. শিবকুমার।

সংবাদমাধ্যমকে জিতেন্দ্র সিং জানান, আলোচনার সময় রাহুল গান্ধী প্রথমে বলেন, নিট এবং সংশ্লিষ্ট আন্দোলন নিয়ে সংসদে বিস্তারিত আলোচনা নিশ্চিত করা হলে তিনি অবিলম্বে বিক্ষোভ তুলে নেবেন। সরকারের সঙ্গে পরামর্শের পর তাঁকে জানানো হয় যে সরকার এই দাবি মেনে নিতে প্রস্তুত এবং সংসদে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করতে রাজি। মন্ত্রী দাবি করেন, এরপরই রাহুল গান্ধী নতুন করে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিও তোলেন। জিতেন্দ্র সিংয়ের কথায়, রাহুল গান্ধী বলেন, এখন আমার দুটি দাবি, সংসদে আলোচনা এবং কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর পদত্যাগ।

জিতেন্দ্র সিংয়ের অভিযোগ, এই অবস্থান পরিবর্তনের কারণ জানতে চাইলে রাহুল গান্ধী জানান যে তাঁর দাবি বদলে গেছে এবং সেটি তাঁর নিজস্ব অধিকার।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর দাবি, তিনি এবং স্বরাষ্ট্রসচিব গোবিন্দ মোহন বিক্ষোভের স্থানটি নিরাপত্তার দিক থেকে উপযুক্ত নয় বলে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু রাহুল গান্ধী নাকি জবাবে বলেন, কোথায় বসে আন্দোলন করবেন, তা সম্পূর্ণ তাঁর নিজের সিদ্ধান্ত।

জিতেন্দ্র সিং আরও বলেন, বিরোধী দলনেতার মতো একজন অভিজ্ঞ নেতার নিজের দেওয়া আশ্বাস থেকে এত দ্রুত সরে আসা দুর্ভাগ্যজনক। তাঁর অভিযোগ, রাহুল গান্ধীর মনোভাব ছিল আলোচনার বদলে সংঘাতের পথে এগোনোর এবং সরকার একের পর এক দাবি মেনে নেওয়ার পরও তিনি বারবার নতুন শর্ত সামনে আনছিলেন।

মন্ত্রীর গাড়ি

● প্রথম পাতার পর

থাকা দেহরক্ষী, চালক এবং স্থানীয়দের সহযোগিতায় গাড়িটি কাদা থেকে উদ্ধার করা হয়।

এই ঘটনার জেরে রাস্তার দুই পাশে দীর্ঘ যানজটের সৃষ্টি হয়। ট্রাক, বাস, ছোট গাড়ি, অ্যাম্বুলেন্স, স্কুলগাড়ি ও মোটরসাইকেল-সহ শতাধিক যানবাহন ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকে। অফিসগামী কর্মী, শিক্ষার্থী, রোগী এবং জরুরি কাজে বের হওয়া সাধারণ মানুষ চরম দুর্ভোগের শিকার হন। অনেককেই কাদার মধ্যে হেঁটে গন্তব্যে পৌঁছানোর চেষ্টা করতে দেখা যায়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ২০৮ নম্বর জাতীয় সড়কের এই অংশ বহুদিন ধরেই বেহাল অবস্থায় রয়েছে। বিশেষ করে বর্ষাকাল এলেই সুবলসিং পাহাড় এলাকায় কাদা, জলাবদ্ধতা এবং বড় বড় গর্তের কারণে যান চলাচল কার্যত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রতিদিনই দুর্ঘটনার আশঙ্কা নিয়ে এই রাস্তা ব্যবহার করতে হয় হাজার হাজার মানুষকে। একাধিকবার প্রশাসন, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও স্থায়ী সংস্কারের উদ্যোগ এখনও কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়নি বলে অভিযোগ।

স্থানীয়দের দাবি, খোয়াই, তেলিয়ামুড়া ও আশপাশের বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষের কাছে এই সড়কটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ মাধ্যম। অথচ বছরের পর বছর ধরে রাস্তার অবস্থা এতটাই খারাপ যে বর্ষার সময় প্রায়ই যান চলাচল ব্যাহত হয় এবং নিত্যযাত্রীদের সীমাহীন ভোগান্তি পোহাতে হয়।এদিন মন্ত্রী টিঙ্কু রায়ের গাড়ি কাদায় আটকে পড়ার ঘটনা নতুন করে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। সাধারণ মানুষের বক্তব্য, যখন একজন মন্ত্রীর গাড়িও এই রাস্তা দিয়ে নির্বিঘ্নে চলাচল করতে পারে না, তখন প্রতিদিন এই পথ ব্যবহার করা সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কতটা ভয়াবহ, তা সহজেই অনুমেয়।

ঘটনার পর ফের জোরালো হয়েছে জাতীয় সড়কের দ্রুত সংস্কার এবং নিরাপদ যাতায়াত নিশ্চিত করার দাবি। স্থানীয়দের মতে, অস্থায়ী মেরামত নয়, বরং স্থায়ী ও টেকসই সংস্কারই এই দীর্ঘদিনের সমস্যার একমাত্র সমাধান। এখন দেখার বিষয়, এই ঘটনার পর সংশ্লিষ্ট দপ্তর কত দ্রুত কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

PROCLAMATION REQUIRING THE APPEARANCE OF A PERSON ACCUSED

WHEREAS a complaint has been made and also it has been made to appear before this Court that Iman Hossain (28) S/O- Idrish Mia, of UNC Nagar, Fakiradola, P.S- Sonamura, Sepahijala has committed the offence of illegal trade and transportation of contraband items i.e. Eskuf and Yaba Tablets, punishable **U/S 21(c)/22(e)/25/29 of NDPS Act** and it has been returned to a warrant of arrest thereupon issued that the said **Iman Hossain** cannot be found, and whereas it has been shown to my satisfaction that the said **Iman Hossain** has absconded (or is concealing himself to avoid the service of the said warranty); or so that the warrant of arrest issued against him cannot be executed;
And whereas this Court is satisfied that the said accused is deliberately evading arrest and is not available at his known place of residence;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred under **Section 84 of The BNSS 2023,** this Court hereby **proclaims and requires the said accused Iman Hossain to appear before this Court** at:
Place: Coust of the Special Judge(NDPS), Sonamura, Sepahijala,
Date: 27-07-2026
Time: 10. AM.
(The said date being **not less than thirty (30) days from the date of publication of this proclamation.)**
Take notice that if the said accused fails to appear within the stipulated period, further proceedings shall be initiated against him in accordance with law, including action under **Section 85 of The BNSS 2023 (attachment of property)** and other applicable provisions.
This proclamation shall be duly published as required by law, namely:
1. By publicly reading it in a conspicuous place of the town or village in which the accused ordinarily resides;
2. By affixing a copy of it to a conspicuous part of the house or homestead in which the accused ordinarily resides or to some conspicuous place of such town or village:
3. By affixing a copy thereof to a conspicuous part of the Court-house; and
4. If so directed by the Court, by publication in a local newspaper.
Given under my hand and the seal of this Court on this **20th** day of **June**, 2026.
By Order of the Court
Signature:
Name & Designation:

Seal of the Court
NDPS Act, 1985
Sepahijala District, Sonamura
Tripura
ICA/D-619/26

Press Notice Inviting Tender No. 02/EE/DWS/SD/AGT/2026-27

The Executive Engineer, DWS Store Division Nandannagar invites sealed tenders in PWD form 8(Eight) for the following work:

SL NO	NAME OF THE WORK	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	TIME FOR COMPLETION	PWD FORM NO	Cost of Tender form	Date & venue of application	Last date of tender form collection.	Last date of dropping of tender & venue.	Tender Opening
1.	Hiring of 01(One) No Vehicle (Maruti Eco) alongwith driver for office of the Assistant Engineer DWS Store Sub-Division, Nandannagar during the year 2026-27 2nd call (DNIT No.02/EE/DWS/SD/AGT/2026-27)	Rs. 3,03,600/-	Rs.6072/-	01(One) Year	8(eight)	Rs.1000/-	20-07-2026 to 01-08-2026 up to 4.00 P.M. at O/O the EE, DWS Store Division, Agartala O/O the EE, DWS Division, Bishalgarh	05-08-2026 up to 4 p.m	10-08-2026 up to 3.00 P.M. at O/O the EE, DWS Store Division, Agartala O/O the EE, DWS Division, Bishalgarh	10/08/2026 at3.30 PM if possible

The tender forms and other details information can be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Store Division, Nandannagar and office of the Executive Engineer, DWS Division, Biahalgarh.

For & on behalf of the Governor of Tripura
(Er. B. Hrangkhawl)
Executive Engineer,
D.W.S Store Division, Nandannagar
ICA/C-1304/26

অবরোধের ঘোষণা

● প্রথম পাতার পর

জনস্বার্থের ইস্যুতে সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে আগামী ২৩ জুলাই দুপুর ১২টা থেকে ২টা পর্যন্ত রাজ্যের চারটি স্থানে বিকল্প জাতীয় সড়কে প্রতীকী অবরোধ কর্মসূচি পালন করবে কংগ্রেস। সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কমাতে এই কর্মসূচি মাত্র দুই ঘণ্টার জন্য রাখা হয়েছে বলেও জানান তিনি।

এছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন সড়ক নির্মাণে অনিয়মের অভিযোগ তুলে সুদীপ রায় বর্মন বলেন, ঠিকাদারি ব্যবস্থায় দুর্নীতির কারণে রাস্তার গুণগত মান নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। তিনি এই বিষয়েও স্বচ্ছ তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান।

সিকিম টানেল দুর্ঘটনায় সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর

কলকাতা, ২১ জুলাই (আইএএনএস): সিকিমের নামচি জেলায় এনএইচপিসি-র তিস্তা স্টেজ-৬ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের নির্মীয়মাণ টানেল ধসের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে সিকিম সরকারকে সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার এক্স (প্রাক্তন টুইটার)-এ করা এক পোস্টে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সিকিমের নামচি জেলার ঝোলুঙ্গে এলাকার সামারডুংয়ে নির্মীয়মাণ এনএইচপিসি তিস্তা স্টেজ-৬ জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের টানেল ধসের ঘটনায় তিনি গভীরভাবে মর্মাহত ও উদ্বিগ্ন।উল্লেখ্য, সোমবার এই দুর্ঘটনায় অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়েছে এবং এখনও বেশ কয়েকজন শ্রমিক টানেলের ভিতরে আটকে রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।মুখ্যমন্ত্রী জানান, ঘটনার পর তিনি সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাংয়ের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে পরিস্থিতির খোঁজ নিয়েছেন। তিনি বলেন, ক্ষতিগ্রস্ত শ্রমিকদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের জলপাইগুড়ি জেলার বাসিন্দারাও থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।শুভেন্দু অধিকারী জানান, রাজ্যের মন্ত্রী বিশাল লামা এবং দার্জিলিংয়ের জেলাশাসক ঘটনাস্থলে রওনা হয়েছেন, যাতে দ্রুত সহায়তা এবং সমন্বয়ের কাজ নিশ্চিত করা যায়।এছাড়া, পশ্চিমবঙ্গের স্বরাষ্ট্রসচিব সিকিম প্রশাসনের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রেখে উদ্ধার অভিযানের অগ্রগতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করছেন বলেও জানান তিনি। সিকিমের মুখ্যমন্ত্রীকে এই কঠিন সময়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে সম্ভাব্য সব ধরনের সহযোগিতা ও সহায়তার আশ্বাস দিয়েছেন বলেও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী।মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানিয়ে শুভেন্দু অধিকারী আহতদের দ্রুত আরোগ্য এবং টানেলের ভিতরে আটকে থাকা সকলের নিরাপদ উদ্ধারের জন্য প্রার্থনা করেন।প্রাথমিক রিপোর্ট অনুযায়ী, নামচি জেলার ঝোলুঙ্গে এলাকার সামারডুং টানেলে মিথেন গ্যাসের বিস্ফোরণের জেরেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে মনে করা হচ্ছে। এখনও আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারে তল্লাশি ও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

দক্ষিণ ভারতে অনলাইন চরমপন্থা ছড়াতে আল-কায়েদা ও ইসলামিক স্টেটের সমন্বিত তৎপরতা, নজরদারি বাড়িয়েছে নিরাপত্তা সংস্থাগুলি

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই (আইএএনএস): দক্ষিণ ভারতে অনলাইন মাধ্যমে যুবকদের চরমপন্থার পথে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে নতুন প্রবণতার ইঙ্গিত মিলেছে। তদন্তকারী সংস্থাগুলির সাম্প্রতিক অনুসন্ধানে উঠে এসেছে, দীর্ঘদিনের প্রতিদ্বন্দ্বী সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আল-কায়েদা এবং ইসলামিক স্টেট (আইএস) এখন দক্ষিণ ভারতে অনলাইন উগ্রপন্থী প্রচারে সমান্তরালভাবে সক্রিয় রয়েছে। যদিও দুই সংগঠনের মধ্যে মতাদর্শগত ও সাংগঠনিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল, তবুও একটি ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার অভিন্ন লক্ষ্যকে সামনে রেখে তারা কার্যত সমন্বিতভাবে কাজ করছে বলে গোয়েন্দাদের দাবি।

জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)-সহ বিভিন্ন নিরাপত্তা সংস্থার তদন্তে জানা গিয়েছে, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, তামিলনাড়ু, কেরল এবং অন্ধ্রপ্রদেশকে কেন্দ্র করে এই অনলাইন চরমপন্থী নেটওয়ার্ক সক্রিয় হয়েছে। পাশাপাশি মহারাষ্ট্রের কিছু এলাকাতেও তাদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা চলছে।

এক গোয়েন্দা আধিকারিকের দাবি, দুই সংগঠনই বুঝতে পেরেছে যে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করে কোনও লাভ নেই। বরং অভিন্ন উদ্দেশ্য পূরণে একযোগে মতাদর্শ প্রচার করলে আরও বেশি সংখ্যক যুবকের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে।

সাম্প্রতিক তদন্তে ধৃতদের কাছ থেকে আল-কায়েদা এবং ইসলামিক স্টেটউভয় সংগঠনের প্রচারসামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। সম্প্রতি অন্ধ্রপ্রদেশ পুলিশ রেহমতুল্লা শরিফ নামে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। তদন্তে তাঁর কাছ থেকে দুই সংগঠনের মতাদর্শ-সংক্রান্ত একাধিক আপত্তিকর নথি ও ডিজিটাল উপাদান উদ্ধার হয়েছে বলে জানা গেছে।

নিরাপত্তা সংস্থার এক আধিকারিকের বক্তব্য, দুই সংগঠনের মতাদর্শে তেমন পার্থক্য নেই, কেবল সংগঠনের নাম আলাদা। তাই উভয় পক্ষের হ্যান্ডলাররা একসঙ্গে মতাদর্শ প্রচারের কৌশল নিয়েছে, যাতে প্রভাবের পরিধি বাড়ে এবং আরও বেশি যুবককে প্রভাবিত করা যায়।

জনপ্রিয় সংগঠন পপুলার ফ্রন্ট অব ইন্ডিয়া (পিএফআই)-এর ওপর নিষেধাজ্ঞার পর দক্ষিণ ভারতে যে সাংগঠনিক শূন্যতা তৈরি হয়, সেটিকে কাজে লাগানোর চেষ্টা শুরু করে আল-কায়েদা ও ইসলামিক স্টেট। তদন্তকারী সংস্থার দাবি, প্রথমদিকে দুই সংগঠনের মধ্যে প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতা থাকলেও এখন তারা সমন্বিতভাবে কাজ করার পথে এগিয়েছে।

গোয়েন্দা সূত্রের দাবি, আল-কায়েদা তেলেঙ্গানা ও অন্ধ্রপ্রদেশে তুলনামূলকভাবে শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তুলেছে, অন্যদিকে ইসলামিক স্টেট দক্ষিণ ভারতের বাকি অংশে বেশি সক্রিয়।

এদিকে, পাকিস্তানভিত্তিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠন আল-বাদরও দক্ষিণ ভারতে পুনরায় সক্রিয় হওয়ার চেষ্টা করছে বলে গোয়েন্দা সংস্থাগুলির নজরে এসেছে। আল-বাদরের শীর্ষ নেতৃত্ব পাকিস্তানে অবস্থান করছে এবং সাম্প্রতিক সময়ে জইশ-ই-মহম্মদ-সহ অন্যান্য জঙ্গি সংগঠনের সঙ্গে তাদের যোগাযোগ বাড়ানোর ইঙ্গিত মিলেছে। গোয়েন্দা সংস্থাগুলির হাতে আসা তথ্য অনুযায়ী, দক্ষিণ ভারতকে কেন্দ্র করেই নতুন করে সংগঠন বিস্তারের পরিকল্পনা করছে তারা।

নিরাপত্তা সংস্থাগুলির মতে, ২০১৫ সাল থেকেই আল-কায়েদা ও ইসলামিক স্টেট দক্ষিণ ভারতে নিজেদের ভিত্তি শক্ত করার চেষ্টা করছে। প্রথমে আলাদা আলাদাভাবে কাজ করলেও বর্তমানে তারা সমন্বিত কৌশল গ্রহণ করেছে। একই মডিউলের মাধ্যমে দুই সংগঠনের মতাদর্শ প্রচার করলে একদিকে যেমন আরও বেশি যুবকের কাছে পৌঁছানো সম্ভব হবে, অন্যদিকে নিরাপত্তা সংস্থাগুলির তদন্তকেও বিভ্রান্ত করার সুযোগ তৈরি হবে বলে মনে করছে তারা।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ছাত্র আন্দোলন সংবেদনশীলতার সঙ্গে মোকাবিলা করা উচিত, মত ওয়াইএসআর কংগ্রেসের

অমরাবতী, ২১ জুলাই (আইএএনএস): রাজধানী দিল্লিতে নিট প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে আন্দোলনরত ছাত্রছাত্রীদের ওপর পুলিশি লাঠিচার্জের ঘটনার একদিন পর মঙ্গলবার ওয়াইএসআর কংগ্রেস পার্টি (ওয়াইএসআরসিপি) জানিয়েছে, ছাত্র ও যুবকদের আন্দোলন দায়িত্বশীলতা এবং সংবেদনশীলতার সঙ্গে মোকাবিলা করা উচিত। একইসঙ্গে দলটি এনডিএ সরকারের কাছে ছাত্রদের প্রকৃত উদ্বেগের কথা শোনার এবং তার অর্থবহ সমাধান খুঁজে বের করার আহ্বান জানিয়েছে।

দলের সরকারি এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে ওয়াইএসআরসিপি জানায়, “গণতন্ত্র শুধু বজায় থাকলেই হবে না, তা বাস্তবেও প্রতিফলিত হতে হবে। দিল্লিতে ছাত্র ও যুবকদের আন্দোলন অত্যন্ত দায়িত্বশীলতা এবং সংবেদনশীলতার সঙ্গে সামলানো উচিত। সরকারের উচিত তাঁদের প্রকৃত উদ্বেগের কথা শোনা এবং কার্যকর সমাধানের পথে এগোনো।”

দলটি আরও বলেছে, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ গণতান্ত্রিক অধিকারের একটি মৌলিক অংশ। তবে একইসঙ্গে সকলের সংযম বজায় রাখা এবং আন্দোলনকে শান্তিপূর্ণ রাখাও জরুরি।

ওয়াইএসআরসিপির দাবি, নিট প্রশ্নফাঁসের ঘটনা ছাত্রছাত্রী এবং অভিভাবকদের পরীক্ষাব্যবস্থার ওপর আস্থা নষ্ট করেছে। তাই পরীক্ষা পরিচালনায় স্বচ্ছতা, নিরাপত্তা এবং জবাবদিহি নিশ্চিত করতে ব্যাপক সংস্কার প্রয়োজন।

দলটি অন্ধ্রপ্রদেশের ডিএসসি (ডিস্ট্রিক্ট সিলেকশন কমিটি) পরীক্ষায় প্রশ্নফাঁস, অনিয়ম এবং দুর্নীতির অভিযোগও তুলে ধরে। তাদের দাবি, এই বিষয়টিকে রাজনৈতিক বিতর্ক হিসেবে না দেখে একটি স্বাধীন সংস্থার মাধ্যমে নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত।

ওয়াইএসআরসিপি জানিয়েছে, “নিট হোক বা ডিএসসিছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের প্রশ্নে কোনওরকম আপস করা চলবে না। প্রকৃত সত্য সামনে আনা, ব্যবস্থাগত ত্রুটি দূর করা এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রতিটি গণতান্ত্রিক সরকারের দায়িত্ব।”

উল্লেখ্য, গত মাসে ওয়াইএসআরসিপি সভাপতি ও অন্ধ্রপ্রদেশের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওয়াই. এস. জগন মোহন রেড্ডি মুখ্যমন্ত্রী এন. চন্দ্রবাবু নাইডুকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন, ডিএসসি পরীক্ষার অনিয়ম নিয়ে বর্তমান প্রজন্ম সবকিছু নজরে রাখছে।

সেই সময় তিনি মন্তব্য করেছিলেন, “এটি জেন-জি-র যুগ, জেন-আলফাও আসছে। ভুল স্বীকার না করে যদি সমস্যার সৃষ্টি করেন, তাহলে ‘ককরোচ’ উঠে দাঁড়াবে।”

নিট প্রশ্নফাঁসের পর জনতা ককরোচ পার্টির আন্দোলন প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, “অন্ধ্রপ্রদেশেও আমরাই সেই ‘ককরোচ’। যুবসমাজের ওপর আঘাত এলে তারা এইভাবেই প্রতিবাদে নামবে।”

“দলত্যাগীদের আর ফিরিয়ে নেবেন না”, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন অভিষেকের

কলকাতা, ২১ জুলাই (আইএএনএস): সাম্প্রতিক পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবির পর দল ছেড়ে যাওয়া বা বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দেওয়া নেতাদের আর কখনও দলে ফিরিয়ে না নেওয়ার জন্য দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন জানালেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক তথা সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মঙ্গলবার কলকাতার বিরলা প্ল্যানেটোরিয়ামের কাছে দলের ২১ জুলাই শহিদ দিবসের সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে অভিষেক বলেন, “যাঁরা মনে করেন আমার রাজনৈতিক গুরুত্ব শেষ হয়ে গেছে, তাঁরা মনে রাখবেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই আমার শক্তির উৎস। যারা দল ছেড়ে চলে গিয়েছে, তারা মনে রাখুক, জীবনে যে রাজনৈতিক পরিচিতি পেয়েছে, তা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্যই। নিজের মাকে যারা ছেড়ে যায়, তাদের ঈশ্বরও ক্ষমা করেন না। তাই আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করব, ভবিষ্যতে এই দলত্যাগীদের আর দলে ফিরিয়ে নেবেন না।”

অভিষেকের এই মন্তব্য এমন সময়ে এল, যখন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন তৃণমূল কংগ্রেস এবং বহিষ্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন ‘বিদ্রোহী সংখ্যাগরিষ্ঠ’ গোষ্ঠীর মধ্যে রাজনৈতিক সংঘাত তীব্র হয়েছে।

অন্যদিকে, জওহরলাল নেহরু রোডে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর আয়োজিত সমান্তরাল ২১ জুলাই সমাবেশ থেকে সম্প্রতি বিদ্রোহী শিবিরে যোগ দেওয়া তৃণমূল বিধায়ক মদন মিত্র অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেন।

মদন মিত্রের অভিযোগ, “তৃণমূলের সাধারণ কর্মীদের অনুদানের টাকা দিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের ব্যক্তিগত সফরের জন্য চার্টার্ড বিমান কিনেছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি প্রথমে অভিষেককে দল থেকে বহিষ্কার করেন, তারপর আমাদের সঙ্গে কথা বলেন, তাহলে আমরা তাঁকে আবার আমাদের সর্বোচ্চ নেত্রী হিসেবে মেনে নেব।”

সমাবেশে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আরও দাবি করেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন প্রকৃত তৃণমূল কংগ্রেস কোনও তদন্তকারী সংস্থার চাপের কাছে মাথা নত করবে না। তাঁর বক্তব্য, একদিকে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা ইডি, সিবিআই ও আয়কর দফতর এবং অন্যদিকে রাজ্যের সিআইডি ও এসটিএফকে ব্যবহার করলেও তৃণমূলকে ভয় দেখানো যাবে না।

তিনি বলেন, “আমার গলা কেটে দিলেও আমার শরীর থেকে শুধু ‘জয় বাংলা’ এবং ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জিন্দাবাদ’ স্লোগানই বের হবে। এটাই আমাদের বিশ্বাস।”

জুনিয়র বিশ্ব স্কোয়াশ: পরের রাউন্ডে ভারতের সাত খেলোয়াড়, দাপট দেখালেন আনাহত সিং

নায়াগ্রা-অন-দ্য-লেক (কানাডা), ২১ জুলাই (আইএএনএস): বিশ্ব জুনিয়র স্কোয়াশ চ্যাম্পিয়নশিপে দুর্দান্ত সূচনা করল ভারত। নারী বিভাগের শীর্ষ বাছাই আনাহত সিং-সহ মোট সাতজন ভারতীয় খেলোয়াড় পরবর্তী রাউন্ডে জায়গা করে নিয়েছেন।

ভারতের প্রথম জুনিয়র বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে নামা আনাহত সিং প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়ার লিলি উইলসনকে ১১-২, ১১-১, ১১-৩ গেমে সহজেই হারিয়ে পরের রাউন্ডে পৌঁছে যান।

অন্যদিকে, সানভি কালাঙ্কি নেদারল্যান্ডসের এলকে মলসের বিরুদ্ধে পাঁচ গেমের কঠিন লড়াইয়ে ১১-৯, ৯-১১, ১১-৮, ৭-১১, ১১-৬ ব্যবধানে জিতে পরবর্তী পর্বে ওঠেন। প্রথম গেম জেতার পর প্রতিপক্ষ দু’বার সমতা ফিরিয়ে আনলেও শেষ গেমে দাপট দেখিয়ে জয় নিশ্চিত করেন সানভি।আরও এক ভারতীয় অনিকা দুবে জাপানের আন্না কুওয়াহারাকে ১১-৭, ১১-৩, ১১-৫ গেমে হারিয়ে সহজ জয় পান। রুদ্র সিং নাইজেরিয়ার খাদিজা আবদুলরহিমের ওয়াকওভার পেয়ে পরবর্তী রাউন্ডে উঠে যান।পুরুষদের বিভাগে প্রথম রাউন্ডে বাই পাওয়া আর্যবীর দেওয়ান, ইউশা নাফিস এবং গুরবীর সিং তৃতীয় রাউন্ডে পৌঁছে গিয়েছেন।আর্যবীর জার্মানির লেভি ভিসারকে ১২-১০, ১১-৬, ১১-৯ ব্যবধানে হারান। ইউশা নাফিস ব্রাজিলের ম্যাথিউস ফ্রাবেত্তিকে ১১-১, ১১-১, ১১-১ গেমে উড়িয়ে দেন। গুরবীর সিং আয়ারল্যান্ডের ক্রিশ্চিয়ান ড্রমগুলকে ১১-৩, ৮-১১, ১১-৫, ১১-৬ ব্যবধানে পরাজিত করেন।

তবে ভারতের পুরভ রামভিয়া ইংল্যান্ডের রনি হিকলিংয়ের কাছে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নেন।এদিকে, পুরুষদের বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন এবং শীর্ষ বাছাই মিশরের মোহাম্মদ জাকারিয়া চিনের ম্যাকাওয়ের উ চেওক ইও-কে সরাসরি গেমে হারিয়ে নিজের অভিযান শুরু করেছেন। তিনি টানা তৃতীয়বারের মতো জুনিয়র বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে খেলছেন।

পঞ্চায়েত সচিব ছুটিতে, তালাবন্দি পঞ্চায়েত অফিস, প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন

আগরতলা, ২১ জুলাই: পঞ্চায়েত সচিব ছুটিতে থাকায় তালাবন্দি পড়ে রইল গোটা পঞ্চায়েত অফিস। এমনই এক চাঞ্চল্যকর ঘটনার সাক্ষী হলেন জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের (ন্যাশনাল ল” ইউনিভার্সিটি) একদল ছাত্র-ছাত্রী। ঘটনাটি লালজুড়ি ব্লকের একটি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে।

জানা গেছে, পঞ্চায়েত প্রশাসনের কার্যক্রম ও গ্রামীণ শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যে লালজুড়ি ব্লকের বিডিও ময়ুঙ্ক দত্ত মজুমদারের অনুমতি নিয়ে ওই পঞ্চায়েত অফিস পরিদর্শনে যান জাতীয় আইন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা। কিন্তু সেখানে পৌঁছে তারা দেখতে পান, অফিসের মূল ফটকে তালা ঝুলছে এবং অফিস সম্পূর্ণ বন্ধ।

স্থানীয় সূত্রের দাবি, সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত সচিব শিল্পী রানি কর ছুটিতে থাকায় ওই দিন অফিস খোলা হয়নি। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের নির্ধারিত পর্যবেক্ষণ কর্মসূচি ব্যাহত হয় এবং তারা হতাশ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হন।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে, একজন সচিব ছুটিতে থাকলে কি গোটা পঞ্চায়েত অফিস বন্ধ থাকবে? সাধারণ মানুষের প্রয়োজনীয় পরিষেবা, সরকারি নথিপত্র সংক্রান্ত কাজ কিংবা বিভিন্ন প্রশাসনিক কার্যক্রম কীভাবে পরিচালিত হবেতো নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন স্থানীয়রা। যদিও এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিদেশে পাঠানোর প্রলোভন দেখিয়ে লক্ষাধিক টাকা প্রতারণার অভিযোগ, অভিযুক্তকে পুলিশের হাতে তুলে দিলেন ক্ষতিগ্রস্তরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২১ জুলাই: বিদেশে চাকরির ব্যবস্থা করে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে একাধিক ব্যক্তির কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে এক যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্তের নাম সাইফুল ইসলাম। তাঁর বাড়ি সোনামুড়া থানার অন্তর্গত মতিনগর টুকার চৌমুহনী এলাকায়। মঙ্গলবার ক্ষতিগ্রস্তরা অভিযুক্তকে আটক করে সোনামুড়া থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন।

অভিযোগ, গত প্রায় দুই বছর ধরে বিদেশে পাঠানোর আশ্বাস দিয়ে সোনামুড়া ও মেলাঘর থানা এলাকার অন্তত ৫৪ জনের কাছ থেকে বিপুল পরিমাণ অর্থ সংগ্রহ করেন সাইফুল ইসলাম। ক্ষতিগ্রস্তদের দাবি, বিভিন্ন সময়ে তিনি মোট ৬০ থেকে ৭০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আত্মসাৎ করেছেন।

ভুক্তভোগীদের আরও অভিযোগ, বিশ্বাস অর্জনের জন্য অভিযুক্ত ভুয়া পরিচয়পত্র ও নথি দেখিয়ে নিজেকে বিদেশে কর্মসংস্থানের সঙ্গে যুক্ত বলে পরিচয় দিতেন। তাঁর আশ্বাসে বিশ্বাস করে অনেকেই বিদেশে চাকরির আশায় মোটা অঙ্কের টাকা দেন। কিন্তু দীর্ঘদিন কেটে গেলেও কাউকেই বিদেশে পাঠানো হয়নি, বরং টাকা ফেরত চাইলে অভিযুক্ত নানা অজুহাত দিতে থাকেন।

পরবর্তীতে প্রতারণার বিষয়টি সামনে আসতেই ক্ষতিগ্রস্তরা একত্রিত হয়ে অভিযুক্তকে আটক করে সোনামুড়া থানায় নিয়ে যান এবং তাঁর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তে প্রতারণার অভিযোগের সত্যতা মিললে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উত্তর ত্রিপুরা জেলায় প্রত্যেক শুক্রবার সাইরেনের মহড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই: বিপর্যয় ব্যবস্থাপনার অঙ্গ হিসেবে উত্তর ত্রিপুরা জেলা বিপর্যয় ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে উত্তর ত্রিপুরা জেলার ডিস্ট্রিক্ট ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টারে স্থাপিত সাইরেন প্রত্যেক শুক্রবার সকাল ১১ টা ১ মিনিট থেকে সকাল ১১টা ২ মিনিটের মধ্যে বাজানো হবে।

একই দিনে একই সময়ে জেলার ধর্মনগর, পানিসাগর ও কাঞ্চনপুর মহকুমা কার্যালয়, জেলার আটটি ব্লক কদমতলা, কালাছড়া, যুবরাজনগর, পানিসাগর, দামছড়া, লালজুরি, দশদা, জম্পুইহিল কার্যালয়েও এই সাইরেন বাজানো হবে। সাইরেন ঠিকমত কাজ করছে কিনা তা পরীক্ষা করে দেখার জন্যই শুধুমাত্র এই সাইরেন বাজানো হবে। এতে আতঙ্কিত হওয়ার কোনও কারণ নেই।

টাকারজলা সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযানের মেগা স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই: সিপাহীজলা জেলার সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় উন্নত স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রী নিরাময় আরোগ্য অভিযানের দ্বিতীয় পর্যায়ে টাকারজলা সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে গতকাল এক মেগা স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়।

শিবিরে মেডিসিন, স্ত্রীরোগ, শিশুরোগ সহ বিভিন্ন বিভাগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ উপস্থিত থেকে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চিকিৎসা পরিষেবা প্রদান করেন। এছাড়াও উচ্চ রক্তচাপ, ডায়াবেটিস, কিডনি ও লিভারের রোগ, সিওপিডি, হৃদরোগ ও স্ট্রোকের ঝুঁকি নির্ণয়, যক্ষ্মা শনাক্তকরণ, চক্ষু পরীক্ষা, বিভিন্ন ধরনের ক্যান্সারের প্রাথমিক স্ক্রিনিং, আয়ুষ পরিষেবা, আধার কার্ড নিবন্ধন, প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য পরামর্শ এবং বিনামূল্যে ওষুধ বিতরণের ব্যবস্থা করা হয়। এই স্বাস্থ্য শিবিরে মোট ১৭৭ জন রোগী বিভিন্ন স্বাস্থ্য পরিষেবা গ্রহণ করেন।

নিট প্রশ্নফাঁস: ‘যুবশক্তির পাশে সরকার’, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে সমর্থন এনডিএ নেতাদের

নয়াদিল্লি, ২১ জুলাই (আইএএনএস): নিট-ইউজি প্রশ্নফাঁস এবং তা নিয়ে হওয়া বিক্ষোভকে কেন্দ্র করে বিরোধীদের সমালোচনার মাঝেই মঙ্গলবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বক্তব্যকে সমর্থন জানালেন এনডিএ-র শীর্ষ নেতারা। তাঁদের দাবি, কেন্দ্র সরকার দেশের ‘যুবশক্তি’র পাশে রয়েছে এবং পরীক্ষায় অনিয়মের ঘটনায় দ্রুত পদক্ষেপ করেছে।

এনডিএ-র ‘মঙ্গল মিলন’ কর্মসূচিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, প্রশ্নফাঁসের সমস্যা কোনও একটি রাজ্য বা শুধু কেন্দ্র সরকারের বিষয় নয়, এটি গোটা দেশের উদ্বেগের বিষয়। তিনি জানান, সরকার দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ায় এখনও পর্যন্ত এই মামলায় ১৩ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যের সমর্থনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং রিপাবলিকান পার্টি অব ইন্ডিয়া (এ)-এর প্রধান রামদাস আঠাওয়ালে বলেন, নিট পরীক্ষায় যা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং লক্ষ লক্ষ ছাত্রছাত্রী সমস্যায় পড়েছে। যারা এই অপরাধে জড়িত, তাদের গ্রেফতার করা হয়েছে এবং তাদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত।

তিনি আরও বলেন, ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনা না ঘটে, তার দায়িত্ব শুধু কেন্দ্রের নয়, রাজ্য সরকার এবং সংশ্লিষ্ট প্রশাসনেরও। তাঁর কথায়, “সরকার দেশের যুবশক্তির পাশে রয়েছে। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী যা বলছেন, তা ভিত্তিহীন।”

এনসিপি সাংসদ প্রফুল প্যাটেল বলেন, প্রধানমন্ত্রী ভারতের যুবসমাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং তাঁদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত রাখতে সবরকম পদক্ষেপ নেওয়ার ওপর জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, নিট-সহ এ ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে, সেই লক্ষ্যেই সরকার অঙ্গীকারবদ্ধ।

বিজেপি সাংসদ রবি কিষাণও বলেন, প্রশ্নফাঁসের সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে দেশের সেরা আইনজীবীদের নিয়োগের কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রী, যাতে ভবিষ্যতে কেউ অর্থের লোভে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে সাহস না পায়।

খার্চি উৎসবের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই: আগামীকাল থেকে পুরাতন আগরতলার চতুর্দশ দেবতা মন্দির প্রাঙ্গণে শুরু হচ্ছে ত্রিপুরার ঐতিহ্যবাহী খার্চি উৎসব। সে উপলক্ষ্যে আজ বিকালে ঐতিহ্য, রীতিনীতি ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চতুর্দশ দেবতার পবিত্র স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। চতুর্দশ দেবতার প্রধান পুরোহিত দুর্গা মাণিক্য দেববর্মা এবং অন্যান্য পূজারীদের উপস্থিতিতে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। হাওড়া নদীর স্নানঘাটে প্রতিবছরের ন্যায় এবছরও পূজার সমস্ত রকম আচার অনুষ্ঠান মেনে স্নানযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন খার্চি উৎসব কমিটির চেয়ারম্যান বিধায়ক রতন চক্রবর্তী, পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ঝর্ণা রাণী দাস, বিশিষ্ট সমাজসেবী রাজেশ ভৌমিক সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। এলাকাবাসীও উৎসাহের সাথে এই স্নানযাত্রায় অংশ নেন। উল্লেখ্য, আগামীকাল সকালে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ৭ দিনব্যাপী খার্চি উৎসব ও প্রদর্শনীর উদ্বোধন করবেন। উপস্থিত থাকবেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার, বিধায়ক স্বপ্না দেববর্মা, পুরাতন আগরতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান ঝর্ণা রাণী দাস, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, পর্যটন দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার জেলাশাসক ডা. বিশাল কুমার, জিরানীয়া মহকুমার মহকুমা শাসক অনিমেষ ধর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করবেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী।

প্রশ্নপত্র ফাঁস, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি ও ছাত্র আন্দোলন নিয়ে কেন্দ্রকে নিশানা ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই: দেশজুড়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় প্রশ্নপত্র ফাঁস, শিক্ষাক্ষেত্রে দুর্নীতি এবং ছাত্র-যুব সমাজের ভবিষ্যৎ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানিয়েছে ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস। মঙ্গলবার দলের মুখপাত্র প্রবীর চক্রবর্তীর স্বাক্ষরিত এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষা ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান এবং গণতান্ত্রিক অধিকার নিয়ে একাধিক অভিযোগ তুলে ধরা হয়।

বিজ্ঞপ্তিতে দাবি করা হয়েছে, গত ১২ বছরে দেশে অন্তত ১৫২টি প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনা সামনে এসেছে, যার ফলে কোটি কোটি পরীক্ষার্থী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। কংগ্রেসের অভিযোগ, শিক্ষা ও নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবের কারণে ছাত্র-যুব সমাজের মধ্যে চরম অনিশ্চয়তা ও হতাশা তৈরি হয়েছে। পাশাপাশি, বিভিন্ন প্রবেশিকা পরীক্ষা-সহ বিভিন্ন জাতীয় স্তরের পরীক্ষায় অনিয়ম, প্রশ্নপত্র ফাঁস, মূল্যায়নে দুর্নীতি এবং নিয়োগে অস্বচ্ছতার অভিযোগ তুলে কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, বিভিন্ন পরীক্ষায় পুনঃপরীক্ষার ব্যবস্থা করা হলেও সমস্যার স্থায়ী সমাধান হয়নি। সাম্প্রতিক নেট পুনঃপরীক্ষার প্রসঙ্গ টেনে কংগ্রেসের দাবি, বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী আস্থাহীনতার কারণে পরীক্ষায় অংশ নেয়নি এবং অনেকেই মূল্যায়ন প্রক্রিয়া নিয়ে অভিযোগ তুলেছেন।

ছাত্র আন্দোলনের প্রসঙ্গে কংগ্রেস জানায়, আন্দোলনরত ছাত্র-যুব সমাজের দাবিকে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনার মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা উচিত। একই সঙ্গে সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুককে অনশনস্থল থেকে সরিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পরিপন্থী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। দলটির দাবি, গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে দমন করার চেষ্টা উদ্বেগজনক।

রাজ্যের প্রসঙ্গ তুলে কংগ্রেসের অভিযোগ, ত্রিপুরায় টিপিএসসি, সিএইচও, অধ্যাপক নিয়োগ-সহ বিভিন্ন নিয়োগ ও যোগ্যতা নির্ধারণী পরীক্ষাকে ঘিরেও দুর্নীতি, অনিয়ম, স্বজনপোষণ এবং অস্বচ্ছতার অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। এর ফলে রাজ্যের ছাত্র-যুব সমাজের মধ্যে হতাশা ও অনিশ্চয়তা আরও বেড়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রাজ্যের নাগরিক, শিক্ষাবিদ, অভিভাবক ও ছাত্র-যুব সমাজের প্রতি শান্তিপূর্ণ ও সাংবিধানিক উপায়ে শিক্ষা ব্যবস্থা, কর্মসংস্থান এবং গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে। দলটির বক্তব্য, এই লড়াই কোনও ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে নয়, বরং দুর্নীতি ও অস্বচ্ছতার বিরুদ্ধে একটি গণতান্ত্রিক আন্দোলন।

কার্পেট পেতে মেঝেতে বসেই চলছে ষষ্ঠ শ্রেণির পঠনপাঠন, উদয়পুরের হীরাপুর হাইস্কুলে ক্ষোভ অভিভাবকদের

আগরতলা, ২১ জুলাই: উদয়পুর মহকুমার হীরাপুর হাইস্কুলে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের কার্পেট পেতে মেঝেতে বসিয়ে পাঠদান করার অভিযোগকে ঘিরে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। বিষয়টি সামনে আসতেই ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন অভিভাবকরা। তাঁদের অভিযোগ, বিদ্যালয়ে পর্যাপ্ত পরিকাঠামোর অভাবের কারণে পড়ুয়াদের এমন পরিস্থিতিতে পড়াশোনা করতে হচ্ছে, যা শিক্ষার পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিদ্যালয়ের একটি শ্রেণিকক্ষে কার্পেট পেতে মেঝেতে বসেই নিয়মিত ক্লাস করছে ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীরা। বিষয়টি নিয়ে অভিভাবকদের একাংশ প্রশ্ন তুলেছেন, আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার যুগে পড়ুয়াদের কেন এখনও মেঝেতে বসে পাঠ গ্রহণ করতে হবে।

এ বিষয়ে বিদ্যালয়ের এক শিক্ষিকা জানান, বিদ্যালয়ে ছাত্রছাত্রীদের বসার জন্য পর্যাপ্ত বেঞ্চ রয়েছে। তবে স্থান সংকুলানের কারণে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির পাঠদান একই কক্ষে পরিচালিত হয়। ফলে ওই শ্রেণিকক্ষে বেঞ্চ রাখার মতো পর্যাপ্ত জায়গা নেই। সেই কারণেই ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের আপাতত কার্পেট পেতে মেঝেতে বসিয়ে পাঠদান করা হচ্ছে।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় শিক্ষা পরিকাঠামো নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। অভিভাবকদের দাবি, দ্রুত পর্যাপ্ত শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থা করে ছাত্রছাত্রীদের জন্য উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিত করা হোক, যাতে তাদের আর মেঝেতে বসে পড়াশোনা করতে না হয়।

কমলপুরে প্রয়াত বীরেন্দ্র পালের স্মরণসভা, শ্রদ্ধা জানালেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী

আগরতলা, ২১ জুলাই: সিপিআই(এম)-এর বর্ষীয়ান নেতা প্রয়াত বীরেন্দ্র পালের স্মৃতির উদ্দেশ্যে মঙ্গলবার কমলপুর নজরুল ভবনে এক স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সিপিআই(এম) কমলপুর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত থেকে প্রয়াত নেতার রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক জীবনের বিভিন্ন দিক স্মরণ করেন দলের শীর্ষ নেতৃত্ব।

পার্টি নেতা বদরভোম হালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত স্মরণসভায় প্রধান বক্তা হিসেবে বক্তব্য রাখেন সিপিআই(এম)-এর পলিটব্যুরো সদস্য, রাজ্য সম্পাদক তথা ত্রিপুরা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও প্রাক্তন বিধায়ক সুধন দাস,মধলাই জেলা সম্পাদক ও প্রাক্তন বিধায়ক অঞ্জন দাস এবং কমলপুর মহকুমা সম্পাদক অমর ভট্টাচার্য।

সভায় শোকপ্রস্তাব পাঠ করা হয় এবং প্রয়াত বীরেন্দ্র পালের দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবন, সংগঠনের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা, সাধারণ মানুষের স্বার্থে তাঁর ভূমিকা এবং বামপন্থী আন্দোলনে তাঁর অবদানের কথা স্মরণ করেন বক্তারা।

পরিবারের পক্ষ থেকে প্রয়াত নেতার স্মৃতিচারণ করেন শিশির পাল। সভার শুরুতে উপস্থিত সকল নেতা-কর্মী ও অতিথিরা প্রয়াত বীরেন্দ্র পালের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

স্মরণসভায় উপস্থিত ছিলেন প্রয়াত বীরেন্দ্র পালের স্ত্রী বেলা পাল, পরিবারের সদস্য, আত্মীয়-স্বজন, দলের কর্মী-সমর্থক এবং তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ। বক্তারা তাঁর আদর্শ ও কর্মজীবন আগামী প্রজন্মের কাছে অনুপ্রেরণা হয়ে থাকবে বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।

অঙ্গন

বক্সিং প্রশিক্ষণ শিবিরের সমাপ্তি

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত মাসব্যাপী বিশেষ বক্সিং কোচিং ক্যাম্পের সফল সমাপ্তি ঘটল। এনএসআরসিসি-র বক্সিং হল-এ আয়োজিত এই সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মণিপুর থেকে আগত বক্সিং ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার প্রখ্যাত প্রশিক্ষক চিত্তরঞ্জন সিং, ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের সহ-সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ, সাধারণ সম্পাদক সমীর সাহা, কোষাধ্যক্ষ সুব্রত ভৌমিক এবং যুগ্ম সম্পাদক রাজীব ব্যানার্জি। অনুষ্ঠানের শুরুতে রাজ্যের প্রয়াত পুলিশ মহানির্দেশক অনুরাগ ধনকরের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। প্রশিক্ষক চিত্তরঞ্জন সিং তাঁর বক্তব্যে রাজ্যের বক্সারদের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করে বলেন, দীর্ঘমেয়াদী সঠিক তালিম পেলে তারা জাতীয় স্তরে বড় সাফল্য অর্জনে সক্ষম হবে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণকারী বক্সারদের হাতে প্রশংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়। উল্লেখ্য, গত ২৫ জুন বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই বিশেষ কোচিং ক্যাম্পের সূচনা হয়েছিল, যেখানে রাজ্যের ৬০ জন উদীয়মান বক্সার এবং ২৫ জন স্থানীয় কোচ আধুনিক কলাকৌশল আয়ত্ত করার সুযোগ পান। ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন ও যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের এই মহতী উদ্যোগ রাজ্যের বক্সিং অঙ্গনে নতুন জোয়ার আনবে বলে ক্রীড়ামহল আশাবাদী। মণিপুর থেকে আসা বিশেষজ্ঞ কোচের তত্ত্বাবধানে এক মাস ধরে চলা এই কঠোর প্রশিক্ষণ শিবিরে বক্সাররা তাদের দক্ষতার পূর্ণ বিকাশের সুযোগ পেয়েছে, যা আগামী দিনে রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রে সাফল্যের স্বাক্ষর রাখবে।

জয়ে ফিরতে মরিয়া সরোজ সংঘ প্রথম জয়ের খোঁজে স্পোর্টস স্কুল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় আয়োজিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টের ১২তম ম্যাচে মুখোমুখি হতে যাচ্ছে সরোজ সংঘ ও ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে বিকেল সাড়ে তিনটায় ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। উল্লেখ্য, সূচি অনুযায়ী ম্যাচটি আজ মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু রাজ্যের প্রয়াত পুলিশ মহানির্দেশক অনুরাগ ধনকড়ের স্মরণে রাজ্যব্যাপী শোক পালনের কারণে আজকের নির্ধারিত খেলা স্থগিত রেখে তা পুনর্নির্ধারণ করা হয়।চলতি লিগে দুই দলের জন্যই এটি হতে যাচ্ছে তৃতীয় ম্যাচ। টুর্নামেন্টের সূচনাটা বেশ দুর্দান্ত করেছিল সরোজ সংঘ; গত ১৪ জুলাই নিজেদের প্রথম ম্যাচে নবোদয় সংঘকে ৫-০ গোলের বড় ব্যবধানে পরাজিত করে তারা। তবে ১৭ জুলাই দ্বিতীয় ম্যাচে ত্রিবেণী সংঘের কাছে ১-২ গোলে হেরে পয়েন্ট খোয়াতে হয় তাদের। অন্যদিকে, ১৫ জুলাই নিজেদের প্রথম খেলায় মৌচাক ক্লাবের বিরুদ্ধে ২-২ গোলে ড্র করে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল এবং ১৮ জুলাই দ্বিতীয় ম্যাচে নবোদয় সংঘের কাছে ১-২ ব্যবধানে হেরে যায়। ফলে আগামীকালের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে একদিকে সরোজ সংঘ যেখানে জয়ে ফিরে পয়েন্ট তালিকায় নিজেদের অবস্থান শক্ত করতে চাইছে, ঠিক তেমনই প্রথম জয়ের স্বাদ পেতে মরিয়া হয়ে মাঠে নামবে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল।

জয়ের ধারায় থাকতে চায় নবোদয় প্রথম জয়ের অপেক্ষায় মৌচাক

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই।। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় আয়োজিত সোনার তরী বি-ডিভিশন ফুটবল লিগ টুর্নামেন্টে আগামীকাল এক হাইভোল্টেজ ম্যাচে মুখোমুখি হতে চলেছে নবোদয় সংঘ ও মৌচাক ক্লাব। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে সন্ধ্যা ছয়টায় নৈশালোর আলোয় (ফ্লাডলাইটে) লিগের ১৩তম ম্যাচটি অনুষ্ঠিত হবে। পয়েন্ট তালিকায় নিজেদের আরও ওপরের দিকে তুলে নেওয়ার লক্ষ্য নিয়েই কৃত্রিম আলোর নিচে দুই দল লড়াইয়ে নামবে। চলতি লিগে এটি দু”দলের জন্যই তৃতীয় ম্যাচ হতে যাচ্ছে। টুর্নামেন্টের প্রথম খেলায় সরোজ সংঘের কাছে ০-৫ গোলের বড় ব্যবধানে হেরে বেশ ধাক্কা খেয়েছিল নবোদয় সংঘ। তবে দ্বিতীয় ম্যাচেই দারুণভাবে ঘুরে দাঁড়িয়ে গত ১৮ জুলাই শক্তিশালী ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে ২-১ ব্যবধানে পরাস্ত করে টুর্নামেন্টে নিজেদের প্রথম জয়ের স্বাদ পায় তারা। অন্যদিকে মৌচাক ক্লাবকে পর পর দুই ম্যাচে পয়েন্ট ভাগাভাগি করেই ক্ষান্ত থাকতে হয়েছে। গত ১৫ জুলাই ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলের সাথে ২-২ গোলে এবং ১৯ জুলাই পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাবের বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করে তারা। ফলে একদিকে নবোদয় সংঘ যেখানে নিজেদের জয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে পূর্ণ ৩ পয়েন্ট ছিনিয়ে নিতে মরিয়া, ঠিক তেমনি টানা দুই ড্রয়ের পর প্রথম জয়ের মুখ দেখতে মুখিয়ে রয়েছে মৌচাক ক্লাব।

বিশ্বকাপ শেষ হতেই দুঃসংবাদ! প্রয়াত দু’বারের ব্যালন ডি’অর জয়ী কিংবদন্তি ফুটবলার

বিশ্বকাপ শেষ হতেই দুঃসংবাদ। প্রয়াত ইংল্যান্ডের কিংবদন্তি ফুটবলার কেভিন কিগান। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৭৫। দু’বার ব্যালন ডি’অর ফুটবলার চলতি বছরের শুরু থেকে ক্যানসারে ভুগছিলেন। অসাধারণ ড্রিবলিং, ফিনিশিং ও হেডিং দক্ষতার জন্য বিশ্ব ফুটবলের অন্যতম সেরা প্লেয়ার হিসেবে ধরা হত তাঁকে। লিভারপুল ও নিউক্যাসলের হয়ে বহু ম্যাচ খেলার পাশাপাশি দীর্ঘদিন সাফল্যের সঙ্গে কোচিংও করিয়েছেন।

স্কানথর্পে কেরিয়ার শুরু করা কিগানের খেলোয়াড়ি জীবনের সবচেয়ে সফল সময় কেটেছে লিভারপুলে। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ সালের মধ্যে তিনি ২৩০ ম্যাচে ৬৮ গোল করেন এবং তিনবার লিগ শিরোপা জেতেন। দু’বার ইউরোপ সেরাও হন। এরপর কয়েক বছরের জন্য জার্মানির হামবুর্গে পাড়ি জমান। ১৯৮০ সালে ইংল্যান্ডে ফিরে এসে সাউদাম্পটন ও নিউক্যাসলে খেলেন। ১৯৭৮ ও ১৯৭৯ সালে তিনি ব্যালন ডি’অর জেতেন।

ইংল্যান্ডের হয়ে ৬৩ ম্যাচে ২১টি গোল করেন। ১৯৮২ বিশ্বকাপের দলেও ছিলেন। ইংল্যান্ডের তো বটেই, ফুটবল ইতিহাসের সেরাদের একজন হিসেবেই বিবেচিত হন। পরে জাতীয় দলের কোচ হয়েছেন। সেখানে অবশ্য খুব একটা সাফল্য পাননি। কোচ হিসেবে সবচেয়ে সফল সময় কাটিয়েছেন নিউক্যাসল ইউনাইটেডে। তাদেরকে প্রিমিয়ার লিগেও তুলেছিলেন। পরে ম্যাঞ্চেস্টার সিটিরও কোচ হন।

কিগানের প্রয়াণ সংবাদ জানিয়ে তাঁর পরিবারের তরফ থেকে লেখা হয়েছে, ‘আমরা কেভিনের চিকিৎসক দলকে ধন্যবাদ জানাই। এই কঠিন সময়ে আমরা গোপনীয়তা রক্ষার আবেদন জানাচ্ছি।’ লিভারপুলের তরফে লেখা হয়েছে, ‘অদম্য মনোবল ও অবদানের জন্য তাঁর নাম আমাদের ইতিহাসে চিরকাল খোদাই হয়ে থাকবে।’ প্রাক্তন ইংরেজ তারকা অ্যালান শিয়েরার লিখেছেন, ‘আমার নায়ক। আমার ম্যানেজার। আমার বন্ধু। শান্তিতে ঘুমান।’

‘আমি ফিটই ছিলাম’, হ্যাটট্রিক করে টুখেলকে তোপ সাকার, বিশ্বকাপ শেষে ইংল্যান্ড শিবিরে গৃহযুদ্ধ?

যাঁকে আর্জেন্টিনা ম্যাচে এক মিনিটও ব্যবহার করলেন না ইংল্যান্ড কোচ থমাস টুখেল, সেই বুকায়ো সাকাই ফ্রান্সের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিক করলেন।

এবারের তৃতীয় স্থান নির্ণায়ক ম্যাচে এমবাপেদের আফ ডজন গোল দিয়ে মাঠ ছাড়ার সময় সাকা যে বার্তাটি দৃঢ়তার সঙ্গে সংবাদমাধ্যমকে দিলেন তা কার্যত টুখেলকে বিঁধতে বাধ্য। সরাসরি বলেই গেলেন, ফিট ছিলেন, এই বিশ্বকাপে তাঁকে যদি আরও ব্যবহার করতেই ইংল্যান্ড কোচ তাহলে খুশি হতেন এই আর্সেনাল উইঙ্গার। মেসিদের বিরুদ্ধে প্রথম একাদশে না থাকলেও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই শুরু করেছিলেন সাকা। গ্রুপ পর্বের ম্যাচ গুলোতে টুখেল সাকাকে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে খেলিয়েছেন। ইংল্যান্ড কোচের দাবি ছিল, সাকার অ্যাকিলেস ইস্যুর সমস্যা ছিল। এই জন্য গ্রুপ পর্বে উইংয়ে ননি মাদুয়েকেকে ব্যবহার করেছিলেন তিনি। আর আর্জেন্টিনা ম্যাচে মর্গ্যান রজার্সকে প্রথম একাদশে রেখেছিলেন। সব মিলিয়ে আটটি ম্যাচের মধ্যে সাতটি ম্যাচেই খেলেছেন সাকা। এরমধ্যে তিনটি ম্যাচে প্রথম একাদশে ছিলেন। বাকি পাঁচ ম্যাচে পরিবর্ত হিসাবে নেমেছিলেন।

এতে অবশ্য খুশি নন তিনি। হ্যাটট্রিক করার পর নিজের দেশের সংবাদমাধ্যমকে বলেন, “এই বিশ্বকাপে আরও বড় ভূমিকা পালন করতে পারলে খুশি হতাম। যদিও এখন আর বলে লাভ নেই অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। আমি ফিট। আর মাঠেই সব জবাব দিয়েছি।” এমনিতেই টুখেলকে নিয়ে সমালোচনা হচ্ছে। তার উপর সাকার বক্তব্যের পর ইংল্যান্ড কোচের উপর কিছুটা হলেও চাপ আরও বাড়বে। ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ঐতিহাসিক জয়ের পর আরও যোগ করেন, “আর্জেন্টিনার বিরুদ্ধে হয়তো আশানুরূপ ফলাফল হয়নি। তবে মাথা উঁচু করেই আগামীর দিকে এগিয়ে যেতে হবে আমাদের। হার খেলারই অঙ্গ। হারলে সমালোচনা হয়, জিতলে আবার আলোচনাও হয়। বিষয়টি হল আপনি কীভাবে সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবেন অথবা অনুপ্রেরণা হিসাবে কাজে লাগাবেন।”

বিশ্বকাপ শেষে দেশে ফিরলেন না মেসি! মুখ খুললেন আমেরিকায় বসেই, সতীর্থদের বার্তা আর্জেন্টিনার অধিনায়কের

যেমনটা ভেবেছিলেন, শেষটা তেমন হয়নি। ফাইনালে স্পেনের কাছে হারতে হয়েছে লিয়োনেল মেসিদের। বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার পর মেসি দেশে ফেরেননি। আমেরিকাতেই থেকে গিয়েছেন তিনি। সেখানে বসেই মুখ খুলেছেন মেসি। সতীর্থদের কী বার্তা দিয়েছেন আর্জেন্টিনার অধিনায়ক?

ইনস্টাগ্রামে মেসি লিখেছেন, “খুব কষ্ট হচ্ছে। যে আঘাত লেগেছে তা কমতে সময় লাগবে।” যন্ত্রণার কথা বললেও দলের সাফল্যের কথাও তুলে ধরেছেন মেসি। তিনি লিখেছেন, “আমি ভাল দিকটাও দেখতে চাই। যে ম্যাচগুলোতে আমরা পিছন থেকে ফিরেছি, জিতেছি, সেগুলো আমাদের মনে চিরকাল থেকে যাবে। যে ভাবে গোটা দেশ আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছে, একসঙ্গে আমরা জিতেছি, তার অনুভূতিই আলাদা। আমরা বিশ্বের সেরা দলগুলোর মধ্যে একটা। এই দলটা পর পর দুটো বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে। এই কৃতিত্বও কম নয়।” বিশ্বচ্যাম্পিয়ন হওয়ার জন্য স্পেনকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন মেসি। তিনি লিখেছেন, “যে ভালবাসা পেয়েছি তার জন্য ধন্যবাদ। আরও এক বার আমরা একটা দল হিসাবে খেলেছি। দেশকে গর্বিত করেছি। আর্জেন্তিনীয় হিসাবে আমার গর্ব হচ্ছে। বিশ্বকাপ জেতার জন্য স্পেনকে অনেক শুভেচ্ছা।”

মেসি আর্জেন্টিনায় না ফিরলেও লিয়োনেল স্কালোনি-সহ দলের বাকিরা দেশে ফিরেছেন। বিমানবন্দরে লাল কার্পেট বিছিয়ে ও ব্যান্ড বাজিয়ে তাঁদের অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে। প্রবল বৃষ্টির মধ্যেও বিমানবন্দরের বাইরে বহু মানুষ জড়ো হয়েছিলেন ফুটবলারদের স্বাগত জানাতে। বিশ্বকাপ জিততে না পারলেও এই দেশকে নিয়ে গর্বিত তাঁরা।

সমর্থকদের একটা বড় অংশের মতে, ফাইনালে স্পেনের কাছে হারলেও সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারানো তাঁদের কাছে বিশ্বকাপ জেতার সমান। কারণ, সেই লড়াই আর্জেন্টিনার আবেগ ও মর্যাদার লড়াই। সেই লড়াই জিতেছেন মেসিরা। পর পর দু’বার তাঁদের দেশ বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছে। এক বার জিতেছে। এক বার রানার্স হয়েছে। তাতে তাঁদের কৃতিত্ব কিছু কমে না। তাই তাঁরা দলকে স্বাগত জানাতে জড়ো হয়েছেন। ফাইনালে হারলেও সম্মানের সঙ্গে দেশে ফিরেছেন স্কালোনিরা।হাতছাড়া হয়েছে বিশ্বকাপ। এবার ‘চাকরি’ও হারাবেন আর্জেন্টিনা ফুটবলাররা? সূত্রের খবর, আর্জেন্টাইন ফুটবলারদের বিরুদ্ধে বড়সড় পদক্ষেপ করতে পারে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ইংল্যান্ডকে হারানোর পর রাজনৈতিক ব্যানার নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন লিওনেল মেসিরা। সেই নিয়ে ইতিমধ্যেই ফিফার কাছে তদন্তের অনুরোধ করেছে ব্রিটিশ সরকার। এবার সরকার নিজেই আর্জেন্টাইন ফুটবলারদের বড় শাস্তি দিতে পারে। ইংল্যান্ডে প্রবেশের পথ চিরতরে বন্ধ হয়ে যেতে পারে তাঁদের। ফলে প্রিমিয়ার লিগেও আর খেলতে পারবেন না আর্জেন্টিনার ফুটবলাররা।

বর্তমানে আর্জেন্টিনার তিন ফুটবলার খেলেন ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে-ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের লিসান্দ্রো মার্টিনেজ, চেলসির এনজো ফার্নান্ডেজ এবং টটেনহ্যামের ক্রিশ্চিয়ান রোমেরো। কিন্তু ইংল্যান্ডকে হারানোর পরে তাঁরাই ফকল্যান্ড আইল্যান্ডের রাজনৈতিক ব্যানার নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন। খেলার মাঠে রাজনীতির অভিযোগে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে। কিন্তু ব্রিটিশ প্রশাসনও আলাদা করে এই নিয়ে পদক্ষেপ করতে চাইছে। তার জন্য ইতিমধ্যেই আইন বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে শুরু হয়েছে আলোচনা।

প্রাথমিকভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে যেসব আর্জেন্টাইন ফুটবলার প্রিমিয়ার লিগে খেলেন বিপুল অর্থের বিনিময়ে, তাঁদের ব্রিটিশ ভিসা বাতিল করতে। যেভাবে ইংল্যান্ডে খেলা ফুটবলাররাই এগিয়ে এসে রাজনৈতিকভাবে ইংল্যান্ডর বিরোধিতা করেছেন, সেটা একেবারে বরদাস্ত করা হবে না বলে প্রশাসন সূত্রে খবর। ইংরেজ ভক্তকুলও সেটাই চাইছেন। তাঁদের মতে, নিজেদের আচরণের জন্য নিঃশর্ত ক্ষমা চাইতে হবে। নয়তো ভিসা বাতিলটাই প্রয়োজন। যদিও ব্রিটিশ অভিবাসন আধিকারিকদের অনেকে মনে করছেন, স্রেফ ব্যানার দেখানোর অভিযোগে ভিসা বাতিলের মতো কঠোর পদক্ষেপ করাটা বেশ কঠিন। ইংল্যান্ড এবং আর্জেন্টিনার মধ্যে দীর্ঘদিনের শত্রুতা ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জকে নিয়ে। অতীতে সেই নিয়ে যুদ্ধে ব্রিটেনের কাছে হেরেছে মেসিদের দেশ। কিন্তু বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের পর প্রবল উত্তেজনা ছড়ায় মাঠে। দুই পক্ষের ফুটবলাররা বিবাদে জড়ান। জটলা হয়। সেসবের মাঝেই ফকল্যান্ড যুদ্ধের স্মৃতি উসকে একটি ব্যানার হাতে নিয়ে মাঠে নেমে পড়েন মেসিরা। ওই ব্যানারে লেখা ছিল, “‘লাস মালভিনাস সন আর্জেন্টিনাস।’ অর্থাৎ ‘মালভিনাস আমাদেরই।’ ফকল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জকে আর্জেন্টিনায় মালভিনাস বলে ডাকেন। ফকল্যান্ড আইল্যান্ডের ‘মালিকানা’ দাবি করে মেসিরা যেভাবে পোস্টার নিয়ে মাঠে নেমেছেন, সেটার তীব্র বিরোধিতা করেছে ইংল্যান্ড।

দেশে ফিরল বিশ্বজয়ী স্পেন, বাস প্যারেড, রাজপরিবারের সঙ্গে দেখা, কী কী রয়েছে রদ্রি, ইয়ামালদের আনন্দ উদযাপনের তালিকায়?

বিশ্বকাপ জেতার পর দেশে ফিরল স্পেন। সোমবার স্থানীয় সময় দুপুরের দিকে মাদ্রিদে নামে স্পেন দলের বিমান। একে একে বিমান থেকে বেরিয়ে আসেন রদ্রি, লেমিন ইয়ামাল, মার্ক কুকুরেয়ারা। রদ্রির হাতে বিশ্বকাপ ছিল। তিনি সেটি সমর্থকদের দিকে তুলে ধরে দেখান। বিশ্বজয়ী স্পেনকে স্বাগত জানানোর জন্য একাধিক পরিকল্পনার কথা ভাবা হয়েছে।

জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী পেদ্রো স্যাঞ্চেজের সঙ্গে দেখা করবেন রদ্রিরা। সেখান থেকে হুডখোলা বাসের মাধ্যমে প্যারেড করে যাওয়া হবে মধ্য মাদ্রিদের বিভিন্ন রাস্তা দিয়ে। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন মনক্লো প্যালেস থেকে সিবেলেস স্কোয়্যারে যাবে স্পেন। সাধারণত ফুটবল দল কোনও ট্রফি জিতলে সিবেলেস স্কোয়্যারে গিয়ে উৎসব করে দল। এ বারও তার ব্যতিক্রম হবে না।স্পেনকে স্বাগত জানাতে এ দিন প্রচুর সমর্থক হাজির ছিলেন বিমানবন্দরে। ইয়ামাল, রদ্রি, মার্ক কুকুরেয়া, ফেরান তোরেসদের নামে তাঁরা জয়ধ্বনি দিতে থাকেন। বিমানবন্দর থেকে স্পেনের বাসের পিছনেও আসতে থাকেন প্রচুর সমর্থক। স্পেনের বাস যেখান দিয়েই গিয়েছে, সেখানেই প্রচুর সমর্থক বাসের দু’ধারে দাঁড়িয়ে হাত নেড়েছেন।সোমবার সকাল থেকে সিবেলেসে প্রচুর সমর্থক জড়ো হতে থাকেন। অনেকেই সারারাত ঘুমোননি। সেই অবস্থাতেই হাজির হয়েছেন। তাল কিছুটা কেটেছে ১৩ বছরের এক কিশোরের মৃত্যুতে। মাদ্রিদের উত্তর-পূর্বে সালামাঙ্কায় এক কিশোর ঝর্নার উপরে উঠে বন্ধুদের সঙ্গে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছিল। হঠাৎ সেই ঝর্নাটি ভেঙে পড়ে।

‘এত চোট লাগলে হয়!’ইংল্যান্ডের কাছে সিরিজ হেরে দলের ফিটনেস নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ শুভমনের, চিন্তিত বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিয়েও

হাঁটু ফুলে যাওয়ায় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে খেলতে পারেননি জসপ্রীত বুমরাহ। তার আগে চোটের জন্য ছিটকে যান ওয়াশিংটন সুন্দর। একের পর এক ক্রিকেটার এ ভাবে চোট পাওয়ায় বিরক্ত শুভমন গিল। ইংল্যান্ডের কাছে এক দিনের সিরিজ হারের পর দলে চোট-আঘাত বৃদ্ধি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন এক দিনের দলের অধিনায়ক।

আইপিএলের সময় পাওয়া চোট না সারায় ইংল্যান্ড সফরে পাওয়া যায়নি হার্দিক পাণ্ড্যকে। চোটের জন্য ছিটকে যান নীতীশ কুমার রেড্ডিও। চোট সারিয়ে দলের ফেরার পর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি সিরিজে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পাওয়ায় এক দিনের সিরিজ থেকে ছিটকে যান হর্ষিত রানাও। এই তালিকায় শেষ দুই সংযোজন ওয়াশিংটন এবং বুমরাহ। একের পর এক চোটের ঘটনায় বিরক্ত এবং হতাশ শুভমন। তাঁর বক্তব্য, চোটের জন্য বার বার প্রথম একাদশ বদলাতে হচ্ছে। প্রভাব পড়ছে পারফরম্যান্সে। ব্যাহত হচ্ছে আগামী বিশ্বকাপের প্রস্তুতিও।

দলের চোট-আঘাত নিয়ে শুভমন বলেছেন, “সমস্যা তো হচ্ছেই। আপনি যদি আমাদের ঘোষিত প্রথম দল দেখেন, সেই দলের পাঁচ জনকে আমরা শেষ ম্যাচে পাইনি। এক জন খেলোয়াড় চোট পেলেও আপনাকে দলে পরিবর্তন করতে হয়। দু’জনের চোট লাগলে আরও পরিবর্তন করতে হয়। কিন্তু প্রায় প্রতি ম্যাচের পরই যদি কারও না কারও চোট লাগে, তা হলে আমাদের কোথাও ভুল হচ্ছে।” শুভমন মেনে নিয়েছেন চোট-আঘাতের কারণে ব্যাহত হচ্ছে আগামী বিশ্বকাপের প্রস্তুতি। ভারতের এক দিনের অধিনায়ক বলেছেন, “বিশ্বকাপের কথা মাথায় রাখলে আমাদের টানা ১১টা ম্যাচ খেলতে হবে। অথচ আমরা দু’তিন ম্যাচের পুরো সিরিজও এক দল নিয়ে খেলতে পারছি না। আমরা এক টানা ম্যাচ খেলতে পারছি না। কোথাও তো একটা ঘাটতি হচ্ছেই।”

দলের ফিটনেসের মান ক্রমশ শুভমনের উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠছে। তিনি বলেছেন, “দু’একটা ম্যাচ খেলেই কেউ কেউ চোট পেয়ে যাচ্ছে। অল্প চোটের ক্ষেত্রেও অনেক সময় ঝুঁকি নেওয়া যায় না। আমাদের দল বদলাতেই হয়। অনেক সময় ম্যাচের দিন সকালে জানা যাচ্ছে, কারও চোট রয়েছে। জানার পর কী ভাবে ঝুঁকি নেব আমরা?” বিরক্ত শুভমন আরও বলেছেন, “ধরুন আপনি পাঁচ জন বোলার নিয়ে খেলছেন। তাদের মধ্যে কেউ ৮০ শতাংশ ফিট থাকলেও সামাল দেওয়া কঠিন হয়ে যায়। আমার মনে হয়, দল হিসাবে আমাদের ফিটনেস-সহ কিছু ব্যাপারে উন্নতি করতে হবে।”ইংল্যান্ডের কাছে টি-টোয়েন্টি সিরিজ ০-৪ ব্যবধানে হারার পর এক দিনের সিরিজের দিকে তাকিয়ে ছিলেন সমর্থকেরা। জয় দিয়ে শুরু করে আশা বাড়িয়েছিলেন শুভমনেরা। কিন্তু শেষ দু’টি এক দিনের ম্যাচ হেরে সিরিজ খুইয়েছে শুভমনের দলও।

কিং কোহলির পেপটকেই বাজিমাত! সাত বছর পর নজির গড়ে ট্রফিজয়, বিরাটের কাছে কৃতজ্ঞ সিন্ধু

টানা সাত বছরের অপেক্ষা। চোট-আঘাত, লাগাতার ব্যর্থতার ধাক্কা। সবকিছু সামলে ফের চ্যাম্পিয়ন পিভি সিন্ধু। রবিবার জাপান ওপেন জিতেছেন, প্রথম ভারতীয় শাটলার হিসাবে। কোন মন্ত্রে এহেন কামব্যাক ঘটল সিন্ধু? নেপথ্যে রয়েছে বিরাট কোহলির হাত। কিং কোহলির ‘গুরুমন্ত্রে’ই বাজিমাত করেছেন সিন্ধু। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরে ‘বিরাট ভাই’কে ধন্যবাদ জানাতে ভোলেননি।

শেষবার সিন্ধু ট্রফি জিতেছিলেন বছরদুয়েক আগে। ২০২৪ সালে সৈয়দ মোদি ইন্টার ন্যাশনাল জিতেছিলেন। তারপর লাগাতার ব্যর্থতা। প্যারিস অলিম্পিকেও হতশ্রী পারফরম্যান্স। মানসিকভাবে কার্যত বিধ্বস্ত সিন্ধুর অবস্থা আরও খারাপ হয় চোট পেয়ে। ভাবছেন, কেরিয়ার বোধহয় শেষ। সেসময়েই বিরাটের সঙ্গে দীর্ঘ বাক্যালাপ সিন্ধুর। ঠিক কী কী মন্ত্র দিয়েছেন কোহলি, সেটা ফাঁস করতে চাননি তারকা শাটলার। তবে এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, ‘বিরাট ভাইয়ের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।’

সিন্ধু আরও বলেন, ‘আমার কেরিয়ারের সবচেয়ে খারাপ সময়ে বিরাট ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলেছি। তখন চোটে ভুগছি, খেলাতেও মনোমত পারফরম্যান্স হচ্ছে না। সেসময়ে এমন কাউকে দরকার ছিল যে আমার মানসিক অবস্থাটা বুঝবে। আমি বিরাটকে মেসেজ করি, কয়েক মিনিটের মধ্যে উত্তর আসে। পরের দিনই আমাদের দেখা হল। বিরাট আমাকে কী বলেছে সেটা আমাদের মধ্যেই থাক। কিন্তু আমার যখন দরকার ছিল, তখন ও আমার পাশে ছিল তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।’

জাপান ওপেনে অবশেষে সাফল্য পেয়ে সিন্ধুর উপলব্ধি, ‘বিরাট খুব বেশি কিছু বলেননি, কিন্তু যেটুকু বলেছে সেটা আমাদের হৃদয়ে গেঁথে গিয়েছে। দৃষ্টিভঙ্গিও পালটে গিয়েছে। খেলাটা যে আমার আনন্দের বিষয়, সেটা ভুলে গিয়েছিলাম। স্রেফ ট্রফি বা ম্যাচ জেতা নয়, খেলাটা তার থেকেও অনেক বেশি কিছু।’ মানসিকতা বদলের ছাপ পড়ে সিন্ধুর খেলাতেও। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ার অবস্থা থেকে দুরন্ত কামব্যাক করলেন সিন্ধু। চলতি বছরের শুরু থেকেই হারানো ফর্ম ফিরে পেয়েছেন ধীরে ধীরে। তবে ট্রফিখরা কাটল জাপানে এসে। ফাইনালে সিন্ধুর প্রতিপক্ষ ছিলেন শক্ত গাঁট আকানে ইয়ামাগুচি। গত চার বছরে একবারও এই জাপানি তারকাকে হারাতে পারেননি সিন্ধু। শেষ পর্যন্ত তাঁকে হারিয়েই ট্রফিখরা কাটল।

ফাইনালের পর স্পেনের ফুটবলারদের সঙ্গে হাতাহাতি মারপিট, আর্জেন্টিনার আচরণ নিয়ে তদন্ত শুরু করল ফিফা

বিশ্বকাপ ফাইনালে হারের পর এ বার ফিফার তদন্তের আওতায় আসতে চলেছে আর্জেন্টিনা। ফাইনালের পর স্পেনের ফুটবলারদের সঙ্গে হাতাহাতি, মারপিট করেছিলেন আর্জেন্টিনার কয়েক জন ফুটবলার। সেই ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু হয়েছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে জয়ের পর ফকল্যান্ড নিয়ে যে ব্যানার দেখানো হয়েছিল তা নিয়েও তদন্ত করা হবে।

‘স্কাই নিউজ’-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, হারের পর আর্জেন্টিনার আচরণ ফিফার আতশকাচের তলায় এসেছে। লিয়োনেল মেসির দলের ফুটবলারদের এমন কাণ্ড একেবারেই বরদাস্ত করতে রাজি নয় ফিফা। জানা গিয়েছে, কোনও রকম প্ররোচনা ছাড়াই আর্জেন্টিনার ফুটবলারেরা এমন কাজ করেছেন।

‘বিবিসি’-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে প্রাক্তন ইংরেজ ফুটবলার অ্যালান শিয়েরার বলেছেন, “কোনও রকম প্ররোচনা ছাড়াই লিয়ান্দ্রো পারেদেস বিপক্ষের খেলোয়াড়দের আক্রমণ করছিল। ফুটবলে এ সব আচরণের কোনও জায়গা নেই। আমি জানি হারতে খুব খারাপ লাগে। কিন্তু হার মেনে নেওয়ারও একটা ধরন রয়েছে। আর্জেন্টিনার এমন আচরণ আগেও অনেক বার দেখেছি। শেষ বাঁশি বাজার পর যে ব্যবহার ওরা করল তা ভয়ঙ্কর।”

রবিবার রেফারি শেষ বাঁশি বাজানোর সঙ্গে সঙ্গেই ঝামেলা শুরু হয়। স্পেনের কয়েক জন ফুটবলার আনন্দে উৎসব করতে শুরু করেন। আর্জেন্টিনার কয়েক জন হতাশ হয়ে শুয়ে পড়েন। মাঠের মাঝখানে দু’দলের ফুটবলারদের মধ্যে ঝামেলা শুরু হয়। প্রথমে একে অপরের প্রতি গালিগালাজ ছিল। এর পর ফুটবলারেরা হাতাহাতি এবং ধাক্কাধাক্কিতে জড়িয়ে পড়েন। স্কালোনিকে দেখা যায় স্পেনের এরিক গার্সিয়ার দিকে তেড়ে যেতে।ঝামেলায় মুখ্য চরিত্র ছিলেন আর্জেন্টিনার লিয়ান্দ্রো পারেদেস। মাঠে নামার পর থেকেই তিনি শারীরিক ফুটবল খেলছিলেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যে হলুদ কার্ডও দেখেছিলেন। ম্যাচের পর সকলের আগে তিনি গার্সিয়ার সঙ্গে ঝামেলা করেন। গার্সিয়ার ঘাড় চেপে ধরেন। এর পর ঝামেলা করেন গাভির সঙ্গে। গাভিকে ঠেলে ফেলে দেন মাঠে।ঘটনা দেখে দু’দলের একাধিক সাপোর্ট স্টাফ দৌড়ে আসেন। তাঁরা ঝামেলা মেটানোর চেষ্টা করতে থাকেন। স্কালোনিও এগিয়ে এসে নিজের দলের ফুটবলারদের সরিয়ে নিয়ে যান। তার আগে গার্সিয়ার সঙ্গে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয় তাঁর। মেজাজও হারাতে দেখা যায়। ঠান্ডা মাথার মানুষ হিসাবে পরিচিত স্কালোনিকে অতীতে এমন রূপে দেখা যায়নি।

প্রদেশ বিজেপির নতুন রাজ্য কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই: ত্রিপুরা প্রদেশ বিজেপির সাংগঠনিক কাঠামোকে আরও শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নতুন রাজ্য কমিটির দায়িত্বপ্রাপ্তদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বিজেপির ত্রিপুরা প্রদেশ সভাপতি অভিষেক দেবরায় স্বাক্ষরিত এক সাংগঠনিক বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, দলের সর্বভারতীয় সভাপতি নীতিন নবিনের অনুমোদন এবং জাতীয় নেতৃত্বের সঙ্গে পরামর্শক্রমে এই নিয়োগ করা হয়েছে। বিজ্ঞপ্তিতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, ঘোষিত সমস্ত নিয়োগ অবিলম্বে কার্যকর হবে।

ঘোষিত তালিকা অনুযায়ী দলের রাজ্য সহ-সভাপতি পদে দায়িত্ব পেয়েছেন তাপস ভট্টাচার্য, অমিত রক্ষিত, রতন ঘোষ, উত্তরা দেববর্মা, তাপস মজুমদার এবং অজন্তা ভট্টাচার্য। সাধারণ সম্পাদক পদে নিযুক্ত হয়েছেন ভগবান চন্দ্র দাস, বিপিন দেববর্মা এবং চন্দন দেবনাথ।

রাজ্য সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন ভূমিকানন্দ রিয়াং, কমল দে, নবদল বণিক, মিমি মজুমদার, মালিনা দেবনাথ এবং রথীন্দ্র জামাতিয়া। এছাড়া দলের কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নাগাধিরাজ দত্ত, যুগ্ম কোষাধ্যক্ষ হিসেবে এম. কে. নাথ এবং অফিস সম্পাদক হিসেবে মিহির সরকারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে, বিভিন্ন মোর্চার রাজ্য সভাপতিদের নামও ঘোষণা করা হয়েছে। যুব মোর্চার রাজ্য সভাপতি হিসেবে অরিন্দম দেব, মহিলা মোর্চার রাজ্য সভাপতি হিসেবে মৌসুমি দাস, তফসিলি জনজাতি (এসটি) মোর্চার সভাপতি হিসেবে অভিজিৎ দেববর্মা, তফসিলি জাতি (এসসি) মোর্চার সভাপতি হিসেবে বাপি দাস, ওবিসি মোর্চার সভাপতি হিসেবে সুকান্ত ঘোষ, কিষাণ মোর্চার সভাপতি হিসেবে প্রদীপ বরণ রায় এবং সংখ্যালঘু মোর্চার সভাপতি হিসেবে মহম্মদ বিল্লাল মিয়াকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। দলীয় সূত্রের দাবি, আসন্ন সাংগঠনিক কর্মসূচি ও রাজনৈতিক কার্যক্রমকে আরও গতিশীল করার লক্ষ্যেই নতুন এই দায়িত্ব বণ্টন করা হয়েছে।

নবনির্বাচিত রাজ্য কমিটির সদস্যদের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা, দলের রাজ্য সভাপতি অভিষেক দেবরায়, সাংসদ বিপ্লব দেব সহ রাজ্যের অন্যান্য শীর্ষস্থানীয় নেতৃত্বগণ। নতুন কমিটি গঠনে সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রদেশ বিজেপি সভাপতি অভিষেক দেবরায় বলেন, প্রবীন এবং নবীনদের সংমিশ্রণে এ নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে।

সামনে বেশ কয়েকটি নির্বাচন রয়েছে, সর্বোপরি ২০২৮ এর বিধানসভা নির্বাচন। তাই সাংগঠনিক ভিতকে আরো শক্তিশালী করতেই এই নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। জনগণের উন্নয়নে সমাজের তৃণমূল স্তর পর্যন্ত মানুষের উন্নয়নে কাজ করার লক্ষ্যে এ নতুন কমিটি কাজ করবে বলে আশা প্রকাশ করেন প্রদেশ বিজেপি সভাপতি।

আজ খার্চি উৎসব রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু খার্চি উৎসব উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছাবার্তায় রাজ্যপাল বলেন, "খার্চি পূজা ত্রিপুরার অন্যতম জনপ্রিয় একটি উৎসব। পুরাতন আগরতলার (পুরান হাভেলি) চৌদ্দ দেবতার মন্দির প্রাঙ্গণে এই উৎসবটি সপ্তাহব্যাপী পালিত হয়। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এবং বহিরাজ্য থেকেও ভক্তরা চতুর্দশ দেবতা মন্দির প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে এই উৎসব উপভোগ করেন। এই উৎসব ত্রিপুরার মানুষের মধ্যে আনন্দ, ভালোবাসা, সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি এবং ভ্রাতৃত্ব বয়ে আনুক।"

এদিকে, ঐতিহ্যবাহী খার্চি উৎসব উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন। এক শুভেচ্ছা বার্তায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আমাদের রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী খার্চি উৎসব যুগ যুগ ধরে সম্প্রীতি, সৌহার্দ্য, ঐক্য ও মহামিলনের বার্তা বহন করে চলেছে। রাজ্যের নিজস্ব ঐতিহ্য ও পরম্পরার ধারক এই উৎসব আজ উত্তর পূর্বাঞ্চলের মানুষের কাছে বিশেষ পরিচিত লাভ করেছে। জাতি-জনজাতি, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল সম্প্রদায়ের মানুষের আন্তরিক অংশগ্রহণে খার্চি উৎসব আজ এক সার্বজনীন মিলনমেলায় পরিণত হয়েছে। চতুর্দশ দেবতার আশীর্বাদে সকলের জীবন সুখ, শান্তি, সুস্বাস্থ্য ও সমৃদ্ধিতে ভরে উঠুক। আমাদের প্রিয় ত্রিপুরা সম্প্রীতি, উন্নয়ন ও অগ্রগতির পথে আরও এগিয়ে যাক এই প্রার্থনা করি। উৎসব আনন্দমুখর হোক।

২১ জুলাই সমাবেশ
তৃণমূলের নাম-প্রতীক নিয়ে লড়াই সুপ্রিমকোর্ট পর্যন্ত নিয়ে যাবো ঃ মমতা

কলকাতা, ২১ জুলাই (আইএএনএস)।। নিট প্রশ্নফাঁসের প্রতিবাদে দিল্লিতে ককরোচ জনতা পার্টি (সিজেপি)-র আন্দোলনে যোগ দেওয়ার ঘোষণা করলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একইসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ও নির্বাচনী প্রতীক নিয়ে তৈরি হওয়া বিরোধে প্রয়োজনে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি।

মঙ্গলবার কলকাতার বিরলা প্ল্যানেটারিয়ামের সামনে ২১ জুলাই শহিদ দিবসের সমাবেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আমার দলের প্রতীক কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা হলে আমি চুপ করে থাকব না। প্রয়োজন হলে সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত যাব। বিজেপির বিরুদ্ধে আমার লড়াই চলবে। খুব শিগগিরই আবার পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় সফর শুরু করব। দিল্লিতে কেন্দ্র সরকারের বিরুদ্ধে সিজেপি-র আন্দোলনেও আমি যোগ দেব।"

সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের ভরাডুবির পর বহিষ্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন 'বিদ্রোহী সংখ্যাগরিষ্ঠ' গোষ্ঠী নির্বাচন কমিশনের কাছে তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ও নির্বাচনী প্রতীকের ওপর দাবি জানিয়েছে। সেই প্রসঙ্গেই এই মন্তব্য করেন তৃণমূল নেত্রী।

সমাবেশে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দেন, দলের কঠিন সময়ে যারা দল ছেড়ে অন্য রাজনৈতিক মঞ্চে গিয়েছেন বা বিদ্রোহী গোষ্ঠী তৈরি করেছেন, তাদের আর দলে ফিরিয়ে নেওয়ার কোনও প্রশ্নই নেই।

তিনি বলেন, "খারাপ লোক আর চোরেরা দল ছেড়ে চলে গেছে, এতে আমাদেরই ভালো হয়েছে। তারা যেখানে আছে ভালো থাকুক। এখন আর তাদের আমার দরকার নেই। যারা আমার সঙ্গে থেকেছে এবং যারা এখন আমাদের সঙ্গে যোগ দেবে, তাদের নিয়েই আমি নতুন সোনার খনি গড়ে তুলব।"

তিনি আরও বলেন, যারা এখনও দলে থাকবেন কি না তা নিয়ে দ্বিধায় রয়েছেন, তারা চাইলে বিজেপিতে যোগ দিতে পারেন। "যারা বিজেপিতে যেতে চায়, তারা যেতে পারে। আমার সঙ্গে ছাত্র-যুবরা রয়েছে। তারাই সব শূন্যতা পূরণ করবে। কিন্তু বিজেপির সঙ্গে কোনও আপসের প্রশ্নই ওঠে না। বিজেপির সঙ্গে আপস করার চেয়ে জেলে যাওয়া অনেক বেশি সম্মানের," বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রাষ্ট্রীয় বিদ্যার্থী দিবসে জোলাইবাড়িতে ২০০ কৃতি শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা এবিভিপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, জোলাইবাড়ি, ২১ জুলাই: ৭৮তম রাষ্ট্রীয় বিদ্যার্থী দিবস উপলক্ষে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি)-এর জোলাইবাড়ি নগর শাখার উদ্যোগে এক সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এদিন মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ প্রায় ২০০ জন শিক্ষার্থীকে সংবর্ধনা জানানো হয়। তাদের হাতে সার্টিফিকেট ও স্মারক ট্রফি তুলে দিয়ে আগামী দিনের সাফল্যের জন্য শুভেচ্ছা জানান অতিথিরা।

অনুষ্ঠানের সূচনা হয় বিদ্যাদেবী সরস্বতী ও স্বামী বিবেকানন্দের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে। এরপর অতিথিরা একে একে কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করেন এবং তাদের শিক্ষাজীবনে আরও এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এবিভিপি ত্রিপুরা প্রদেশের সহ-সম্পাদক রূপক সেন, ত্রিপুরেশ্বরী বিভাগের বিভাগ প্রমুখ অলক ঘোষ, দক্ষিণ পিলাক জেলার জেলা সংযোজক প্রশান্ত চৌধুরী, মহকুমা সংযোজক সায়ন দত্ত, জোলাইবাড়ির প্রাক্তন শিক্ষক নির্মলেন্দু চক্রবর্তী, জোলাইবাড়ি নগর সভাপতি বিশ্বজিৎ নমঃ, নগর সম্পাদক অর্পণ বিশ্বাস-সহ সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব, প্রাক্তন কার্যকর্তা এবং এলাকার বিশিষ্ট সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বরা।

অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে দক্ষিণ পিলাক জেলার জেলা সংযোজক প্রশান্ত চৌধুরী বলেন, '১৯৪৯ সালের ৯ জুলাই প্রতিষ্ঠিত অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবস সারা দেশে "রাষ্ট্রীয় বিদ্যার্থী দিবস" হিসেবে পালিত হয়। সেই উপলক্ষে এলাকার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় সাফল্য অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের সম্মান জানাতে পেরে আমরা গর্বিত।' তিনি আরও বলেন, 'এই সাফল্য শুধু পরীক্ষার ফল নয়, বরং শিক্ষার্থীদের কঠোর পরিশ্রম, শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিষ্ঠা এবং অভিভাবকদের ত্যাগের সম্মিলিত প্রতিফলন। আগামী দিনে দেশের উন্নয়ন ও জাতি গঠনে এই কৃতি শিক্ষার্থীরাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। আমরা প্রত্যাশা করি, তারা সমাজ ও দেশের প্রতি দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে নিজেদের গড়ে তোলার পাশাপাশি শিক্ষাজীবনে আরও বড় সাফল্য অর্জন করবে।'

পুরো অনুষ্ঠানজুড়ে শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও অতিথিদের উপস্থিতিতে উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়। এবিভিপির পক্ষ থেকে জানানো হয়, আগামী দিনেও মেধাবী শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকবে।

ডিজিপির মৃত্যু নিয়ে শাসকের বিরুদ্ধে একাধিক প্রশ্ন তুললেন জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই: রাজ্য পুলিশের মহাপরিচালক (ডিজিপি) অনুরাগ ধ্যানকরের মৃত্যুর ঘটনায় বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানালেন বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, কী পরিস্থিতির কারণে একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ আধিকারিক এমন চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা অত্যন্ত জরুরি।

জিতেন্দ্র চৌধুরীর দাবি, গত আট বছরে রাজ্যে যে রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, ডিজিপির মৃত্যুর ঘটনাকে সেই প্রেক্ষাপট থেকে আলাদা করে দেখা যায় না। তাঁর অভিযোগ, এই সময়ে রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুণ হয়েছে এবং আইনের শাসন দুর্বল হয়েছে।

বিরোধী দলনেতা বলেন, সাধারণ মানুষ বিভিন্নভাবে নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারলেও প্রশাসনের শৃঙ্খলাবদ্ধ পদে থাকা কর্মকর্তাদের পক্ষে তা সম্ভব হয় না। তিনি দাবি করেন, সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি ঘটনা নিয়ে তাঁর ব্যক্তিগতভাবে ডিজিপির সঙ্গে কথা হয়েছিল এবং তখন তিনি অনুরাগ ধ্যানকরকে মানসিকভাবে ব্যথিত ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতিতে থাকতে দেখেছেন। তবে এই বিষয়টির সঙ্গে মৃত্যুর ঘটনার কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা নিরপেক্ষ তদন্তেই স্পষ্ট হওয়া উচিত বলে মত প্রকাশ করেন তিনি।

এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের জন্য ত্রিপুরা হাইকোর্টের একজন বর্তমান বিচারপতির তত্ত্বাবধানে বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানান জিতেন্দ্র চৌধুরী। তাঁর বক্তব্য, রাজ্য সরকার যদি বিষয়টি নিয়ে আন্তরিক হয়, তাহলে এমন তদন্তে আপত্তি থাকার কথা নয়। কেন এই ঘটনা হবে? ভারতীয় জনতা পার্টি এবং তার সরকার থেকে শুরু করে মুখ্যমন্ত্রী আজ প্রশ্নবিদ্ধ। প্রত্যেকটা মানুষ আঙ্গুল তুলছে।

এদিকে, সিবিআই তদন্তের বিষয়ে আস্থা প্রকাশ না করে বিরোধী দলনেতা বলেন, বর্তমানে সিবিআইয়ের নিরপেক্ষতা নিয়ে তাঁদের দলের আস্থা নেই। তাঁর অভিযোগ, তদন্তকারী সংস্থাকে রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা হচ্ছে। এছাড়াও তিনি বলেন, একজন রাজ্য পুলিশের মহাপরিচালকের মৃত্যুকে ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন প্রশ্ন উঠছে। এই ঘটনার নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ তদন্ত হওয়া প্রয়োজন, যাতে প্রকৃত সত্য সামনে আসে।

এদিকে, রাজ্য পুলিশের মহাপরিচালক (ডিজিপি) অনুরাগ ধনকরের অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে বিচারবিভাগীয় তদন্তের দাবি জানালেন সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক তথা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। মঙ্গলবার সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, কোন পরিস্থিতির কারণে রাজ্যের সর্বোচ্চ পুলিশ আধিকারিক এমন চরম সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হলেন, সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা জরুরি।

জিতেন্দ্র চৌধুরীর দাবি, গত আট বছর ধরে রাজ্যে যে অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে, ডিজিপির মৃত্যুর ঘটনাও তার বাইরে নয়। তাঁর অভিযোগ, এই সময়ে রাজ্যের মানুষের গণতান্ত্রিক ও সাংবিধানিক অধিকার ক্ষুণ হয়েছে এবং আইনের শাসন দুর্বল হয়েছে।

তিনি বলেন, সাধারণ মানুষ অনেক সময় তাঁদের ক্ষোভ বা অসন্তোষ প্রকাশ করতে পারেন। কিন্তু প্রশাসনের শৃঙ্খলাবদ্ধ পদে থাকা কর্মকর্তাদের পক্ষে তা সহজ নয়। তাঁর বক্তব্য, সাম্প্রতিক সময়ে কয়েকটি ঘটনা নিয়ে ব্যক্তিগতভাবে অনুরাগ ধনকরের সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল এবং তখন তিনি তাঁকে মানসিকভাবে ব্যথিত ও অস্বস্তিতে থাকতে দেখেছেন। তবে এই বিষয়টির সঙ্গে মৃত্যুর ঘটনার কোনও সম্পর্ক রয়েছে কি না, তা তদন্তের মাধ্যমেই স্পষ্ট হওয়া উচিত বলে তিনি মত প্রকাশ করেন। বিরোধী দলনেতার দাবি, এই ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্তের জন্য ত্রিপুরা হাইকোর্টের একজন কর্মরত বিচারপতির তত্ত্বাবধানে বিচারবিভাগীয় তদন্ত করা হোক। তাঁর মতে, এতে প্রকৃত ঘটনা সামনে আসবে এবং জনমনে তৈরি হওয়া বিভিন্ন প্রশ্নেরও উত্তর মিলবে। একইসঙ্গে তিনি বলেন, সিবিআই তদন্তের ওপর তাঁদের আস্থা নেই। কারণ সংস্থাটি নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না। তাই বিচারবিভাগীয় তদন্তই একমাত্র গ্রহণযোগ্য পথ বলে দাবি করেন তিনি।

জিতেন্দ্র চৌধুরী আরও বলেন, ডিজিপির মতো একজন শীর্ষ পুলিশ আধিকারিকের অস্বাভাবিক মৃত্যু স্বাভাবিকভাবেই নানা প্রশ্নের জন্ম দিয়েছে। তাঁর মতে, এই ঘটনার সমস্ত দিক নিরপেক্ষভাবে তদন্ত হওয়া উচিত এবং প্রকৃত তথ্য জনসমক্ষে তুলে ধরা উচিত।

ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে একের পর এক অভিযোগ প্রশ্নের মুখে স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো

ধর্মনগর, ২১ জুলাই: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর জেলা হাসপাতালকে ঘিরে একের পর এক অভিযোগ সামনে আসায় স্বাস্থ্য পরিষেবার মান ও হাসপাতালের পরিকাঠামো নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠেছে। বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংকট, অপর্যাপ্ত রক্ষণাবেক্ষণ এবং কোটি টাকার চিকিৎসা সরঞ্জাম খোলা আকাশের নিচে অরক্ষিত অবস্থায় পড়ে থাকার অভিযোগে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রোগী, তাঁদের পরিজন এবং স্থানীয় বাসিন্দারা।

অভিযোগ, হাসপাতালে পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই। ফলে চিকিৎসার জন্য আসা রোগী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের চরম ভোগান্তির মুখে পড়তে হচ্ছে। এছাড়াও হাসপাতালের জলাধার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন অনেকেই।

স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, করোনা মহামারির সময় ব্যবহৃত হাসপাতালের বেড, অক্সিজেন কনসেনট্রেটর, ফটোথেরাপি ইউনিট-সহ একাধিক মূল্যবান চিকিৎসা সরঞ্জাম দীর্ঘদিন ধরে খোলা আকাশের নিচে অযত্নে পড়ে রয়েছে। কোটি টাকার সরকারি সম্পদ এভাবে নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকলেও সেগুলি সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

শুধু তাই নয়, রোগীর পরিজনদের বসার জায়গা, বিশ্রামাগার, শৌচাগারসহ ন্যূনতম নাগরিক সুবিধার অভাবও রয়েছে বলে দাবি করেছেন স্থানীয়রা। তাঁদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরা হলেও হাসপাতালের সামগ্রিক পরিস্থিতির তেমন কোনও উন্নতি হয়নি।

এই ঘটনায় হাসপাতাল পরিচালনা ব্যবস্থা এবং সরকারি সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণ নিয়ে নানা মহলে প্রশ্ন উঠেছে। তবে উত্থাপিত অভিযোগগুলির বিষয়ে এখনও পর্যন্ত ধর্মনগর জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ থেকে কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

বিনা পারিশ্রমিকে ধান লোডিংয়ের অভিযোগ, ক্ষোভে ফুঁসছেন বিশালগড় খাদ্য গুদামের শ্রমিকরা

বিশালগড়, ২১ জুলাই : বিনা পারিশ্রমিকে শ্রমিকদের দিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে ক্রয় করা ধান ট্রাকে লোডিং করানোর অভিযোগ উঠেছে বিশালগড় মহকুমা শাসক কার্যালয়ের অধীন খাদ্য দপ্তরের বিরুদ্ধে। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে ক্ষোভে ফুঁসছেন বিশালগড় ও বিশ্রামগঞ্জ খাদ্য গুদামের শ্রমিকরা। শ্রমিকদের অভিযোগ, তাঁরা খাদ্য গুদামে নির্ধারিত কাজের জন্য দৈনিক হাজিরা পান। কিন্তু বর্তমানে কৃষকদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা ধান বড় পাঞ্জাব বডি ট্রাকে লোডিংয়ের কাজ করানো হলেও সেই কাজের জন্য কোনও অতিরিক্ত পারিশ্রমিক বা মজুরি দেওয়া হচ্ছে না। জানা গেছে, গতকাল থেকে বিশ্রামগঞ্জের আদিবাসী কলোনি এলাকার খাদ্য গুদামে কৃষকদের কাছ থেকে ধান সংগ্রহের কাজ শুরু হয়েছে। প্রথম দিন এই কাজে বাইরের বিহারি শ্রমিকদের নিয়োগ করা হলেও, মঙ্গলবার হঠাৎ করেই তাঁদের পরিবর্তে বিশালগড় ও বিশ্রামগঞ্জ খাদ্য গুদামের প্রায় ৩০ জন শ্রমিককে ধান লোডিংয়ের কাজে লাগানো হয়। শ্রমিকদের দাবি, এই অতিরিক্ত কাজের জন্য কোনও লিখিত নির্দেশ বা সরকারি আদেশ তাঁদের দেখানো হয়নি। অভিযোগ, বিশালগড়ের ফুড কন্টোলার নয়ন দাসের কাছেও এ বিষয়ে কোনও লিখিত নির্দেশের কপি ছিল না। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রমিকদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, অতিরিক্ত শ্রমের ন্যায্য পারিশ্রমিক না দিয়ে জোর করে কাজ করানো হলে ভবিষ্যতে তাঁরা আন্দোলনের পথে হাঁটতে বাধ্য হবেন।

বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাকা ভবনের উদ্বোধন ২৭ জুলাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই: আগামী ২৭ জুলাই মোহনপুর ব্লকের অন্তর্গত বিজয়নগর গ্রাম পঞ্চায়েতের নবনির্মিত পাকা ভবনের উদ্বোধন করা হবে। এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ এবং উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মণ। এই অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে আজ মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির কনফারেন্স হলে এক প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাকেশ দেব। সভায় উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর ব্লকের বিডিও গোপালকৃষ্ণ দত্ত সহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের আধিকারিকগণ। সভায় উদ্বোধনী অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাকেশ দেব এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠান সফলভাবে সম্পন্ন করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

আপদ-বিপদ থেকে মুক্তির প্রার্থনায় রাজ্যজুড়ে বিপত্তারিণী পূজা, মন্দির ও বাড়িতে ভক্তদের ঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই: পরিবারের মঙ্গল, সুস্বাস্থ্য এবং সকল প্রকার আপদ-বিপদ থেকে রক্ষার প্রার্থনায় মঙ্গলবার রাজ্যজুড়ে পালিত হচ্ছে মা বিপত্তারিণী পূজা। হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এই ব্রত উপলক্ষে রাজধানী আগরতলা-সহ ত্রিপুরার বিভিন্ন প্রান্তের মন্দির ও বাড়িতে ভোর থেকেই ভক্তদের ভিড় লক্ষ্য করা যায়। বিশেষ করে সধবা মহিলারা নিষ্ঠা ও ভক্তিভরে দেবীর আরাধনা ও ব্রত পালন করেন। হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী, আষাঢ় মাসের শুক্লপক্ষে রথযাত্রা ও উল্টো রথের মধ্যবর্তী সময়ে মঙ্গলবার এবং শনিবার বিপত্তারিণী পূজা অনুষ্ঠিত হয়। শাস্ত্র মতে, দেবী বিপত্তারিণী হলেন দেবী দুর্গার ১০৮টি স্বরূপের অন্যতম। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, ভক্তিভরে দেবীর পূজা ও ব্রত পালন করলে জীবনের নানা সংকট দূর হয় এবং দেবী ভক্তদের সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

ধর্মীয় রীতি অনুসারে, এই পূজায় দেবীকে ১৩টি করে বিভিন্ন উপাচার নিবেদন করার প্রথা রয়েছে। প্রতিবছর আষাঢ় মাসে দু'দিন এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। চলতি বছরে প্রথম বিপত্তারিণী পূজা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৮ জুলাই এবং দ্বিতীয় তথা শেষ পূজা পালিত হচ্ছে মঙ্গলবার।

এদিন ত্রিপুরার প্রায় প্রতিটি বাঙালি পরিবারে ঐতিহ্য মেনে বিপত্তারিণী পূজার আয়োজন করা হয়েছে। পাশাপাশি বিভিন্ন মন্দিরে বিশেষ পূজা, অর্চনা ও ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে ভক্তরা দেবীর আশীর্বাদ প্রার্থনা করেন। সকাল থেকেই বিভিন্ন মন্দিরে নারী-পুরুষের দীর্ঘ লাইন এবং ভক্তদের ব্যাপক সমাগম লক্ষ্য করা যায়। পূজাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন এলাকায় ধর্মীয় ও উৎসবমুখর পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছে।

মাত্র ১৫ দিনের মধ্যেই ভাঙল সংস্কার করা রাস্তা, নিম্নমানের কাজের অভিযোগে প্রশ্নের মুখে পূর্ত দপ্তর

ধর্মনগর, ২১ জুলাই: সরকারি অর্থে সংস্কার করা রাস্তা মাত্র ১৫ দিনের মধ্যেই বিভিন্ন স্থানে ভেঙে পড়ায় নিম্নমানের কাজের অভিযোগ উঠেছে। ধর্মনগর পুর পরিষদ এলাকার একাধিক রাস্তায় কোথাও উপরিভাগ উঠে যাচ্ছে, কোথাও আবার নতুন করে গর্ত তৈরি হওয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। সরকারি নথি অনুযায়ী, রাস্তা সংস্কার ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রায় ১৫ লক্ষ ৬২ হাজার ৪৯৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়। কাজের বরাত পান ঠিকাদার পিন্টু কুমার গুপ্তা। ওয়ার্ক অর্ডারে রাস্তার প্যাচিং, সিলিং, সারফেসিং, ব্রিক ব্যাটস, রাবিশ ফিলিং, সারফেস ড্রেন ও প্রোটেকশন ওয়ার্কসহ একাধিক উন্নয়নমূলক কাজের উল্লেখ রয়েছে।

তবে স্থানীয়দের অভিযোগ, বাস্তবে অনেক জায়গায় পুরনো ভাঙা পাথর ও অল্প পরিমাণ নতুন নির্মাণসামগ্রী দিয়ে গর্ত ভরাট করে উপরিভাগে প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। ফলে কাজ শেষ হওয়ার অল্প সময়ের মধ্যেই রাস্তা পুনরায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। যদিও কয়েকটি এলাকায় নতুন পাথর ব্যবহার করা হয়েছে বলে দেখা গেছে। সরকারি নথিতে প্রকল্পের কাজ শেষ করার সময়সীমা ১২০ দিন উল্লেখ থাকলেও, কাজ শেষ হওয়ার মাত্র ১৫ দিনের মধ্যে রাস্তা ভেঙে পড়ায় কাজের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। একই সঙ্গে টেন্ডারটি প্রায় ৩৫.৬২ শতাংশ কম দরে বরাদ্দ দেওয়া হয়েছিল বলেও নথিতে উল্লেখ রয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, ব্যবহৃত নির্মাণসামগ্রীর মান, কাজের গুণগত পরীক্ষা এবং পূর্ত দপ্তরের তদারকি নিয়ে নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক। অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদার ও দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ারও দাবি জানিয়েছেন তারা। এদিকে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যুব কংগ্রেস প্রতিবাদ জানিয়ে বিজেপির 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' স্লোগানকে কটাক্ষ করে প্রচার চালায় এবং রাস্তা সংস্কারের গুণমান নিয়ে প্রশ্ন তোলে। উল্লেখ্য, নিম্নমানের কাজের অভিযোগ ও স্থানীয়দের দাবিগুলি সংশ্লিষ্টদের বক্তব্যের ভিত্তিতে যাচাই করা বাকি।

খোয়াইয়ের তবলাবাড়ি এলাকায় ব্যক্তিকে মারধরের অভিযোগ, থানায় মামলা দায়ের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই: খোয়াই মহকুমার তবলাবাড়ি এলাকায় এক ব্যক্তিকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে। ঘটনায় আহত ব্যক্তি খোয়াই জেলা হাসপাতালে চিকিৎসা নেওয়ার পর অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খোয়াই থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযোগকারী স্বপন পালের দাবি, মঙ্গলবার সকাল প্রায় ১১টা নাগাদ তিনি নিজের বাড়ি থেকে তবলাবাড়ি এলাকার রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় রঞ্জিত তাঁতী নামে এক ব্যক্তি হঠাৎ তাঁর ওপর চড়াও হন। কোনো ধরনের পূর্ববিবাদ বা কারণ ছাড়াই অভিযুক্ত তাঁকে মারধর শুরু করেন বলে অভিযোগ। মারধরের ঘটনায় স্বপন পালের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে। স্থানীয়দের সহায়তায় তাঁকে উদ্ধার করে খোয়াই জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়, যেখানে তাঁর চিকিৎসা করা হয়। আহত স্বপন পাল জানান, কেন তাঁর ওপর হামলা করা হয়েছে সে বিষয়ে তিনি কিছুই জানেন না। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও অভিযুক্তের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবিতে তিনি খোয়াই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন।

এদিকে, অভিযোগ পাওয়ার পর খোয়াই থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। তবে এই ঘটনার বিষয়ে অভিযুক্তের কোনো বক্তব্য এখনও পাওয়া যায়নি।

গোমতী জেলা হাসপাতালে সান্ধ্যকালীন বহির্বিভাগ ও সিসিইউ চালু

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২১ জুলাই: গোমতী জেলা হাসপাতালে সান্ধ্যকালীন বহির্বিভাগ ও সিসিইউ চালু হয়েছে। গোমতী জেলা হাসপাতালের সামগ্রিক স্বাস্থ্য পরিষেবা খতিয়ে দেখতে এবং পরিকাঠামোগত মান উন্নয়নের লক্ষ্যে গত ১৪ জুলাই জেলা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন স্বাস্থ্য সচিব কিরণ গিত্তে। আগরতলা সিভিল হাসপাতালের আদলে এবার গোমতী জেলা হাসপাতালেও ২-৩ জন চিকিৎসক নিয়ে সান্ধ্যকালীন ওপিডি বা বহির্বিভাগ চালু করার জন্য স্বাস্থ্য অধিকর্তা ও মেডিক্যাল সুপারকে পরামর্শ দেন স্বাস্থ্য সচিব।আজ সিসিইউ-তে একজন রোগীকে ভর্তি করা হয়েছে। এই সিসিইউটি ৬ শয্যাবিশিষ্ট। পাশাপাশি সান্ধ্যকালীন ওপিডির প্রস্তুতি চূড়ান্ত। সোমবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার ও শনিবার, এই চারদিন ওপিডি বা বহির্বিভাগ খোলা থাকবে। তাতে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা রোগী দেখবেন। আগামীকাল খার্চি পুজো।

অসমে বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ প্রায় সাড়ে ৩ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত

গুয়াহাটি, ২১ জুলাই (আইএএনএস): অসমে বন্যা পরিস্থিতি মঙ্গলবারও উদ্বেগজনক রয়ে গেছে। রাজ্যের ১১টি জেলা বন্যাকবলিত হয়েছে এবং ৩ লক্ষ ১০ হাজারেরও বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। পরিস্থিতি মোকাবিলায় উদ্ধারকারী বাহিনী দুর্গত এলাকায় জোরকদমে উদ্ধার ও সরিয়ে নেওয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বলে সরকারি বন্যা পরিস্থিতি রিপোর্টে জানানো হয়েছে।

মঙ্গলবার প্রকাশিত প্রাথমিক বন্যা রিপোর্ট অনুযায়ী, রাজ্যের ১১টি জেলা ও ৩৬টি রাজস্ব চক্র বন্যার কবলে পড়েছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত জেলার মধ্যে রয়েছে ডিব্রুগড়, যোরহাট, গোলাঘাট, শিবসাগর, চরাইদেও, ধেমাজি, তিনসুকিয়া, নগাঁও, বিশ্বনাথ, কামরূপ এবং কার্বি আংলং। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, মোট ৭৫৮টি গ্রাম প্লাবিত হয়েছে এবং ৩,১০,৮০৭ জন মানুষ বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। এছাড়া ১৪,৪১১.২৬৭ হেক্টর কৃষিজমি জলের তলায় চলে যাওয়ায় কৃষিক্ষেত্রে বড় ধরনের ক্ষতির আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। দুর্গতদের জন্য ৫২টি ত্রাণ শিবির খোলা হয়েছে, যেখানে বর্তমানে ১২,৭২০ জন আশ্রয় নিয়েছেন। বন্যা-সংক্রান্ত ঘটনায় চরাইদেও জেলায় একজনের মৃত্যুর খবরও নিশ্চিত করেছে প্রশাসন। উদ্ধারকারী সংস্থাগুলি এখন পর্যন্ত নৌকার সাহায্যে প্লাবিত এলাকা থেকে ৯,১৬০ জনকে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়েছে।

অন্যদিকে, গুয়াহাটিতেও জলাবদ্ধতা পরিস্থিতির তেমন উন্নতি হয়নি। কামরূপ (মেট্রো) জেলার সাতগাঁও, সৌকুচি, নটবোমা, বরাগাঁও, মালিগাঁও এবং চান্দমারির একাধিক এলাকা এখনও জলমগ্ন। পাশাপাশি কামরূপ জেলার উত্তর গুয়াহাটির ১, ৪, ৫ ও ৬ নম্বর ওয়ার্ডেও বন্যার জল ঢুকেছে।

মঙ্গলবার সকাল পর্যন্ত নতুন করে ভূমিধসের খবর না মিললেও, সোমবার সন্ধ্যায় কামরূপ (মেট্রো)-র গোতানগর, কামাখ্যা, গরপাণ্ডু কুমারপাড়া গাঁও এবং মালিগাঁও এলাকায় ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে বলে প্রশাসন জানিয়েছে।

উদ্ধারকাজে জাতীয় বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর (এনডিআরএফ) ১২ নম্বর ব্যাটালিয়নের ছয়টি দল শিবসাগর ও চরাইদেও জেলায় এবং ১ নম্বর ব্যাটালিয়নের দুটি দল যোরহাটে মোতায়েন রয়েছে। এছাড়া রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীর (এসডিআরএফ) একাধিক দল ৬২টি নৌকা নিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত জেলাগুলিতে উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছে।

এদিকে, কেন্দ্রীয় জল কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, নিয়ামতিঘাটে ব্রহ্মপুত্র এবং বুড়িদিহিং, দিখৌ, ডিসাং ও ধনশিরি নদীর জল বিপদসীমার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। ফলে আগামী দিনে বন্যা পরিস্থিতি আরও অবনতি হওয়ার আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন সংশ্লিষ্ট আধিকারিকরা।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas